পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 349 Tuesday, 24 November, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩৪৯ সংখ্যা ✱ ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ২৪ নভেম্বর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

রাজ্যের নাম ইংরাজিতেও হোক 'পশ্চিমবঙ্গ'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ নভেম্বরঃ 'বাংলা' নয়। রাজ্যের নাম থাকবে পশ্চিমবঙ্গই। ঐতিহাসিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে 'পশ্চিমবঙ্গ' নামে সিলমোহর দিয়ে আগেই যাবতীয় বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছিলেন মুখমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি জানিয়ে দিলেন, বিধানসভায় প্রস্তাব আনা হচ্ছে যে রাজ্যের নাম ইংরাজিতেও যেন 'পশ্চিমবঙ্গ' হয়! বিগত সরকার রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলা' করার জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানিয়েছিল। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই সেই প্রসঙ্গেও নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন শুভেন্দু। তিনি বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস ও আবেগ। নাম পরিবর্তনের বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে তিনি নিজের অবস্থান জানাবেন। তবে এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে বর্তমান সরকার কোনওভাবেই যুক্ত নয় এবং এ বিষয়ে তাদের বিশেষ আগ্রহও নেই বলেও জানান তিনি। শুভেন্দুর মতে, পশ্চিমবঙ্গ নামটি মুছে ফেলার অর্থ রাজ্যের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে মুছে ফেলা, যা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রশাসনিক সুবিধার কথা মাথায় রেখেই দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের নাম পরিবর্তনের ভাবনাচিন্তা চলছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বৈঠকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়। সেই তালিকায় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এর নাম আসে একেবারে শেষে। ফলে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের। তার উপর প্রথম দিকের বক্তারা নির্ধারিত সময়ের বেশি সময় নিয়ে নিলে শেষের দিকে থাকা রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের বক্তব্য রাখার জন্য বরাদ্দ সময়ও কমে যায়। এই প্রশাসনিক সমস্যার কথা বিবেচনা করেই বাম আমলে রাজ্যের নাম পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৯ সালের ২০ জুলাই বিধানসভায় রাজ্যের নাম সব ভাষাতেই 'পশ্চিমবঙ্গ' রাখার প্রস্তাব আনা হয়। তবে আলোচনার পর 'পশ্চিমবঙ্গ' পরিবর্তে 'বাংলা' নামটিই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মত উঠে আসে। সেই অনুযায়ী তৎকালীন শাসক বামফ্রন্ট এবং বিরোধী কংগ্রেস ও তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রস্তাবে সংশোধনী আনা হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই উদ্যোগ আর বিশেষ এগোয়নি। প্রায় ১৭ বছর পর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় দফার সরকার ক্ষমতায় আসার শুরুতে রাজ্যের নাম পরিবর্তনের বিষয়টি ফের গুরুত্ব পায়। ২০১৬ সালের ২ আগস্ট রাজ্য মন্ত্রিসভায় একটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। তাতে তিনটি ভাষায় রাজ্যের পৃথক নাম রাখার কথা বলা হয়েছিল। বাংলা ভাষায় 'বাংলা' ইংরেজিতে 'বেঙ্গল' এবং হিন্দিতে 'বঙ্গাল'-এই তিনটি নাম প্রস্তাব করা হয়। তবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বামেরা। তাদের আনা সংশোধনী বিধানসভায় ১৮৯-৩১ ভোটে খারিজ হয়ে যায়। এরপর বাম ও কংগ্রেস বিধায়কদের

● এরপর ৬ পাতায়...

মোদি-বালেন শাহ বৈঠক

নয়াদিল্লিতে ৮ গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ভারত-নেপালের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বরঃ প্রথমবার ভারত সফরে এসেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ। দু'দিনের এই সফরে সোমবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁকে 'গার্ড অফ অনার' প্রদান করা হয়। স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র



মোদি। এরপর হায়দরাবাদ হাউসে দুই রাষ্ট্রপ্রধান দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। তারপর দিল্লির মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, ''ভারত-নেপাল সম্পর্ক হিমালয়ের মতো অটল, মহাসাগরের মতোই বিশাল।'' বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, 'ভারসাম্যের খেলা'য় মেতে থাকলেও আসলে চিনে মোহভঙ্গ হয়েছে নেপালের প্রধানমন্ত্রীর। সে কারণেই দিল্লির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছেন তিনি। এদিনের বৈঠকের পরে প্রধানমন্ত্রী মোদি হিমালয়-সংলগ্ন দেশটিতে বন্যা-পরবর্তী পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য ২৪,০০০ কোটি নেপালি রুপি (ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা) মূল্যের একটি সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, ''নেপালে সাম্প্রতিক আকস্মিক বন্যায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। ভারত নেপালের জন্য ২৪,০০০ কোটি নেপালি মুদ্রায় একটি উন্নয়ন প্যাকেজ ঘোষণা করছে।'' সেই সঙ্গেই সরযূ-কমলা এক্সপ্রেস (যা অযোধ্যা-জনকপুর এক্সপ্রেস নামেও পরিচিত) ট্রেন পরিষেবা চালু করলেন বলেন্দ্র ও মোদি। পাশাপাশি এদিন মহাকালী নদীর উপরে উত্তরাখণ্ডের অসিগাদা থেকে নেপালের ধরচুলার সংযোগকারী ১১০ মিটারের একটি সেতুরও উদ্বোধন করেন তাঁরা। তাছাড়া নেপালে আইআইটি ক্যাম্পাস স্টার্টআপ পরিকাঠামো এবং ইনোভেশন হাব গড়ার কথাও জানান মোদি। অন্যদিকে, বলেন্দ্র বলেন, ''ভারত-নেপাল সম্পর্ক হিমালয়ের মতো অটল, মহাসাগরের মতোই বিশাল।'' তাছাড়া দুই দেশের মধ্যে বৃহত্তর শিক্ষা সহযোগিতারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। নেপালে প্রতিষ্ঠিত আইআইটি গুলিতে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার

● এরপর ৬ পাতায়...

রাজ্যে গোহত্যা বরদাস্ত নয়

বিল আনার ঘোষণা শুভেন্দুর, গরুর রক্ষণাবেক্ষণে ১ লক্ষ টাকা সাহায্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ নভেম্বরঃ রাজ্যে কোনওভাবেই 'গোমাতা'কে হত্যা করতে দেওয়া হবে না। এবং এ বিষয়ে শীঘ্রই কড়া বিল আনা হবে বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর তিনি স্পষ্ট জানান, আইন থাকা সত্ত্বেও 'লুকিয়' যে সব কাজ চলছে, তার ফল ভুগতে হবে। পাশাপাশি, বয়স্ক ও অসুস্থ গরুর সেবাযত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গোশালা, প্রতিষ্ঠান, পরিবার বা ব্যক্তিবিশেষকে সরকারের তরফে বছরে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে শুভেন্দু বলেন, ''এখানে গোমাতাকে হত্যা করতে দেওয়া যাবে না। এবারে পরিস্কার তার যা ব্যাখ্যা করতে পারেন করবেন। এটা করতে পারবেন না।'' তিনি আরও বলেন, ''প্রতিটি জীবেরই নির্দিষ্ট আয়ুস্কাল রয়েছে এবং সেই নিয়মেই সকলকে যেতে হয়, কিন্তু বলপূর্বক হত্যার আওতায় গোমাতা পড়ছে না।'' ১৯৫০ সালের 'ক্যাটল অ্যাক্ট'-এ এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, পরবর্তীকালে হাইকোর্টেরও নির্দেশ এসেছে এবং বর্তমান সরকারের নীতি ও ইচ্ছাও তাই। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বহু গোপালক এবং দুগ্ধপালক দীর্ঘদিন ধরে বয়স্ক ও অসুস্থ গরুদের দেখভালের জন্য সরকারি সাহায্যের দাবি জানাচ্ছিলেন। সেই কথা মাথায় রেখেই এ দিন মন্ত্রিসভার অনুমোদন নিয়ে রাজ্যে ভারত সরকারের 'গোকুল মিশন' চালু করা হল। এর পাশাপাশি, যাঁরা বয়স্ক ও অসুস্থ গরু



বা গোমাতাদের সেবাযত্ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, তাঁদের সরকারি তরফে বাৎসরিক সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সাহায্য ব্যক্তি, পরিবার না কি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে দেওয়া হবে, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠান- সব ক্ষেত্রের জন্যই প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতর (এআরডি)-এর পক্ষ থেকে একটি নির্দিষ্ট গাইডলাইন ও এসওপি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর) প্রকাশ করা হবে। সেখানেই খুঁটিনাটি লেখা থাকবে এবং গরু সংখ্যার নিরিখে সাহায্যের অঙ্ক নির্ধারিত হতে পারে। উৎসবের মরশুমে পশুবলি বা বেআইনি কারবার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান, রাজ্যে ক্যাটল অ্যাক্ট কার্যকর করা হয়েছে এবং লুকিয়ে কেউ বেআইনি কাজ করলে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে। হাওড়ার বাঁকড়ার কয়েক জন হড়পপুরে (অন্যত্র) যে ঘটনা ঘটিয়েছিল, সেখানে চারটি গাড়ি ও ৫৫৫ কেজি মাংস বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তারা এখনও জেলে রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। এ ছাড়া বারুইপুরেও এমন দু'টি ঘটনার ক্ষেত্রে পুলিশ তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ করে অভিযুক্তদের শ্রীঘরে পাঠিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, ''লুকিয়ে করলে ধরা পড়বে এবং ভুগবে। আমাদের হাতে আইন রয়েছে, হাইকোর্টের নির্দেশ রয়েছে, ১৯৫০ সালের আইন রয়েছে, সবই রয়েছে। ভেটেরিনারি সার্জনের হাতেও ক্ষমতা রয়েছে। সকলকে আইনের মধ্যে থেকেই কাজ করতে হবে। বেআইনি কাজ কোনওভাবেই চলবে না।''

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি লিট সম্মান পাচ্ছেন মিঠুন চক্রবর্তী



নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৩ নভেম্বরঃ সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে নিজের প্রতিভা, পরিশ্রম আর অদম্য জেদে বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে তৈরি করেছেন স্বতন্ত্র পরিচিতি। কখনও পর্দার ডিস্কো ডান্সার, কখনও দর্শকের প্রিয় 'মহাগুরু', আবার কখনও রাজনীতির ময়দানে পরিচিত মুখ-মিঠুন চক্রবর্তীর জীবন যেন নানা অধ্যায়ে সাজানো এক বর্ণময় সফর। অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁর উপস্থিতি বারবার আলোচনায় এসেছে। এবার সেই দীর্ঘ পথচলার স্বীকৃতি হিসেবেই আরও একটি বড় সম্মান পেতে চলেছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে দেওয়া হবে ডি লিট উপাধি। আগামী ৯ ডিসেম্বর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০তম বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানের মঞ্চেই মিঠুনের হাতে তুলে দেওয়া হবে সম্মানসূচক ডক্টর অব লিটারেচার বা ডি লিট উপাধি। এই সিদ্ধান্তে শিলমোহর দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য আর এন রবি। তবে এবারের সমাবর্তনে শুধু চলচ্চিত্র জগতের তারকাকেই সম্মানিত করা হচ্ছে না। বিজ্ঞানচর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে আরও দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ডি লিট উপাধি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁরা হলেন অধ্যাপক জি পার্থসারথি এবং অধ্যাপক ভূপেন্দ্রনাথ গোস্বামী। অর্থাৎ, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান-দুই ক্ষেত্রের কৃতীদের একই মঞ্চে সম্মান জানাতে চলেছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। মিঠুনের ঝুলিতে অবশ্য জাতীয় স্তরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি আগেই এসেছে। ২০২৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করে। একই বছর ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারেও সম্মানিত হন অভিনেতা। এবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সম্মান তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের মুকুটে আরও একটি পালক যোগ করতে চলেছে। এই মুহূর্তে রাজনীতির কাজেই বেশ ব্যস্ত মিঠুন। তবে অভিনয়ের জগতের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ যে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়নি, তার প্রমাণ মিলেছে সম্প্রতি। 'বহুরূপীঃ দ্য গোল্ডেন ডাকু' ছবির শেষ পর্বে তাঁকে দেখা গিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, এই ছবির পরবর্তী কিস্তিতেও তাঁকে দেখা যেতে পারে। যদিও সেই সম্ভাবনা নিয়ে এখনও অভিনেতা কিংবা পরিচালকের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। অভিনয় জীবনের শুরু থেকে জাতীয় পুরস্কার, পদ্মভূষণ, দাদাসাহেব ফালকে-একাধিক সম্মান পেয়েছেন মিঠুন। এবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি লিট উপাধি তাঁর দীর্ঘ যাত্রায় যোগ করতে চলেছে নতুন এক স্বীকৃতি।

পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর নিয়ে বড় নির্দেশ

এক মাস সময় দিল সুপ্রিম কোর্ট



সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বরঃ এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। রাজ্যে পুরভোটের আগে এই নির্দেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ট্রাইবুনালের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এবার সময় বেঁধে দিল শীর্ষ আদালত। পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে অভিযোগ তুলে একাধিক মামলা হয়েছে। সোমবার সেই সব মামলার শুনানি ছিল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে। পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর সংক্রান্ত আপিল নিয়েও বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। ট্রাইব্যুনালগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে ভোটার তালিকায় নতুন নাম অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া আবেদনগুলির শুনানি আপাতত স্থগিত রাখা হয়। ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ভোটারদের আবেদনগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে শুনানির নির্দেশও দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যাঁদের নাম

● এরপর ৬ পাতায়...

পুরভোট নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ!

সুপ্রিম কোর্টে জোড়া মামলার শুনানি বুধবার পর্যন্ত মুলতুবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ নভেম্বরঃ কলকাতা পুরসভার ভোট ঘোষণার উপর হাইকোর্টের স্থগিতাদেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকার।



একই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পৃথকভাবে শীর্ষ আদালতে আবেদন করেছে কলকাতা পুরসভাও। সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার কিছু পরে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের এজলাসে মামলাটির শুনানি শুরু হওয়ার কথা ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত বুধবার পর্যন্ত পিছিয়ে গেল দুই মামলার শুনানি। কলকাতা পুরসভায় এখন কোনও নির্বাচিত বোর্ড বা জনপ্রতিনিধি নেই, পুরসভা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে, এমন অবস্থায় পুরসভার সুপারিশের ভিত্তিতে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করা কীভাবে সম্ভব? কলকাতার পুরভোট ঘোষণা ও ওয়ার্ড বিন্যাসের জটিলতা সংক্রান্ত মামলায় এ দিন শীর্ষ আদালতে শুনানি চলাকালীন এই পর্যবেক্ষণ সামনে আসে। গত ৬ নভেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ পুরভোট ঘোষণায় স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায়ের বেঞ্চ জানিয়েছিল, সিঙ্গল বেঞ্চে মূল মামলাটি বিচারাধীন থাকায় নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ভোট ঘোষণা করা যাবে না। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার। আলাদা করে আবেদন জানায় কলকাতা পুরসভাও। সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার কিছু পরে শীর্ষ আদালতে মামলাটি উঠলে রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। সেখানেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির অনুপস্থিতি ও ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। সম্প্রতি কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করে ওয়ার্ডসংখ্যা ১৪৪ থেকে বাড়িয়ে ২০৯ করা হয়েছে। গত ১১ সেপ্টেম্বর রাজ্যের ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করেন সিপিএম নেত্রী দীপু দাস।

● এরপর ৬ পাতায়...

ভেন্টিলেশন থেকে বের করা হল রেখাকে!

একাধিক অঙ্গ ক্ষতির আশঙ্কা



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ নভেম্বরঃ ভেন্টিলেশন সাপোর্ট থেকে বের করা হল রেখা পাত্রকে। তবে হাসপাতাল সূত্রে খবর, এখনও সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত নন তিনি। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন হিঙ্গলগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক। শরীরে বিষক্রিয়ার ফলে কোথায় কতটা ক্ষতি হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন চিকিৎসকরা। বিশেষ করে স্নায়ুতন্ত্র, হৃদ্‌যন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র এবং কিডনির উপর কোনও প্রভাব পড়েছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। চিকিৎসকদের মতে, এ ধরনের বিষক্রিয়ার ঘটনায় শরীরের এই অঙ্গগুলিই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, রবিবার থেকেই ভেন্টিলেশন সাপোর্টে ছিলেন রেখা। তাঁকে আইটিইউতে রেখে চিকিৎসা

● এরপর ৬ পাতায়...

তৃণমূলের অন্দরে নথি-যুদ্ধ! শুভাশিসের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ ঋতব্রতর, ছুড়লেন 'গোল্লা' কটাক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ নভেম্বরঃ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে ভুয়ো নথি ও এফিডেভিট জমা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির। রবিবার কালীঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ শুভাশিস চক্রবর্তী। এরপরেই সোমবার, সেই কালীঘাট থানাতেই পাল্টা অভিযোগ জমা দিলেন ঋতব্রত। শুভাশিস চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। সোমবার কালীঘাট থানার ওসি-কে দেওয়া অভিযোগপত্রে নিজেকে অরূপ রায়ের সভাপতিত্বে থাকা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে উল্লেখ করেছেন ঋতব্রত। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের শিবিরে থাকা নির্বাচিত প্রতিনিধি, পদাধিকারী এবং সদস্য-সমর্থকদেরকে ভয় দেখানো এবং হুমকি দেওয়ার একাধিক ঘটনা ঘটছে। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে যে হুমকি দিয়ে, জোর করে মমতার গোষ্ঠীর সমর্থনে হলফনামায় সই করতে বাধ্য করা হচ্ছে। পাশাপাশি, ঋত-শিবিরের সমর্থনে যাঁরা আগে এফিডেভিট জমা দিয়েছিলেন, তা প্রত্যাহার করার জন্য ভয় দেখানো হচ্ছে বলেও দাবি করা হয়েছে। ঋতব্রতের অভিযোগপত্রে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ফৌজদারি ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, অবৈধভাবে আটকে রাখা, তোলাবাজি বা ভুয়ো নথি তৈরি ও ব্যবহারের মতো অন্যান্য ধারাও খতিয়ে দেখার আর্জি জানানো হয়েছে। অভিযোগে এ-ও বলা হয়েছে যে, শুভাশিস যে অভিযোগ করেছেন, তাকে ঋত-শিবিরের সমর্থকদের ভয় দেখানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হোক। শুভাশিসের অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর বিজেপি নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার গঠনের পরে তৃণমূলের অন্দরে ভাঙন ধরে।



ঋতব্রতর নেতৃত্বে একটি অংশ আলাদা গোষ্ঠী তৈরি করে নিজেদের আসল তৃণমূল বলে দাবি করতে শুরু করে এবং মধ্য হাওড়ার বিধায়ক অরূককে চেয়ারপার্সন হিসেবে তুলে ধরে, যা মমতার নেতৃত্বাধীন অংশ পুরোপুরি অস্বীকার করে। এই বিবাদ গড়ায় নির্বাচন কমিশন এবং সুপ্রিম কোর্টে। কমিশনের কাছে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি ও সমর্থন প্রমাণ করার লড়াইয়ে গত ২৩ অক্টোবর থেকে ২৭ অক্টোবরের মধ্যে নানুর থানার পরিকাঠামো ও আধিকারিকদের ব্যবহার করে পরিকল্পিতভাবে ভুয়ো এফিডেভিট তৈরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। শুভাশিসের অভিযোগে বলা হয়েছে, আশপাশের গ্রামের ভোটার তালিকা থেকে সাধারণ মানুষের নাম ও তথ্য নিয়ে পূর্বনির্ধারিত বয়ান সম্বলিত স্ট্যাম্প পেপারে তা পূরণ করা হয়। প্রয়োজনীয় তথ্য ছাড়াই স্ট্যাম্প পেপার ব্যবহার করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীদের অজান্তে তাঁদের সই জাল করা হয়। নথিগুলিকে আসল দেখাতে নোটারি পাবলিকের সিল ও সইও জাল করা হয় এবং তা ব্যবহার করা হয়। অভিযোগপত্রে ওসি সঞ্জয় সরকার ও এসআই গোলক ঘোষের পাশাপাশি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরূপ রায়ের যোগসাজশের কথা উল্লেখ করা হয়। কিছুদিন আগেই, সংবাদমাধ্যমের সামনে দাঁড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ''আপনি সাত দিন খালি দাঁড়ান। জোড়া ফুল মমতার ছিল, আছে, থাকবে। সাত দিন খালি দাঁড়ান, কিভাবে পুলিশ থানায় এফিডেভিট ফাইল হয়েছে বড় পর্দায় আপনাদের সবাইকে সাক্ষী রেখে দেখাবো। সাত দিনের মধ্যে।'' শুভাশিস এক সময়ে রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। ঋতব্রত দাবি করেছেন, সাংসদ থাকাকালীন রাজ্যসভায় শুভাশিসের প্রশ্নের সংখ্যা ছিল শূন্য। সেই সূত্রেই সোমবার কালীঘাট থানার বাইরে দাঁড়িয়ে ঋতব্রত তাঁর উদ্দেশে 'গোল্লা শুভাশিস' বলে কটাক্ষ করেন।

গোধরাকাণ্ডের আসামির সাজা স্থগিত সুপ্রিম কোর্টে! আপত্তি নেই গুজরাত সরকারেরও

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বরঃ ২০০২ সালের গোধরাকাণ্ডে সবরমতী এক্সপ্রেস পোড়ানোর মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত এক আসামির সাজা স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার



বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি প্রসন্ন বি বরালে-র বেঞ্চ ইরফান সিরাজ পাদা নামে ওই আসামির সাজা স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছে। ১৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে জেলে বন্দি থাকা পাদা গুরুতর অসুস্থ, এই বিষয়টি বিবেচনা করেই শীর্ষ আদালত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুনানিতে শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করে, মূলত শারীরিক অসুস্থতার কারণেই সাজা স্থগিতের আবেদন জানানো হয়েছিল। আদালত জানায়, আবেদনকারীর শারীরিক অবস্থার যে বিবরণ তাঁর আইনজীবী দিয়েছেন, তা তথ্যগতভাবে সঠিক বলে রাজ্যের তরফেও মেনে নেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই চিকিৎসার কারণে আবেদনকারীর সাজা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গুজরাত সরকারের আইনজীবী স্বাতী ঘিলদিয়াল বলেন, ''মামলাটি অত্যন্ত গুরুতর হলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে সাজা স্থগিত রাখার বিষয়ে রাজ্যের কোনও আপত্তি নেই।'' উল্লেখ্য, সম্প্রতি ২০০২ সালের গোধরা দাঙ্গার সময় বিলকিস বানো গণধর্ষণ মামলায় সাজাপ্রাপ্ত দুই ব্যক্তিরও সাজা স্থগিত করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রসঙ্গত, ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি গুজরাতের গোধরায় সাবরমতী এক্সপ্রেসের এস-৬ কোচে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৫৯ জনের মৃত্যু হয়, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন অযোধ্যা থেকে ফেরা করসেবক। এই ঘটনার পরই গোটা গুজরাত জুড়ে ভয়াবহ দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ উঠেছিল, সরকারি মদতে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা রাজ্যের সংখ্যালঘু মুসলিমদের ওপর হামলা চালায় এবং ওই দাঙ্গায় হাজারেরও বেশি

● এরপর ৬ পাতায়...

সর্বদা সুস্থতা কামনা করে ওম বিড়লাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর ঃ লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার জন্মদিনে তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার



সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী অধ্যক্ষের সংবিধান সংক্রান্ত গভীর জ্ঞান এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের প্রশংসা করেন। শুভেচ্ছাবার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তাঁর সহৃদয় স্বভাব ও সংবিধান সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি কক্ষের কার্যকর পরিচালনার ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার প্রতি তাঁর দৃঢ় অঙ্গীকার সকলকে অনুপ্রাণিত করে। ঈশ্বর তাঁকে দীর্ঘায়ু দান করুন এবং সর্বদা সুস্থ রাখুন।উল্লেখ্য, ১৯৬২ সালের ২৩ নভেম্বর রাজস্থানের কোটায় জন্মগ্রহণ করা ওম বিড়লা টানা দ্বিতীয়বার লোকসভার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও এদিন লোকসভার অধ্যক্ষকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বাজেটের প্রস্তুতি তুঙ্গে, স্বাস্থ্য ও সামাজিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে দশম প্রাক-বাজেট বৈঠক নির্মলার

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বরঃ আসন্ন সমাজের বিভিন্ন স্তরের অংশীদারদের মতামত গ্রহণের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। সোমবার নয়াদিল্লিতে স্বাস্থ্য এবং সামাজিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ ও অংশীদারদের সঙ্গে দশম প্রাক-বাজেট পরামর্শমূলক বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন তিনি। অর্থ মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ সংসদে পেশ হতে চলা পূর্ণাঙ্গ বাজেটে জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সম্প্রসারণ এবং কল্যাণমূলক নীতিগুলির রূপরেখা কী হওয়া উচিত, তা নিয়ে এই বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে অর্থনৈতিক বিষয়ক দফতরের সচিব-সহ অর্থ মন্ত্রক ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকগুলির শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, গত ১৬ নভেম্বর বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে প্রাক-বাজেট আলোচনা শুরু করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। এরপর থেকে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন, শিল্প ও বাণিজ্য, পুঁজিবাজার, ব্যাংকিং, পরিকাঠামো, শক্তি, কর্মসংস্থান ও শ্রম এবং আবাসন ও নগরোন্নয়ন-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন তিনি। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উঠে আসা এই সুচিন্তিত প্রস্তাব ও সুপারিশগুলি পর্যালোচনা করেই আগামী ২০২৭-২৮ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটের অগ্রাধিকারগুলি নির্ধারণ করবে অর্থ মন্ত্রক।



২০২৭-২৮ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়ায়

দিল্লির গান্ধী নগরে কারখানায় আগুন

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর ঃদিল্লির পূর্বাঞ্চলের গীতা কলোনির গান্ধী নগর এলাকায় সোমবার একটি কারখানায় আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ১২টি ইঞ্জিন। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, গীতা কলোনির গান্ধী নগর এলাকার নেহরু গলিতে অবস্থিত কারখানায় আগুন লাগে। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। কারখানার কতটা ক্ষতি হয়েছে কিংবা আগুন লাগার সময় ভিতরে কেউ ছিলেন কি না, সেই বিষয়েও কর্তৃপক্ষের তরফে বিস্তারিত জানানো হয়নি। গীতা কলোনির গান্ধী নগর এলাকা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং পোশাক তৈরির ব্যবসার জন্য পরিচিত। গান্ধী নগর এশিয়ার অন্যতম বড় পাইকারি তৈরি পোশাক ও বস্ত্র বাজার। এই বাজারে ১৫ হাজারেরও বেশি দোকান এবং প্রায় ৫ হাজার তৈরি পোশাক উপাদনকারী ইউনিট রয়েছে। প্রায় তিন কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত এই বাজারে বহু মানুষের কর্মসংস্থান।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

IIFL FINANCE

IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড। CIN: L67100MH1995PLC093797
নিবন্ধিত কার্যালয়: IIFL হাউস, সান ইনফোটেক পার্ক, রোড নং 16V, প্লট নং B-23, থানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ওয়াগলে এস্টেট, থানে - 400604
টেলিফোন: 022-41035000 • ফ্যাক্স: 022-25806654 • টোল-ফ্রি: 1860-267-3000 • ই-মেল: gold-helpline@iifl.com • ওয়েবসাইট: www.iifl.com

সার্বজনীন বিজ্ঞপ্তি – বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের নিলাম

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের এবং সাধারণ জনগণকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") এখানে উল্লিখিত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের একটি সর্বজনীন নিলামের আয়োজন করবে। ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ উপলব্ধ যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে নিলাম-সংক্রান্ত নোটিশ ও অনুস্মারক প্রেরণ করা সত্ত্বেও তাঁদের ঋণ পরিশোধ বা নিয়মিত করেননি। এই নিলাম ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা প্রযোজ্য নির্দেশাবলি ("RBI নির্দেশনাবলী"), ঋণচুক্তির শর্তাবলি এবং IIFL-এর পরিচালনা পর্ষদ-অনুমোদিত স্বর্ণঋণ নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হবে।

নিলামের তারিখ, সময় ও স্থান: সর্বজনীন নিলাম **03.12.2026** তারিখে **সকাল 10:00টা** থেকে IIFL-এর নিম্নলিখিত শাখায় অনুষ্ঠিত হবে – **কলকাতা-জেএম অ্যাভিনিউ জিএল, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, জে.এম অ্যাভিনিউ, নিচতলা, 8বি, বেভন স্ট্রিট, এসবিআই-এর বিপরীতে, কলকাতা-700006, পশ্চিমবঙ্গ**
এই নিলাম একই জেলার অন্তর্গত ঋণদানকারী শাখাসমূহের ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

স্বর্ণঋণ হিসাবের বিবরণ: ঋণ হিসাব নম্বরসমূহ- GL34356686, GL34359943, GL34531431, GL35113259, GL35245419, GL35261902, GL35274604, GL35288376, GL35315488, GL35325659, GL35327133, GL35327669, GL35343144, GL35346719, GL35348882, GL35354015, GL35355301, GL35368251, GL35370818, GL35373067, GL35387303, GL35402061, GL35408837, GL35409940, GL35417760, GL35437694, GL35442894, GL35458806, GL35465195, GL35467987, GL35511760, GL35527961, GL35535088, GL35625071, GL35639924, GL35642525, GL35649169, GL35650423, GL35652389, GL35661699, GL35668625, GL35668715, GL35668759, GL35668835, GL35669265, GL35683777, GL35683793, GL35685186, GL35692641, GL35695016, GL35695165, GL35708606, GL35710627, GL35717225, GL35722597, GL35742916, GL35748820, GL35757405, GL35758245, GL35758360, GL35758925, GL35762737, GL35763643, GL35765569, GL35771442, GL35788489, GL35792996, GL35794237, GL35795279, GL35798540, GL35805818, GL35810454, GL35817085, GL35827799, GL35837923, GL35842584, GL35849988, GL35858375, GL35859240, GL35869891, GL35897370, GL35899737, GL35916945, GL35966945, GL35983618, GL35987464, GL35994146, GL36011038, GL36013702, GL36029663, GL36029961, GL36032148, GL36033467, GL36045962, GL36047350, GL36061768, GL36347605, GL36800747, GL36848747, GL36978274, GL37011027, GL37038994, GL37063537, GL37112022, GL37155627, GL37223166, GL37274506, GL37289937, GL37331559, GL37369217, GL37375528, GL37429368, GL37555916, GL37564864, GL37566562, GL37567816, GL37572477, GL37573029, GL37598446, GL37626269, GL37637436, GL37637940, GL37638622, GL37640340, GL37660026, GL37660124, GL37660274, GL37660538, GL37665726, GL37665749, GL37670728, GL37734080, GL37745366, GL37755838, GL37776521, GL37808476, GL37809806, GL37822790, GL37864128, GL37935450, GL37951412, GL37953847, GL37956500, GL37963364, GL37967135, GL37977979, GL38009949, GL38038899, GL38050451, GL38056620, GL38102939, GL38116482, GL38127568, GL38140090, GL38147200, GL38155185, GL38157680, GL38189237, GL38207875, GL38215277, GL38251271, GL38261265, GL38261321, GL38279615, GL38289984, GL38291351, GL38292578, GL38293099, GL38293668, GL38294347, GL38294491, GL38299612, GL38310044, GL38325616, GL38330998, GL38340556, GL38394333, GL38401633, GL38403542, GL38419889, GL38421155, GL38432358, GL38441729, GL38451103, GL38455876, GL38486964, GL38502280, GL38526906, GL38533835, GL38534582, GL38537017, GL38537969, GL38538965, GL38553526, GL38555002, GL38567922, GL38573616, GL38591938, GL38594507, GL38596669, GL38610727, GL38640588, GL38644237, GL38696646, GL38709261, GL38709930, GL38715696, GL38715728, GL38722951, GL38735808, GL38744266, GL38748602, GL38776257, GL38786211, GL38790833, GL38795153, GL38800664, GL38827309, GL38842793, GL38844709, GL38853717, GL38855402, GL38879001, GL38880711, GL38881930, GL38887824, GL38897890, GL38909425, GL38917746, GL38920609, GL38944609, GL38977523, GL38981979, GL39007898, GL39020764, GL39023425, GL39023604, GL39025160, GL39033794, GL39034935, GL39035139, GL39035398, GL39040187, GL39064244, GL39066326, GL39079893, GL39084067, GL39099191, GL39105463, GL39114660, GL39114836, GL39117613, GL39130591, GL39152764, GL39191736, GL39193265, GL39196422, GL39217781, GL39270720, GL39271651, GL39271875, GL39279988, GL39318553, GL39324583, GL39324739, GL39325143, GL39381053, GL39408017, GL39421890, GL39422007, GL39422138, GL39422393, GL39443637, GL39489685, GL39500720, GL39628616, GL39634050, GL39649414, GL39658722, GL39660737, GL39667045, GL39678527, GL39685044, GL39704562, GL39722456, GL39724184, GL39728943, GL39729324, GL39731443, GL39737975, GL39751851, GL39773742, GL39774013, GL39777104, GL39797716, GL39798411, GL39800700, GL39809429, GL39828271, GL39832241, GL39839425, GL39850487, GL39862383, GL39880552, GL39883524, GL39892999, GL39893215, GL39893564, GL39903415, GL39904250, GL39906347, GL39912285, GL39923821, GL39924378, GL39945140, GL39967799, GL39971190, GL39971748, GL39971754, GL39981095, GL39999053, GL40007497, GL40009674, GL40010628, GL40027149, GL40028839, GL40028887, GL40035525, GL40045914, GL40048828, GL40052081, GL40054088, GL40054113, GL40081421, GL40083551, GL40083589, GL40084790, GL40085524, GL40099218, GL40100022, GL40122567, GL40128455, GL40148043, GL40169142, GL40209803, GL40225765, GL40226588, GL40237438, GL40245525, GL40252987, GL40253063, GL40266340, GL40275042, GL40275236, GL40284093, GL40291727, GL40297859, GL40311217, GL40316948, GL40318148, GL40321993, GL40329596, GL40334112, GL40340271, GL40357467, GL40357770, GL40358459, GL40364741, GL40390439, GL40409080, GL40426064, GL40435645, GL40449889, GL40457872, GL40459083, GL40459316, GL40473703, GL40490541, GL40495888, GL40499109, GL40508208, GL40535871, GL40537608, GL40547385, GL40562551, GL40562760, GL40567561, GL40575357, GL40578140, GL40579840, GL40589891, GL40600528, GL40601790, GL40616730, GL40622696, GL40626697, GL40630389, GL40632144, GL40645390, GL40645811, GL40647368, GL40663037, GL40669029, GL40671194, GL40674086, GL40680550, GL40685975, GL40686572, GL40691725, GL40692126, GL40703873, GL40705170, GL40705700, GL40710095, GL40713379, GL40713557, GL40718232, GL40720263, GL40720267, GL40721550, GL40728401, GL40730633, GL40734431, GL40751324, GL40753838, GL40758987, GL40760887, GL40762509, GL40777048, GL40786905, GL40794243, GL40798117, GL40809113, GL40813585, GL40820150, GL40824171, GL40826344, GL40831025, GL40840928, GL40845791, GL40852730, GL40853460, GL40855640, GL40858235, GL40863506, GL40866107, GL40868210, GL40869243, GL40871186, GL40871767, GL40872722, GL40876238, GL40885906, GL40892965, GL40902134, GL40903041, GL40913803, GL40915823, GL40922265, GL40922807, GL40932339, GL40932855, GL40937084, GL40944974, GL40953852, GL40955601, GL40955867, GL40965875, GL40967867, GL40968272, GL40973010, GL40974712, GL40974954, GL40977357, GL40977772, GL40981425, GL40986045, GL40991180, GL40992230, GL40993261, GL41005873, GL41007059, GL41008025, GL41012725, GL41013122, GL41015355, GL41024666, GL41027437, GL41028176, GL41030594, GL41031473, GL41032281, GL41034002, GL41036037, GL41036293, GL41052410, GL41063051, GL41065706, GL41067505, GL41071195, GL41072391, GL41073385, GL41078925, GL41083479, GL41087747, GL41091345, GL41096016, GL41102308, GL41102676, GL41106564, GL41109578, GL41110604, GL41114671, GL41114854, GL41115070, GL41116353, GL41120892, GL41121377, GL41129304, GL41135002, GL41139265, GL41140890, GL41149287, GL41156222, GL41158124, GL41158262, GL41160159, GL41160187, GL41160209, GL41163404, GL41163986, GL41165963, GL41166897, GL41172322, GL41174319, GL41179536, GL41184906, GL41185024, GL41187184, GL41187403, GL41189458, GL41193233, GL41195767, GL41199817, GL41205729, GL41206460, GL41217938, GL41219692, GL41222712, GL41224082, GL41227859, GL41229889, GL41232580, GL41235451, GL41240165, GL41246862, GL41248423, GL41262656, GL41264482, GL41274973, GL41281977, GL41286443, GL41295312, GL41296994, GL41308509, GL41308827, GL41314883, GL41320404, GL41321187, GL41322300, GL41323894, GL41341565, GL41343020, GL41344588, GL41344847, GL41350324, GL41358353, GL41362228, GL41362780, GL41363213, GL41366006, GL41371395, GL41372318, GL41372501, GL41373354, GL41374007, GL41375510, GL41377568, GL41377666, GL41382420, GL41382480, GL41382484, GL41387658, GL41389993, GL41391966, GL41394243, GL41394810, GL41400184, GL41400233, GL41409511, GL41412243, GL41413719, GL41419272, GL41438277, GL41444903, GL41447024, GL41448284, GL41452810, GL41460415, GL41462093, GL41470632, GL41475038, GL41475901, GL41481400, GL41481830, GL41490003, GL41490815, GL41497687, GL41500992, GL41502678, GL41505614, GL41505653, GL41514806, GL41515345, GL41516464, GL41518526, GL41521324, GL41522565, GL41533639, GL41534758, GL41547439, GL41556847, GL41591710, GL41599703, GL41601761, GL41604448, GL41606038, GL41606300, GL41607251, GL41611187, GL41615131, GL41622649, GL41623755, GL41630852, GL41636003, GL41648038, GL41653896, GL41660907, GL41664986, GL41668011, GL41668487, GL41676495, GL41679401, GL41682008, GL41692546, GL41693708, GL41695178, GL41696406, GL41696681, GL41699950, GL41700921, GL41701555, GL41709281, GL41709887, GL41710387, GL41711528, GL41712004, GL41714433, GL41714525, GL41722627, GL41722690, GL41723511, GL41726652, GL41728097, GL41729196, GL41729874, GL41730653, GL41730898, GL41731068, GL41731718, GL41731908, GL41734488, GL41735553, GL41736685, GL41737266, GL41737871, GL41745692, GL41747816, GL41749435, GL41751188, GL41754677, GL41755088, GL41761651, GL41763888, GL41768245, GL41768614, GL41768994, GL41769408, GL41769615, GL41777099, GL41778302, GL41778572, GL41780163, GL41788039, GL41791763, GL41792222, GL41793903, GL41795541, GL41798510, GL41801657, GL41804354, GL41807361, GL41808702, GL41809925, GL41815645, GL41819611, GL41821333, GL41824317, GL41825420, GL41827099, GL41830748, GL41832854, GL41843708, GL41851717, GL41853614, GL41854307, GL41858369, GL41859896, GL41860122, GL41861634, GL41862732, GL41863172, GL41865229, GL41868003, GL41869650, GL41871342, GL41873488, GL41874648, GL41875666, GL41877688, GL41878498, GL41878733, GL41879702, GL41888466, GL41896161, GL41896162, GL41897790, GL41902304, GL41908614, GL41909499, GL41911803, GL41912050, GL41918997, GL41920063, GL41920197, GL41920333, GL41920456, GL41923156, GL41927444, GL41931817, GL41931907, GL41937143, GL41942768, GL41944345, GL41944451, GL41945514, GL41949474, GL41949620, GL41950155, GL41955096, GL41955806, GL41957604, GL41958399, GL41961142, GL41963461, GL41966391, GL41966444, GL41966449, GL41968582, GL41974664, GL41976842, GL41978639, GL41979385, GL41979686, GL41980816, GL41981415, GL41981783, GL41982815, GL41986246, GL41986537, GL41986944, GL41990606, GL41991461, GL41991653, GL41992702, GL41993907, GL42007509, GL42014156, GL42015294, GL42022244, GL42023945, GL42024334, GL42024656, GL42030939, GL42030955, GL42031061, GL42032726, GL42036051, GL42036115, GL42037156, GL42037575, GL42037968, GL42038309, GL42040346, GL42040808, GL42044949, GL42048029, GL42048536, GL42052082, GL42052527, GL42053910, GL42058093, GL42058581, GL42058905, GL42060129, GL42061767, GL42064489, GL42066677, GL42067010, GL42067196, GL42068718, GL42070243, GL42070853, GL42075485, GL42077746, GL42078864, GL42079617, GL42080280, GL42081290, GL42084735, GL42085409, GL42091609, GL42091638, GL42092009, GL42095111, GL42096795, GL42106898, GL42107053, GL42108767, GL42109716, GL42109952, GL42111327, GL42115097, GL42115646, GL42117237, GL42118910, GL42119254, GL42122781, GL42134369, GL42134733, GL42136463, GL42140787, GL42141878, GL42145401, GL42145488, GL42146852, GL42148104, GL42153802, GL42153947, GL42160706, GL42161602, GL42165802, GL42165922, GL42166312, GL42166974, GL42169335, GL42169461, GL42169828, GL42170174, GL42179598, GL42182347, GL42183613, GL42184055, GL42184548, GL42186681, GL42188625, GL42190347, GL42190561, GL42190586, GL42191715, GL42192979, GL42193774, GL42194180, GL42196903, GL42198554, GL42199958, GL42202510, GL42202942, GL42203142, GL42203693, GL42206860, GL42207485, GL42207977, GL42208054, GL42208629, GL42210820, GL42211474, GL42212451, GL42212758, GL42214077, GL42214247, GL42215731, GL42218342, GL42219998, GL42225552, GL42228762, GL42229367, GL42229389, GL42229571, GL42229819, GL42236746, GL42240005, GL42241201, GL42241985, GL42249647, GL42252415, GL42254419, GL42255732, GL42256037, GL42258575, GL42258580, GL42258756, GL42259025, GL42259306, GL42259385, GL42259512, GL42259650, GL42260949, GL42261306, GL42261355, GL42261476, GL42261587, GL42261633, GL42261659, GL42262694, GL42263080, GL42263143, GL42263372, GL42265062, GL42265901, GL42266864, GL42275213, GL42283723, GL42285987, GL42285996, GL42287208, GL42287494, GL42291268, GL42293753, GL42294050, GL42296596, GL42314027, GL42314859, GL42326564, GL42331645, GL42331694, GL42348796, GL42349622, GL42354396, GL42357668, GL42360598, GL42360719, GL42364539, GL42373921, GL42374964, GL42374999, GL42376001, GL42377646, GL42377687, GL42385023, GL42392832, GL42396278, GL42396798, GL42397085, GL42401870, GL42403656, GL42405042, GL42406973, GL42407482, GL42407604, GL42408079, GL42409556, GL42409628, GL42410458, GL42411544, GL42413465, GL42413493, GL42416372, GL42416584, GL42418802, GL42420301, GL42421981, GL42427712, GL42428845, GL42430207, GL42430354, GL42433574, GL42435459, GL42438020, GL42439514, GL42440030, GL42440238, GL42441181, GL42446668, GL42447366, GL42451257, GL42459191, GL42465510, GL42467792, GL42470749, GL42472370, GL42481057, GL42489080, GL42489258, GL42489601, GL42492394, GL42494916, GL42495389, GL42497540, GL42498977, GL42500134, GL42504729, GL42505198, GL42507972, GL42508428, GL42513854, GL42521263, GL42532540, GL42533350, GL42535169, GL42535640, GL42537286, GL42540039, GL42540271, GL42541051, GL42542852, GL42547567, GL42548905, GL42551385, GL42553064, GL42555214, GL42559191, GL42560194, GL42560458, GL42565334, GL42570988, GL42571424, GL42572696, GL42572896, GL42573852, GL42574333, GL42574762, GL42575547, GL42578666, GL42582142, GL42582489, GL42582543, GL42584548, GL42584718, GL42587762, GL42588379, GL42589463, GL42593134, GL42599959, GL42629273, GL42637865, GL42640447, GL42641594, GL42641881, GL42641961, GL42641995, GL42644194, GL42659337, GL42662524, GL42675359, GL42680413, GL42681010, GL42682021, GL42682061, GL42682293, GL42682992, GL42683158, GL42687994, GL42691915, GL42698542, GL42700813, GL42711537, GL42717292, GL42719389, GL42721757, GL42723109, GL42724174, GL42725335, GL42726789, GL42727789, GL42729108, GL42731668, GL42738558, GL42738751, GL42746021, GL42746184, GL42760303, GL42762233, GL42764496, GL42766507, GL42788445, GL42797572, GL42802714, GL42803028, GL42803324, GL42803627, GL42804058, GL42804531, GL42804979, GL42809354, GL42813438, GL42817134, GL42817337, GL42820031, GL42821237, GL42821461, GL42821494, GL42821698, GL42821736, GL42821812, GL42823197, GL42823670, GL42824054, GL42826274, GL42829373, GL42834514, GL42835759, GL42835835, GL42843662, GL42844881, GL42845988, GL42849120, GL42850883, GL42853716, GL42854160, GL42855182, GL42859306, GL42860101, GL42860394, GL42860795, GL42865709, GL42880608, GL42894828, GL42895054, GL42912720, GL42913559, GL42914256, GL42915940, GL42917330, GL42919643, GL42919783, GL42922211, GL42931552, GL42932216, GL42936417, GL42940666, GL42944835, GL42945238, GL42962741, GL42968740, GL42968975, GL42969405, GL42970762, GL42971707, GL42971722, GL42971784, GL42972864, GL42973540, GL42977874, GL42980294, GL42983904, GL42986834, GL42986903, GL42988834, GL42990385, GL42995284, GL42996605, GL43001415, GL43006781, GL43007704, GL43009873, GL43010776, GL43017008, GL43017142, GL43017399, GL43018555, GL43023099, GL43025059, GL43029602, GL43031848, GL43032110, GL43034708, GL43034879, GL43035328, GL43038465, GL43038979, GL43039091, GL43040888, GL43042048, GL43042053, GL43042855, GL43043902, GL43045409, GL43046580, GL43049004, GL43049012, GL43050173, GL43050811, GL43051213, GL43051545, GL43054235, GL43056239, GL43056265, GL43057031, GL43057622, GL43060169, GL43065763, GL43066818, GL43067867, GL43072262, GL43084533, GL43093796, GL43097240, GL43100848, GL43104562, GL43105378, GL43105432, GL43108802, GL43110151, GL43112127, GL43114014, GL43114290, GL43115217, GL43116703, GL43117690, GL43117942, GL43118378, GL43124606, GL43126710, GL43131566, GL43135860, GL43136580, GL43139189, GL43143186, GL43148331, GL43149971, GL43153679, GL43153761, GL43153917, GL43158230, GL43162123, GL43162412, GL43163831, GL43163888, GL43164993, GL43166167, GL43167523, GL43167643, GL43169900, GL43170947, GL43174181, GL43176380, GL43177749, GL43178051, GL43178083, GL43178202, GL43178436, GL43179051, GL43180248, GL43182266, GL43182677, GL43183979, GL43191786, GL43194622, GL43195219, GL43196653, GL43199191, GL43201618, GL43204560, GL43205027, GL43213297, GL43213845, GL43220427, GL43221386, GL43221457, GL43221809, GL43225398, GL43226576, GL43228210, GL43228420, GL43237986, GL43240312, GL43240624, GL43242042, GL43247542, GL43256291, GL43261532, GL43262823, GL43262922, GL43263051, GL43264655, GL43267147, GL43271897, GL43273792, GL43274751, GL43283774, GL43284149, GL43291349, GL43291385, GL43291821, GL43299730, GL43300003, GL43301192, GL43301410, GL43301544, GL43301738, GL43305021, GL43314358, GL43315486, GL43316581, GL43316789, GL43325105, GL43331719, GL43333172, GL43336207, GL43336542, GL43337626, GL43344607, GL43344622, GL43344806, GL43344868, GL43347740, GL43349068, GL43356714, GL43360226, GL43367519, GL43372280, GL43372777, GL43375890, GL43378838, GL43378870, GL43382987, GL43384445, GL43388927, GL43389974, GL43391736, GL43395714, GL43395740, GL43395871, GL43396081, GL43399234, GL43402012, GL43409035, GL43410381, GL43410855, GL43414550, GL43423205, GL43428393, GL43431872, GL43440778, GL43443550, GL43443859, GL43447165, GL43450552, GL43454542, GL43459486, GL43460163, GL43464826, GL43469526, GL43472167, GL43476777, GL43477559, GL43479155, GL43480540, GL43486152, GL43487030, GL43490105, GL43490945, GL43493787, GL43493922, GL43495019, GL43501399, GL43501467, GL43501538, GL43512961, GL43513149, GL43513632, GL43514022, GL43516034, GL43516259, GL43517680, GL43520820, GL43521457, GL43521806, GL43522328, GL43522489, GL43527654, GL43530671, GL43530715, GL43533447, GL43533899, GL43534142, GL43534218, GL43535429, GL43535740, GL43535884, GL43536763, GL43545858, GL43545945, GL43546458, GL43548391, GL43548629, GL43548840, GL43552310, GL43557619, GL43559231, GL43559332, GL43562674, GL43567560, GL43570841, GL43574690, GL43577262, GL43581512, GL43585847, GL43592604, GL43592984, GL43599311, GL43599901, GL43600949, GL43600966, GL43602582, GL43605662, GL43608445, GL43608624, GL43610411, GL43610884, GL43620222, GL43621438, GL43638118, GL43638825, GL43640592, GL43640689, GL43640758, GL43641305, GL43644633, GL43644674, GL43644722, GL43644777, GL43644832, GL43648806, GL43649307, GL43649358, GL43649771, GL43652097, GL43652332, GL43653520, GL43654452, GL43657199, GL43660099, GL43661364, GL43663425, GL43664339, GL43667027, GL43671010, GL43671534, GL43672517, GL43673629, GL43676369, GL43678980, GL43679027, GL43683749, GL43687676, GL43687969, GL43689609, GL43694443, GL43699068, GL43699072, GL43699285, GL43702577, GL43704270, GL43704311, GL43705231, GL43707175, GL43710957, GL43712443, GL43714685, GL43718510, GL43721853, GL43724570, GL43724987, GL43725297, GL43727101, GL43727227, GL43727585, GL43729617, GL43731946, GL43732890, GL43733472, GL43734414, GL43736265, GL43737874, GL43738301, GL43739395, GL43744054, GL43744680, GL43747565, GL43749746, GL43751530, GL43756074, GL43761149, GL43768739, GL43784699, GL43787180, GL43789044, GL43789240, GL43799115, GL43799651, GL43800704, GL43803526, GL43811578, GL43816910, GL43817358, GL43817723, GL43819152, GL43828514, GL43833224, GL43833573, GL43835846, GL43836721, GL43839553, GL43842643, GL43846169, GL43849073, GL43849476, GL43852300, GL43854078, GL43854183, GL43862341, GL43864147, GL43865492, GL43866929, GL43871604, GL43872135, GL43872136, GL43872266, GL43872455, GL43872685, GL43873454, GL43882536, GL43883273, GL43885525, GL43886049, GL43886133, GL43888264, GL43894944, GL43898871, GL43899054, GL43899131, GL43899233, GL43899378, GL43899915, GL43899995, GL43900589, GL43903722, GL43918331, GL43919815, GL43921871, GL43924635, GL43925133, GL43925934, GL43931923, GL43933750, GL43940084, GL43940484, GL43946436, GL43946550, GL43946610, GL43946692, GL43948266, GL43954205, GL43954474, GL43954532, GL43962375, GL43963415, GL43964753, GL43979135, GL43981873, GL43982400, GL43982963, GL43987321, GL43988583, GL43992806, GL43994700, GL43994847, GL43996343, GL44000557, GL44002798, GL44007105, GL44008677, GL44011124, GL44012319, GL44014250, GL44017848, GL44021657, GL44026585, GL44030473, GL44035125, GL44044783, GL44045429, GL44045521, GL44046800, GL44049432, GL44058272, GL44058627, GL44058864, GL44059032, GL44062279, GL44065021, GL44066246, GL44098969, GL44104891, GL44110569, GL44124811, GL44126313, GL44128378, GL44132758, GL44132800, GL44133017, GL44134805, GL44139463, GL44142082, GL44146816, GL44149101, GL44150954, GL44154294, GL44164085, GL44165478, GL44169766, GL44183279, GL44189252, GL44189559, GL44192105, GL44196498, GL44197378, GL44199961, GL44202600, GL44202889, GL44203084, GL44203315, GL44203320, GL44203980, GL44205062, GL44205191, GL44205195, GL44205284, GL44205721, GL44206691, GL44208946, GL44215861, GL44220025, GL44221207, GL44222490, GL44224656, GL44225514, GL44226201, GL44227511, GL44229668, GL44229690, GL44229799, GL44230466, GL44231164, GL44231888, GL44235256, GL44237938, GL44238227, GL44239893, GL44248689, GL44249411, GL44252299, GL44256515, GL44257091, GL44258515, GL44258889, GL44259033, GL44259130, GL44259199, GL44260102, GL44260209, GL44263226, GL44264766, GL44264935, GL44266692, GL44266765, GL44267759, GL44268748, GL44268750, GL44269606, GL44272246, GL44275171, GL44281198, GL44284094, GL44286328, GL44288675, GL44298162, GL44298304, GL44300415, GL44301009, GL44301316, GL44301630, GL44301688, GL44302229, GL44303429, GL44305821, GL44309027, GL44315301, GL44315747, GL44316628, GL44318222, GL44332201, GL44332594, GL44337481, GL44338395, GL44338834, GL44340011, GL44341445, GL44341604, GL44348919, GL44352542, GL44353322, GL44364346, GL44364944, GL44365887, GL44365950, GL44368500, GL44369740, GL44369802, GL44371791, GL44375790, GL44376411, GL44381195, GL44385037, GL44392060, GL44392861, GL44401522, GL44402580, GL44430455, GL44431700, GL44444341, GL44448657, GL44448807, GL44449588, GL44459969, GL44461128, GL44461969, GL44468105, GL44473080, GL44474139, GL44474167, GL44474803, GL44475512, GL44481640, GL44482344, GL44483313, GL44483729, GL44484322, GL44485840, GL44486455, GL44486686, GL44493289, GL44493359, GL44495039, GL44496914, GL44506934, GL44509739, GL44513686, GL44515746, GL44517453, GL44520233, GL44522349, GL44522374, GL44526580, GL44527248, GL44529390, GL44530175, GL44532946, GL44535288, GL44535734, GL44538662, GL44541518, GL44553490, GL44556053, GL44556049, GL44556263, GL44556734, GL44559570, GL44559893, GL44561854, GL44564578, GL44565036, GL44566046, GL44570089, GL44572484, GL44574809, GL44575173, GL44576742, GL44577406, GL44579261, GL44579296, GL44581786, GL44585136, GL44587430, GL44590720, GL44590951, GL44591140, GL44593020, GL44596214, GL44601092, GL44601489, GL44602684, GL44605011, GL44610193, GL44610574, GL44611195, GL44615706, GL44618289, GL44618402, GL44621104, GL44621113, GL44621119, GL44622911, GL44623949, GL44638508, GL44640056, GL44644529, GL44649298, GL44659052, GL44661162, GL44663443, GL44665205, GL44665352, GL44665411, GL44665433, GL44666025, GL44669168, GL44670538, GL44670812, GL44671039, GL44671326, GL44675119, GL44682509, GL44682792, GL44684038, GL44685708, GL44685809, GL44689393, GL44700042, GL44701947, GL44705110, GL44719290, GL44720813, GL44723091, GL44723800, GL44724268, GL44724536, GL44729473, GL44734151, GL44741812, GL44743075, GL44744405, GL44748813, GL44749169, GL44753129, GL44753837, GL44754111, GL44758382, GL44760182, GL44761355, GL44761564, GL44766085, GL44768990, GL44768995, GL44769748, GL44771756, GL44772736, GL44773857, GL44774488, GL44775833, GL44778171, GL44778554, GL44778727, GL44779021, GL44782741, GL44783350, GL44785748, GL44789167, GL44792970, GL44793597, GL44797600, GL

গৌরবময় ঐতিহ্য ও আধুনিক প্রগতির মেলবন্ধনে বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ উদযাপন পূর্ব রেলের



কলকাতা, ২৩ নভেম্বরঃ বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ উপলক্ষে দেশের পূর্বাঞ্চলে রেল পরিবহনের পথিকৃ হিসেবে তার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য তুলে ধরতে পূর্ব রেল একগুচ্ছ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পান্ডের দূরদর্শিতা ও দিকনির্দেশনায় অনুপ্রাণিত হয়ে, বিকাশ ভি, বিরাসত ভি-র আদর্শকে সামনে রেখে আধুনিক উন্নয়নের সুযোগ গ্রহণের পাশাপাশি রেলের গৌরবময় ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচারের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রদর্শনী, ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পূর্ব রেল তার গৌরবময় অতীত ও সম্ভাবনাময় বর্তমানকে একসূত্রে বেঁধে এই অঞ্চলে রেল পরিবহনের বিকাশে নিজের অমূল্য অবদানকে তুলে ধরছে। বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ উদযাপনের অংশ হিসেবে পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন হাওড়ার আঞ্চলিক রেল জাদুঘর এবং হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে বেশ কিছু বিশেষ অনুষ্ঠানের আযোজন করে। আঞ্চলিক রেল জাদুঘরে দিনটি উদযাপন উপলক্ষে একটি বিশেষ বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহের ব্যানার প্রদর্শিত হয়। দর্শনার্থীদের পূর্ব রেলের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত করানোর জন্য জনসংযোগ এবং তথ্য আদান-প্রদানমূলক কার্যক্রমেরও আয়োজন করা হয়েছিল। জাদুঘরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল হাতে তৈরি বাঁশের রেলওয়ে মডেলের প্রদর্শনী, যা রেলের সাথে যুক্ত সৃজনশীলতা, কারুশিল্প এবং উৎসাহের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করতে এবং স্টেশনের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্থান ও গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দিকগুলোর সাথে তাদের পরিচিত করাতে বিশেষ গল্প বলার আসরের (স্টোরিটেলিং সেশন) আযোজন করা হয়। এছাড়াও স্টেশনে একটি বিশেষ হেরিটেজ গ্যালারি স্থাপন করা হয়েছিল, যেখানে পূর্ব রেলের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত দুর্লভ আলোকচিত্র এবং নিদর্শনের সম্ভার প্রদর্শিত হয়। এই উদ্যোগগুলো জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পান্ডের নেতৃত্বে বিকাশ ভি, বিরাসত ভি-র দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি পূর্ব রেলের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে, যা নিশ্চিত করে যে আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের যাত্রা যেন গৌরবময় ঐতিহ্য সংরক্ষণের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে চলে। এই ধরনের অর্থবহ জনসম্পৃক্ততামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে পূর্ব রেল তার ঐতিহাসিক পরম্পরা সম্পর্কে আরও বেশি সচেতনতা তৈরি করতে, তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যে মানুষের সেবা করে আসছে, তাদের সাথে রেলের সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করতে বদ্ধপরিকর।

প্রেমের প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যান, কিশোরীকে অপহরণ করে খুন!

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগরঃ প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ১৪ বছরের এক নাবালিকাকে অপহরণ করে খুনের ঘটনায় তিন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত। সোমবার আলিপুরের তৃতীয় ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক সৌভিক দে এই রায় ঘোষণা করেন। দোষী সাব্যস্ত হওয়া তিনজন হল দীপেন কয়াল, বুদ্ধদেব সর্দার ও প্রতীক সর্দার। আগামী বুধবার,২৫ শে নভেম্বর তাঁদের সাজা ঘোষণা করা হবে বলে আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে।ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রাম চুনাখালির।গত বছরের গো।ার দিকে আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যায় গ্রামের ১৪ বছরের এক কিশোরী। মেয়ের কোনও খোঁজ না পেয়ে বাসন্তী থানার দ্বারস্থ হন তার বাবা সাবুরাম সর্দার। থানায় নিখোঁজ ডায়েরি দায়েরের পর তদন্তে নামে পুলিশ।

দু'টি ব্যাগে ভরে ৪০টি ফ্ল্যাটের জুতো-চটি নিয়ে চম্পট!

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৩ নভেম্বর ঃ ভোররাতে পাঁচিল টপকে আবাসনে ঢুকে একের পর এক ফ্ল্যাটের দরজার বাইরে রাখা জুতো-চটি চুরি। তারপর দু'টি ব্যাগে ভরে সটান উধাও! হাওড়ার শিবপুরে এমনই চুরির ঘটনায় হতবাক আবাসনের বাসিন্দারা। হ্যাপি গার্ডেন হাউজিং সোসাইটির প্রায় ৪০টি ফ্ল্যাটের বাইরে থেকে চুরি হয়েছে দামি জুতো-চটি। চুরি যাওয়া সামগ্রীর আনুমানিক মূল্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। ঘটনাটি ঘটেছে ২২ নভেম্বর ভোর প্রায় ৪টে থেকে ৫টার মধ্যে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আবাসনের উত্তর-পূর্ব দিকের পাঁচিল টপকে ভিতরে প্রবেশ করে চোরেরা। এরপর আবাসনের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের দরজার বাইরে রাখা জুতো-চটি সংগ্রহ করে দু'টি ব্যাগে ভরে নিয়ে পালিয়ে যায়। আবাসনের মূল প্রবেশদ্বারে নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন থাকলেও চোরের অনুপ্রবেশের বিষয়টি প্রথমে তাঁদের নজরে আসেনি। পরে সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে ঘটনার সূত্র মেলে। এই ঘটনায় শিবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আবাসনের বাসিন্দারা। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত দুই মাসের মধ্যে এই আবাসনে অনুপ্রবেশের এটি দ্বিতীয় ঘটনা। ফলে আবাসনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। বাসিন্দাদের দাবি, রাতের বেলায় পুলিশি টহল বাড়ানো হোক এবং আবাসনের নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হোক। নবান্নের অদূরে এমন ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্যের পাশাপাশি উদ্বেগও তৈরি হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে হাওড়া সিটি পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে চোরের সন্ধান চালানো হচ্ছে।

জয়নগরের যানজট নিরসনে তিন দফা দাবিতে স্মারকলিপি তরুপল্লব পত্রিকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগরঃ জয়নগর-মজিলপুর শহরের ক্রমবর্ধমান যানজট সমস্যা নিয়ে এবার সরব হল তরুপল্লব পত্রিকা। শহরের যানজট নিরসন, যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরও সুশৃঙ্খল করার দাবিতে বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর সাব ট্রাফিক দফতরে স্মারকলিপি জমা দিল পত্রিকার প্রতিনিধিরা ।সোমবার দুপুরে তরুপল্লব পত্রিকার সভাপতি ধীমান ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে আট সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল জয়নগর সাব ট্রাফিকের অফিসার ইনচার্জ এরাদুল শেখের হাতে এই স্মারকলিপি তুলে দেন। শহরের যানজট সমস্যা মোকাবিলায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবির কথা স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে।তরুপল্লব পত্রিকার পক্ষ থেকে মূলত তিনটি দাবি জানানো হয়েছে।প্রথমত, প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত জয়নগর মজিলপুর শহর ও সংলগ্ন এলাকার প্রতিটি ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ মো।ে পর্যাপ্ত সংখ্যক অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিশ এবং সিভিক ভলাণ্টিয়ার মোতায়েন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ওই ব্যস্ত সময়ে শহরের সংকীর্ণ ও প্রধান রাস্তাগুলিতে লরি, ব। ট্রাকসহ সমস্ত ভারী যানবাহনের প্রবেশ ও চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভারী যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে। তৃতীয়ত, রাস্তার উপর যত্রতত্র বেআইনি পার্কিং এবং ফুটপাত ও মূল রাস্তা দখল করে দোকানপাট বসানোর বিরুদ্ধে নিয়মিত নজরদারি চালিয়ে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করতে হবে।প্রতিনিধি দলের বক্তব্য, প্রতিদিন সকালবেলা স্কুল-কলেজের প।য়া, অফিসযাত্রী, ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষকে যানজটের কারণে চরম দুর্ভোগের মুখে প।তে হয়। বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ মো। ও সংকীর্ণ রাস্তাগুলিতে যান চলাচল কার্যত ব্যাহত হয়ে প।ে। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে সমস্যায় প।নে বহু মানুষ। এই পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধানের জন্যই প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সুন্দরবনে বিরল সামুদ্রিক ঝিনুকের সন্ধান, ভারতে প্রথম নথিভুক্ত কাগজ-ঝিনুক' পাথরপ্রতিমার গোবর্ধনপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা,,জয়নগরঃ সু ঃ দরবনের জীববৈচিত্র্যের মুকুটে যুক্ত হল আরও একটি নতুন পালকা।দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলে সন্ধান মিলেছে এক বিরল সামুদ্রিক ঝিনুকের। হ্যানলেযানা ভেস্টালিয়য়েডিস' নামে পরিচিত এই ঝিনুকটি কাগজ-ঝিনুক' নামেও পরিচিত। গবেষকদের দাবি, ভারতে এই প্রজাতির উপস্থিতি প্রথমবারের মতো নথিভুক্ত হল।তবে এই আবিস্কার জীবিত ঝিনুকের সন্ধান নয়, বরং অতীতে সু ন্দরবন অঞ্চলে এই প্রজাতির অস্তিত্বের প্রমাণ মিলেছে। বিজ্ঞানীদের কাছে যা অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ। বিজ্ঞানীদের তথ্য অনুযায়ী, এর আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপিন্স এবং চিনের উপকূলবর্তী অঞ্চলে এই প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এবার সু ন্দরবনের মাটির গভীর থেকে উদ্ধার হওয়া নমুনা ভারতের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। বিশেষ করে উত্তর বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে আরও অজানা সামুদ্রিক প্রাণীর অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে মনে করছেন গবেষকরা। বঙ্গবাসী কলেজের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক অর্ঘ্য সরকার এবং জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (জেডএসআই) দুই বিজ্ঞানীর যৌথ গবেষণায় এই আবিস্কারের বিষয়টি উঠে এসেছে। তাঁদের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানপত্রিকা এশিয়ান জার্নাল অফ কনজারভেশন বায়োলজি'-তে।গবেষকদের বিবরণ অনুযায়ী, এই ঝিনুকটি মোলাস্ক বা কম্বোজ গোষ্ঠীর টেলিনিড পরিবারের অন্তর্গত। এর খোলস অত্যন্ত পাতলা, চ্যাপ্টা ও লম্বাটে। সাধারণত সমুদ্রের বালুকাময় কিংবা কাদামাটির তলদেশে এই ধরনের ঝিনুকের বসবাস। ১৯২০ সালে জাপানি সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানী এম ইয়োকোহামা প্রথম এই প্রজাতির বৈজ্ঞানিক বিবরণ প্রকাশ করেন। ঝিনুকটির খোলসের বিশেষ গঠনই এর পরিচয় নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। খোলসের সামনের অংশ গোলাকার ও তুলনামূলক চওড়া, পিছনের অংশ ছোট এবং তির্যক। পিছনের দিকে রয়েছে বিশেষ ধরনের একটি খাঁজ, যা হ্যানলেযানাস নচ' নামে পরিচিত। সু ন্দরবনে উদ্ধার হওয়া নমুনাটির খোলসের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৩ মিলিমিটার। প্রজাতিটির পরিচয় নিশ্চিত করতে গবেষকরা জেডএসআই-এর ন্যাশনাল জুলজিক্যাল কালেকশনে সংরক্ষিত নমুনা এবং মূল প্রজাতির চিত্রের সঙ্গে তুলনা করেন।এই আবিস্কারের পিছনে রয়েছে দীর্ঘ অনুসন্ধানের কাহিনি। ২০২৩ সালের ৭ এপ্রিল ভাটার সময় পাথরপ্রতিমার গোবর্ধনপুর এবং সংলগ্ন ধনচি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে সমীক্ষা চালানোর সময় গবেষকদের নজরে আসে ঝিনুকটির খোলস। উপকূলীয় এলাকায় আমফান ও বুলবুলের মতো ঘূর্ণিঝ।রে প্রভাবে ভূমিক্ষয়ের ফলে মাটির নিচের পুরনো স্তর উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। সেখানেই পলির স্তরের নিচে প্রায় ন'ফুট গভীরে পিট বা আংশিক পচে যাওয়া উদ্ভিদ উপাদানে তৈরি স্তর থেকে উদ্ধার হয় এই ঝিনুকের খোলস।গবেষণাপত্রে উদ্ধার হওয়া নমুনাটিকে উপজীবাশ্ম' বা সাব-ফসিল' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, বর্তমানে সু ন্দরবনের কোথাও এই ঝিনুকের জীবিত বসতি রয়েছে, এমন দাবি করছেন না গবেষকরা। বরং অতীতে এই অঞ্চলের সামুদ্রিক পরিবেশে যে এই প্রজাতির অস্তিত্ব ছিল, তারই প্রমাণ মিলেছে।গবেষকদের মতে, এই ধরনের উপজীবাশ্ম উপকূলীয় অঞ্চলের অতীত ইতিহাস জানার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এগুলিকে এক ধরনের প্রাকৃতিক সামুদ্রিক টাইম মেশিন' বলা যায়। অতীতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা কতটা ছিল, উপকূলের ভৌগোলিক অবস্থান কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং সামুদ্রিক পরিবেশের বিবর্তন কীভাবে ঘটেছে, তার নানা তথ্য পাওয়া সম্ভব এই ধরনের নমুনা থেকে। গবেষণায় আরও উঠে এসেছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামুদ্রিক অঞ্চলে বসবাসকারী এই প্রজাতির লার্ভা সমুদ্রস্রোতের মাধ্যমে সুন্দরবন উপকূলে পৌঁছে থাকতে পারে। যদিও এই সম্ভাবনা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

মালদা ডিভিশনে নন-ইন্টারলকড লেভেল ক্রসিং নং ৪৮ বিলুপ্ত করে রেল ও সড়ক নিরাপত্তা আরও জোরদার করল পূর্ব রেল

ংকলকাতা, ২৩ নভেম্বরঃ রেল পরিচালন ব্যবস্থাকে আরও নিরাপদ করে তোলার লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে পূর্ব রেল জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের গতিশীল নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আরও একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। নিরাপত্তার বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতি বজায় রেখে এগিয়ে চলার লক্ষ্যে পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশন গত ২১ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে সফলভাবে একটি নন-ইন্টারলকড (এনআই) লেভেল ক্রসিং বিলুপ্ত করেছে। মালদা ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) শ্রী মনীশ কুমার গুপ্তের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তিনপাহাড় জংশন-রাজমহল সেকশনের লেভেল ক্রসিং (এলসি) নং ৪৮-এ একটি লিমিটেড হাইট সাবওয়ে (এলএইচএস) নির্মাণের মাধ্যমে ক্রসিংটি স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে। এই নন-ইন্টারলকড লেভেল ক্রসিংটি বিলুপ্ত করার ফলে সম্ভাব্য বড় ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি দূর হয়েছে এবং ট্রেন চলাচল ও সড়ক ব্যবহারকারী উভয়ের নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যাত্রীদের জন্য এই প্রযুক্তিগত ও পরিকাঠামোগত পদক্ষেপ আরও নিরাপদ ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করবে। এর ফলে লেভেল ক্রসিংয়ে দুর্ঘটনার ঝুঁকি দূর হবে, ক্রসিংয়ের কাছে ট্রেনের আকস্মিক থেমে যাওয়া বা বিলম্ব এড়ানো সম্ভব হবে এবং ট্রেন চলাচল আরও মসৃণ ও সময়ানুবর্তী হবে। পূর্ব রেলের সমগ্র নেটওয়ার্ক জুড়ে উপযুক্ত প্রকৌশলগত পদক্ষেপের মাধ্যমে লেভেল ক্রসিং বিলুপ্ত করার ধারাবাহিক অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন এই সাফল্যানন-ইন্টটারলকড লেভেল ক্রসিং নং ৪৮-এর স্থায়ীভাবে বন্ধ হওয়া যাত্রীদের জন্য আরও নিরাপদ, নির্বিঘ্ন ও আরামদায়ক রেলযাত্রা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সড়কপথের যাত্রী ও যানবাহনের নির্বিঘ্ন চলাচল সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

বাঁকের মুখে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পরপর ধাক্কা, নবান্নের কাছে দুর্ঘটনায় আহত ২, পলাতক বাসচালক

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৩ নভেম্বর ঃ বাঁকের মুখে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পরপর ধাক্কা, অফিস টাইমে সংযোগকারী রাস্তায় সোমবার সকালে এমনই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। সাঁতরাগাছি



নবান্নের কাছে দুর্ঘটনায় আহত ২, পলাতক বাসচালক। একের পর এক গাড়িতে ধাক্কা, তারপর সিগন্যাল পোস্টে আঘাত! নবান্নের কাছে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর থেকে বারাসতের দিকে যাওয়া একটি যাত্রীবোঝাই বাস বাঁকের মুখে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি বাইক ও একটি মারুতি গাড়িতে ধাক্কা মারে। এরপর রাস্তার পাশে থাকা সিগন্যাল পোস্টেও আঘাত করে বাসটি। দুর্ঘটনায় এক বাইকারোহী ও কর্তব্যরত এক সিভিক ভলান্টিয়ার আহত হন। স্থানীয় সূত্রে খবর, অফিস টাইমে ব্যস্ত রাস্তায় আচমকা এই দুর্ঘটনায় সাময়িকভাবে যান চলাচল ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকরা। আহতদের উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনার পর বাসচালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। পরে ব্রেকডাউন ভ্যান এনে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হয়। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে হাওড়া সিটি পুলিশ। বাসটির গতি, বাঁকের মুখে নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণ এবং চালকের ভূমিকা, সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জয়নগরে বড়সড় চুরির চক্রের হদিশ, গ্রেফতার চার মহিলাকে পুনরায় আদালতে পেশ ,উদ্ধার চোরাই সামগ্রী

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগরঃ ধারাবাহিক সাফল্য বজায় রেখে এবার জয়নগরে চুরির ঘটনায় বড়সড়সাফল্য পেল জয়নগর থানার পুলিশ। হোটেল-রেস্তরাঁয় চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া চার মহিলাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে চোরাই সামগ্রী উদ্ধার করল পুলিশ।ধৃতদের কাছ থেকে চুরির সামগ্রী উদ্ধার করে সোমবার পুনরায় বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই জয়নগর থানা এলাকায় একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটছিল। এরই মধ্যে গত ১৪ ই নভেম্বর গভীর রাতে জয়নগরের রথতলা সিনেমাতলা এলাকার মহালক্ষ্মী স্টল নামে একটি হোটেল অ্যান্ড রেস্তরাঁয় চুরির ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, হোটেলের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে সমস্ত বাসনপত্র চুরি করে পালিয়ে যায় দুস্কৃতীরা। এই ঘটনায় হোটেলের মালিক গোপাল দাস ১৬ ই নভেম্বর জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে জয়নগর থানার পুলিশ।চুরির সময়ের সিসিটিভির ফুটেজ ও সোর্স মারফত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে জয়নগর থানার পুলিশের একটি দল গত বুধবার সকালে জয়নগরের ব্যানার্জিপাড়া মুলদিয়া মোড় থেকে চার মহিলাকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে।ধৃতরা হল হালিমা লস্কর



(৪৫), বাড়ি মন্দিরবাজার থানার বৃন্দারামপুর এলাকায়। ফিরোজ পাইক(৪৬) ও শেনিন সেরিনা শেখ (৩৪), দু'জনেরই বাড়ি মন্দিরবাজার থানার রাজনারায়ণ পুর এলাকায়।অপর ধৃত রোজিনা মোল্লা (২৬), মঃিদরবাজার থানা এলাকার রাজনারায়ণ পুরের বাসিন্দা।পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩০৫ ধারায় মামলা রুজু করে।ওই দিনই ধৃত চার মহিলাকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বারুইপুর মহকুমা আদালতের মহামান্য বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।এরপর ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করে পুলিশ।ধৃতদের পুলিশ হেফাজতের শেষে সোমবার জয়নগর থানা থেকে পুনরায় বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। জয়নগর এলাকায় ঘটে যাওয়া অন্যান্য চুরির ঘটনার সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না,তবে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।তবে এত কম সময়ে চুরি যাওয়া রান্নার সামগ্রী উদ্ধার হওয়ায় পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মহালক্ষ্মী স্টলের মালিক গোপাল দাস। তিনি সোমবার বিকালে বলেন,জয়নগর থানার পুলিশ খুব কম সময়ে আমার হোটেলে চুরির সামগ্রী উদ্ধার করে দিয়েছে।পুলিশের উপর ভরসা রাখলে সবই সম্ভব।ধন্যবাদ জয়নগর থানার পুলিশকে।

মাদক থেকে দূরে, দেশ গড়ার পথে তরুণদের কণ্ঠস্বর!

হাওড়ায় বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন ইউথ পার্লামেন্ট ২০২৬-২৭' এর অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৩ নভেম্বর ঃ মাদক থেকে দূরে, দেশ গড়ার পথে তরুণদের কণ্ঠস্বর! হাওড়ায় শতাধিক যুবকের বক্তৃতায় উঠে এল বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন ইউথ পার্লামেন্ট ২০২৬-২৭' এর অনুষ্ঠানে। মাদকাসক্তির অন্ধকার থেকে বেরিয়ে সুস্থ সমাজ গঠন, আর সেই সমাজের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা-দুই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই হাওড়ায় এক মঞ্চে মিলিত হল জেলার শতাধিক তরুণ-তরুণী। সোমবার বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল জেলা স্তরের বিকশিত ভারত ইউথ পার্লামেন্ট ২০২৬-২৭'। Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat' শীর্ষক কর্মসূচিতে তিন মিনিটের বক্তব্যের মধ্যে নিজেদের ভাবনা, যুক্তি ও মতামত তুলে ধরলেন ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী প্রতিযোগীরা। তাঁদের বক্তব্যে উঠে এল মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব, সচেতন সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা, যুবসমাজের দায়িত্ব, গণতন্ত্রের শক্তি এবং ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারতের স্বপ্ন। মাই ভারত (হাওড়া), কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনস্থ স্বশাসিত সংস্থার উদ্যোগে এবং কোনা অনুভূতি ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় আয়াজিত এই কর্মসূচি শুধুমাত্র বক্তৃতা প্রতিযোগিতা নয়, তরুণদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ানোর এক উদ্যোগ বলেই মনে করছেন উদ্যোক্তারা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দফতরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই, মাই ভারত হাওড়ার জেলা যুব আধিকারিক অন্বেষা ভট্টাচার্য, বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজের টিচার ইন-চার্জ ড. করবী মিত্র-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। পাঁচজন বিচারকের মূল্যায়নে বক্তব্যের বিষয়বস্তু, যুক্তি, উপস্থাপনা ও গভীরতার ভিত্তিতে



সেরা তিন প্রতিযোগী নির্বাচিত হন। তাঁদের সামনে এবার রাজ্য স্তরে নিজেদের দক্ষতা তুলে ধরার সুযোগ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উমেশ রাই বলেন, ভারতকে বিশ্বমঞ্চে নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হলে নতুন প্রজন্মকে নেতৃত্বের জন্য তৈরি করতে হবে। রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ পরিবারের তরুণদের উৎসাহিত করা জরুরি। তাঁর কথায়, দেশের গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও সিদ্ধান্ত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়। সেই প্রক্রিয়ায় যোগ্য মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তরুণদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। রাজনৈতিক পরিবারের বাইরেও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে হবে। গণতন্ত্রে নাগরিকদেরও সচেতনভাবে জনপ্রতিনিধিদের যোগ্যতা বিচার করার দায়িত্ব রয়েছে বলে তিনি মনে করিয়ে দেন। যুবসমাজকে রাজনীতি, নেতৃত্ব ও রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগকে স্বাগত জানান মন্ত্রী। মাই ভারত হাওড়ার জেলা যুব আধিকারিক অন্বেষা ভট্টাচার্য জানান, এবছর এই কর্মসূচির অষ্টম সংস্করণ এবং বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগের অংশ হিসেবে ইউথ পার্লামেন্ট আয়োজন করা হচ্ছে। বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্যে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুবসমাজকে যুক্ত করার জন্যই এই উদ্যোগ। জেলা স্তর থেকে নির্বাচিত প্রতিযোগীরা রাজ্য স্তরে অংশগ্রহণ করবেন, সেখান থেকে নির্বাচিতরা জাতীয় স্তরে পৌঁছবেন। আগামী ৯ ও ১০ জানুয়ারি সংসদ ভবনে জাতীয় স্তরের ইউথ পার্লামেন্ট এবং ১১ ও ১২ জানুয়ারি নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপে বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী শংসাপত্র পাবেন এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের শংসাপত্রের পাশাপাশি মেমেন্টো ও বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হবে। মাদকমুক্ত সমাজের আহ্বান থেকে দেশ পরিচালনায় তরুণদের অংশগ্রহণ-একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে একই মঞ্চে এনে হাওড়ার এই জেলা স্তরের যুব সংসদ নতুন প্রজন্মের ভাবনা ও সম্ভাবনাকে সামনে তুলে ধরল। সুস্থ, সচেতন এবং দায়িত্বশীল যুবসমাজই আগামী দিনের বিকশিত ভারতের শক্তি-এই বার্তাই এদিনের কর্মসূচির মূল সুর হয়ে উঠল।

UNITY Small Finance Bank

ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড
৫ম তলা, টাওয়ার ১, সিউডস গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেক্টর-৪০, সিউডস, সিউডস-দারাভে রেলওয়ে স্টেশনের উপরে, নভি মুম্বাই - ৪০০ ৭০৬

দখল গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি

(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮(১) বিধির অধীনে)

নিম্নস্বাক্ষরকারী, 'ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড' (অতঃপর USFBL বলে অভিহিত)-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে-যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৫ম তলা, টাওয়ার ১, সিউডস গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেক্টর-৪০, সিউডস (সিউডস ডারাভে রেলওয়ে স্টেশনের উপরে), নভি মুম্বাই - ৪০০ ৭০৬-এ অবস্থিত-

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৪৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার , ৭ অগ্রাহয়ণ, ১৪৩৩

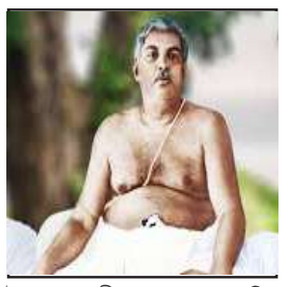
প্যারীচাঁদ মিত্র

সাহিত্যিক এবং সমাজ সংস্কারক প্যারীচাঁদ মিত্র। পরলোগকমন করেন ২৩ নভেম্বর, ১৮৮৩ সালে। তিনি বাংলার নবজাগরনের অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান ছিলেন এবং ফার্সি, বাংলা ও ইংরেজি ভালো জানতেন। বিশেষ করে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি মহিলাদের জন্য একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর সহযোগী ছিলো রাধানাথ শিকদার। তিনি এছাড়াও জনকল্যাণ মূলক কাজও করতেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য ছিলেন। তিনি পশু-ক্লেশ নিবারণী সভারও সদস্য ছিলেন। বেথুন সোসাইটি ও ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। জ্ঞানান্বেষণ সভার সদস্য হন তিনি ১৮৩৮ সালে। তাঁর ইংরেজি ভাষায় রচিত লেখাসমূহ ছাপা হত ইংলিশম্যান, ইন্ডিয়ান ফিল্ড, ক্যালকাটা রিভিউ, হিন্দু প্যাট্রিয়ট, ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া প্রভৃতি পত্রিকায়। তিনি পুলিশি অত্যাচারিতার বিরুদ্ধে লড়েছিলেন এবং সফলকামও হয়েছিলেন। তিনি স্ত্রী শিক্ষা প্রচারে যথেষ্ট সক্রিয়তার পরিচয় দেন। তিনি বিধবাবিবাহ সমর্থন করতেন। তিনি বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের বিরোধিতা করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন হিন্দু কলেজের লেখক গোষ্ঠীর প্রধান এবং হিন্দু কলেজের ছাত্র হিসেবে ইয়ংবেঙ্গলের পরামর্শদাতা ডিরোজিওর আদর্শ ও প্রত্যক্ষ প্রভাবে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ। শিক্ষা, সংস্কৃতি,সাংবাদিকতাসহ বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থেকে প্যারীচাঁদ মিত্র তৎকালীন কলকাতার সুধীজনের কাছে স্থান করে নিয়েছিলেন একজন মর্যাদাবান ও বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে। সাহিত্য ক্ষেত্রেও প্যারীচাঁদ মিত্রের অবদান বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সাহিত্যরস যোগান দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষাচ্ছলে অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের জন্যে রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় তিনি ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করেন ক্ষুদ্রাকৃতির 'মাসিক পত্রিকা'। ওই পত্রিকার শীর্ষে ছাপা থাকতো সম্পাদকীয় মন্তব্য। যাতে লেখা থাকতোঃ 'এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরাও পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।' তা সত্ত্বেও চলতি ভাষা শিক্ষার্থীদের কাছে এই পত্রিকার আবেদন ছিল অনেক বেশি। কারণ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কথ্য ভাষার রীতিতে বাক্য রচনা। এছাড়া সাধু ও কথ্য ভাষার মিশ্র ক্রিয়াপদ এবং তদ্ভব ও ফারসি শব্দের প্রচুর ব্যবহার। প্যারীচাঁদ মিত্রের সাহিত্যিক জীবন শুরুর রচনাগুলো এই পত্রিকার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। বাংলা গদ্যে কথ্যরীতির বর্তমান যে গৌরবজনক স্থান, মূলত এই মাসিক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে প্যারীচাঁদ মিত্রের হাতেই রচিত হয়েছিল তার ভিত্তি। আলালের ঘরের দুলাল (তাঁর শ্রেষ্ঠ এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস)। উল্লেখ্য যে এখানে তিনি যে কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা আলালী ভাষা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এই গ্রন্থটি ইংরেজিতেও অনুবাদ করা হয়েছিল The spoiled child নামে। গ্রন্থটি সম্পূর্ণ সামাজিক পটভূমিকায় রচিত। নব্য শিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গলদের কার্যকলাপ ও পরিণতি গ্রন্থটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। প্যারীচাঁদ মিত্র এই নবলব্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলেন যে, ধর্ম ও নীতিহীনতাই উচ্ছৃঙ্খলতার মূল কারণ।

বিপ্লবী শান্তি ঘোষ দাস

স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং অন্যতম বিপ্লবী শান্তি ঘোষ দাস। জন্মঃ- ২২ নভেম্বর, ১৯১৬ সালে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দুটি উজ্জ্বল নাম শান্তি ও সুনীতি। তাঁদের পথিকৃৎ ছিলেন, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, আশালতা সেন, সরোজিনী নাইডু, ননী বালা, দুকড়ি বালা, ইন্দুমতি দেবী, লীলা রায় ও সাবিত্রী দেবীসহ আরও অনেকে। কুমিল্লার (তৎকালীন ত্রিপুরা) ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সিজিবি স্টিভেন্স ছিলেন অত্যাচারী ব্রিটিশ কর্মকর্তা। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সে সময় বিপ্লবীরা তাকে নিধন করার পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনাকারীরা হলেন বিপ্লবী অখিলচন্দ্র নন্দী, বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য ও সতীশ রায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় শান্তি ও সুনীতিকে। শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীকে বিপ্লবী যুগান্তর দলে সংযুক্ত করেছিলেন নবম শ্রেণির ছাত্রী প্রফুল্ল নলিনী ব্রহ্ম। শুরু হয় তাদের অস্ত্র চালনা শিক্ষা। এই দায়িত্ব নেন বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য ও সতীশ রায়। স্থান নির্ধারিত হলো কুমিল্লা কোটবাড়ির নির্জন পাহাড়। ১৯৩১ সালের ১৪ ডিসেম্বর স্বাভাবিকভাবেই চলছিল শহরের সকলের কাজ। শান্তি, সুনীতির বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে ১২ ডিসেম্বর। স্কুলে অনুষ্ঠান আছে এ কথা বলে শাড়ি পরে শরীরে চাদর জড়িয়ে তারা বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। চাদরের নিচে লুকিয়ে রেখেছিলেন অস্ত্র। শান্তি .৪৫ ক্যালিবারের রিভলভার এবং সুনীতি .২২ ক্যালিবারের রিভলবার সঙ্গে নিয়েছিলেন। এ ছাড়াও সেদিন তারা সঙ্গে নিয়েছিলেন কুমিল্লায় সাঁতার প্রদর্শনীর একটি অনুমতিপত্র। এরপর তারা বিনা বাধায় ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে পৌঁছে যান। তখন সময় প্রায় সকাল দশটা। ইন্টারভিউ স্লিপ দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাংলোর অফিসে এলেন তাদের প্রত্যাশিত সিজিবি স্টিভেন্স, সাথে এলেন মহকুমা প্রশাসক নেপালচন্দ্র সেন। এগিয়ে আসতেই শান্তি এগিয়ে দিলেন সাঁতার প্রদর্শনীর দরখাস্তটি। এরপর স্টিভেন্স দরখাস্তটি শান্তির হাতে ফেরত দেওয়ার পূর্বেই গর্জে উঠল শান্তির .৪৫ বোরের রিভলভার। অব্যর্থ নিশানা। স্টিভেন্স লুটিয়ে পড়লেন। এ সময় সুনীতির গুলিতে আহত হলেন এসডিও সাহেব। হঠাৎ চাপরাশি রুহুমত আলী শান্তিকে ধরতে এলে শান্তি তাকেও গুলি করে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। চাপরাশি ইয়াছিন এবং কনস্টেবল নোনা মিয়া তাদের দুজনকে ধরে ফেলেন। এই ঘটনায় কুমিল্লা কোতয়ালী থানায় মামলা হয়। পুলিশ প্রচণ্ড অত্যাচার চালায়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



ঈশ্বর জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছেন। সেই শক্তিকে তৎকাজে ব্যবহার করতে হবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। ধর্ম মানেই হচ্ছে সেবা। মানব সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন।

সাধক রামপ্রসাদ



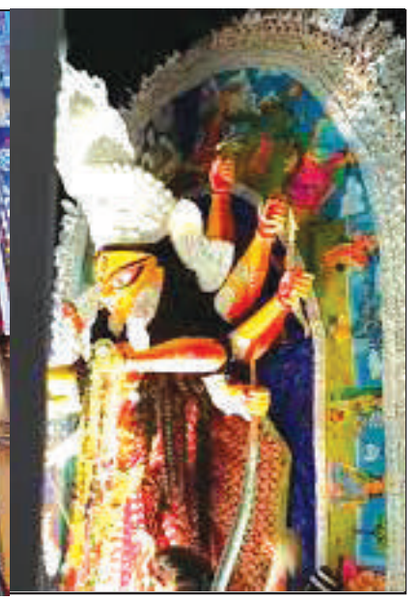
রামপ্রসাদ বলেন, শ্যামা মা সবাইকে অভয় দান করে থাকেন। তিনি জগতকে জয় করতে পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যোগ সাধনা করতেন। সুর সঙ্গীত দিয়ে যোগ করা যেতে পারে। সাধক রামপ্রসাদের মধ্যে একটি সাধনা শক্তি ছিল। তিনি সঙ্গীত সাধনা করেই শ্যামা মায়ের দেখা পেয়েছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ অজাতশত্রুতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। নিজ শক্তির জোরে তিনি সব কিছু করতে পারে। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে একজন নারী। তিনি হচ্ছেন মা। মা হচ্ছেন জীবন দায়িনী। তিনি জীবন দান করেন। মা শ্যামা হচ্ছেন সৃষ্টি কর্ত্রী। মাতৃশক্তি নিয়ে চলাফেরা ফেরা করতে হয়। এক অসীম শক্তির পরিচয় এই মাতৃ শক্তি। একে খালি চোখ দেখতে পাওয়া যায় না। এই শক্তি অনুভব করা যেতে পারে মাত্র। মুখ দিয়ে বলা যায় না। যার কাছে এই শক্তি আছে তিনি সব কিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেন। তিনি সব কিছুরই সমাধান করতে পারেন। তিনি বিপদ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় রাস উৎসব

নবেন্দু সাহা, নবদ্বীপ

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর খ্যাতি যেমন বাংলা ছাড়িয়ে পড়েছিল ঠিক সেই রকম সারা ভারতে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল নবদ্বীপের রাসের মেলা। সারা বিশ্বের সমাদর লাভ করতে শুরু করেছে এখন। নবদ্বীপের সন্তান গবেষক শিক্ষক শান্তিরঞ্জন দেব তাঁর রচিত 'নবদ্বীপের শাক্ত রাস' গ্রন্থে সবিস্তারে সেই কথাই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে গিয়েছেন। **ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ নবদ্বীপের শাক্ত রাসের উদ্ভব**- ১৭২৮ সালে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহাসনে বসলেন। তাঁর মাথার ওপরে ছিল পিতৃ ঋণের বোঝা। বিশ লক্ষ টাকা ঋণ মাথায় নিয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহাসনে বসেন। সেই ঋণ পরশোধ করা নিয়ে মহারাজকে গ্রেফতার করে কারাগারে আটকে রেখে দিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাব। মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দি খানকে সেই ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছিলেন তিনি তাঁর দেওয়ান রঘুনন্দনের সাহায্য নিয়ে। ১৭৪৫ সালে কারারুদ্ধ এবং বর্গী আক্রমণে মরাহাজ ব্যতিব্যস্ত হতে শুরু করলেন। ১৭৫১ সাল থেকে তিনি এই সব ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পেলেন। মুর্শিদাবাদের নবাবের জোরজুলুমের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার পথ খুঁজতে শুরু করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে নিয়েছিলেন নবাবকে পরাস্ত করতে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালের মধ্যে ১৭৫২ থেকে ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত বছরগুলিকে 'সুবর্ণযুগ' বলা হয়। এই সময়ে মহারাজ জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজন করেছিলেন। বিশিষ্ট পুরাতাত্ত্বিক মোহিত রায় বলেছেন যে ১৭৬৪ সালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 'বারদোল' প্রবর্তন করেন। ডক্টর অলোক কুমার চক্রবর্তী এই যুক্তিকে খণ্ডন করে তিনি বলেন যে ১৭৫২ থেকে ১৭৫৬ সালের মধ্যে ওই মেলার প্রবর্তন করেছিলেন মহারাজা। মহারাজ অবগত ছিলেন যে কার্তিকী পূর্ণিমাতে নবদ্বীপের শাক্ত পণ্ডিতেরা নিজ নিজ গৃহে শক্তি পুজোর আয়োজন করতেন। মহারাজ ভাবলেন এই পুজোকে যদি নবদ্বীপের চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে পরিপূর্ণ উৎসব হিসাবে খ্যাতি লাভ করবে এবং সবাই এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। তারপর থেকে মহারাজ শক্তিশাধনার পৃষ্টপোষকতা করতে শুরু করেন। 'ঘটে' এবং 'যন্ত্রে' পুজোর সঙ্গে মৃন্ময়ী মূর্তি গড়ে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে শক্তি পুজোর শুরু হল। নবদ্বীপের রাসের প্রথম মৃন্ময়ী দেবী প্রতিষ্ঠা হল সেটা হল দেয়ারাপাড়ার 'এলানে কালী'। এই পুজোয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং পণ্ডিতপ্রবর শঙ্করনাথ তর্কবাগীশ মহাশয়। দেয়ারাপাড়ার 'এলানে কালী' পুজিত হওয়ার পরে আমপুলিয়ার পাড়ার শবশিবা, ব্যাদড়াপাড়ার শবশিবা ও দণ্ডপাণিতলার মুক্তকেশী'র দেবীর পুজা শুরু হয়। যাঁরা নিজ নিজ ইষ্টদেবতার মূর্তি নির্মাণ করতেন তাদেরকে মহারাজা এক টাকা (ষোল আনা) অনুদান দিতেন। নবদ্বীরে শাক্ত রাসের আড়ঙ শুরু হয় ১৭৫৬ সাল থেকে। আর বর্তমানে রাস কার্নিভ্যাল শুরু হয়েছিল ১৭০০ সাল থেকে। ১৭৫২ সাল থেকে মৃন্ময়ী মূর্তি তৈরি করে পুজো শুরু হয়। ১৭৫৬ সালে পোড়ামাতলায় প্রতিমাগুলি নিয়ে এসে শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে পুরস্কৃত করে শোভাযাত্রার (আড়ঙ) সঙ্গে প্রতিমা বিসর্জন শুরু হয়। **সপ্তম অধ্যায় ঃ নবদ্বীপের শাক্ত রাস বৈষ্ণব বিরোধী নয়**- মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কুলদেবতা হলেন নারায়ণ। কিন্তু তিনি ছিলেন চৈতন্য উপাসক বিদ্বেষী। চৈতন্যদেবকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে পুজো করার ব্যাপারটা তিনি পচ্ছন্দ করতেন না। শান্তিপুরের অদ্বৈত আচার্যের বংশীয় পরম বৈষ্ণব পণ্ডিতপ্রবর রাধামোহন গোস্বামীর সঙ্গে বেলডাঙ্গা গ্রামে গোস্বামীর কোনও এক শিষ্যের বাড়িতে মহারাজের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। আলোচনায় মহারাজ সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর মত পরিবর্তন করেন। নবদ্বীপে বৈষ্ণবদের চক্ররাস শুরু হয়েছিল ১৮৬৮ সালের পর ১৯১০ সালে হরিসভা মন্দিরে। কিন্তু নবদ্বীপ বিখ্যাত বৈষ্ণবদের রাসের জন্য নয়, শাক্ত রাসের জন্য নবদ্বীপ বিখ্যাত হয়ে উঠে। **অষ্টম অধ্যায় ঃ কয়েকটি প্রতিমা পরিচিতি ও প্রাচীনত্বের সন্ধান** -১) এলানে কালী ঃ দেয়ারা পাড়ায় এলানে কালী পুজো শুরু হয়। এলানে কালী যেখানে পুজো হয় তাকে বলা হয়ে থাকে পঞ্চমুণ্ডির আসন। মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্রের পৃষ্টপোষকতায় এবং দেয়ারা পাড়ার নিবাসী শঙ্করনাথ তর্কবাগীশ পঞ্চমুণ্ডির আসনে এলানে কালী পুজো শুরু করেন।





প্রতিমার উচ্চতা ১০ ফুট। ২) আমপুলিয়া পাড়ার শবশিবা ঃ মহামোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতিদের গৃহদেবী ছিলেন। পরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ পরিবার তঁদের গৃহদেবীর মৃণ্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করে পুজো শুরু করলেন। ৩) তেঘরী পাড়ার বড় শ্যামা ঃ বড় শ্যামা ২০ হাত বা ৩০ ফুট উচ্চ। সাধক চুড়ামণি ভৃগুরাম চট্টোপাধ্যায় (ভট্টাচার্য) এই পুজোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই পুজো করে শুরু হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ৪) শ্রীশ্রী বামাকালী ঃ রামসীতার মোড়ে শ্রীশ্রীরামচন্দ্র মন্দিরের কাছে শ্রীশ্রী বামাকালীর পুজো হয়। আগে দশ বারো হাত কালী হতো। এখন তা বেড়ে চোদ্দ বা পনেরো হাত কালী প্রতিমা তৈরি হয়। পুজোতে ইলিশ মাছ এবং মাংস দেওয়ার রীতি রয়েছে। পাঁঠাবলিও দেওয়া হয়। ৫) কৃষ্ণকালী ঃ ফাঁসিতলা ঘাট রোড এবং পাতাল সাধু সরণির সংযোগ স্থলেন ফাঁসিতলার মোড়ে কৃষ্ণকালীর পুজো হয়ে থাকে। নন্দকুমার পাল এই প্রতিমা তৈরি শুরু করেন। ৬) রণকালী ঃ রাধাবাজার অঞ্চলে পোড়ামা তলা রোডে 'শ্রুতিমাইক' কাছে রণকালী পুজো হয়ে থাকে। চন্দ্রভূষণ দাস এই পুজোর প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন। প্রতিমা ১৫ হাত উচ্চতায় নির্মাণ করা হয়। ৭) মহারাবণ বধ ঃ রাধাবাজারে পোড়ামাতলা রোড এবং বৈদিক পাড়া সংযোগ স্থলে এই প্রতিমার পুজোর আয়োজন করা হয়। ১৯৪৫ সালে ছোট আকারে শুরু হয়েছিল প্রতিমা পুজো। ৮) আনন্দময়ী ঃ এই দেবী পুজো কবে শুরু হয়েছিল তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। রমাপ্রসাদ গোস্বামী নবদ্বীপের রাস নিয়ে 'মাসিক বসুমতী'তে প্রবন্ধ লিখলেন। সেখানে আনন্দময়ী দেবীর কোনও নাম ছিল না। তবে গোরাচাঁদ বিশ্বাসের বয়স ধরে অনুমান করলে ১৯৫০ সালে এই পুজো শুরু হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। ৯) ভুবনেশ্বরী ঃ বড়াল ঘাটে এই প্রতিমা পুজো হয়ে থাকে। এই প্রতিমা সূচনা কাল ১২৯৪ বঙ্গাব্দে (১৮৮৭) ১৯৮৬ সালে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। দুর্গা-চণ্ডী-মহিষামর্দিন কাত্যায়নী প্রতিমা -১) কৃষ্ণমাতা ঃ রামসীতা পাড়ার রাজবংশীরাই এই পুজোর আয়োজন শুরু করেছিলেন। এই প্রতিমার রূপ দিয়েছিলেন নন্দকুমার বিদ্যাভূষণ। এই মূর্তিতে শাক্ত এবং বৈষ্ণব মতের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ২) আমড়াতলার মহিষমর্দিনী ঃ আগমেশ্বরী পাড়া বাজারে এই প্রতিমা পূজিত হতে দেখা যায়। ষোল থেকে সতেরো হাত প্রতিমা তৈরি করা হয়ে থাকে। এইখানকার বাসিন্দা অমূল্যকুমার বসু বলেছেন যে তিনশো বছরের প্রাচীন এই পুজো। তবে এই পুজো করে সঠিক কবে শুরু হয় তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন

বুদ্ধদেব মিশ্র

কলকাতার অনুশীলন সমিতির স্থাপনা - ২৪ মার্চ, ১৯০২ খ্রী উদ্দেশ্য অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। অনুশীলন সমিতি বিশ শতকের প্রথমভাগে বাংলায় গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলির মধ্যে অন্যতম। এ সমিতি ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলার যুবকদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নয়ন- এ তিন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিবেদিত ক্ষুদ্র যুবসংগঠনগুলির মধ্য থেকে বিপ্লবী দলগুলির জন্ম হয়েছে বলে ধরা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ ঘোষ কর্তৃক বিকশিত মতবাদের দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁরা বাঙ্গালীদের আত্মিক, শারীরিক ও বুদ্ধিতে বলিষ্ঠ হওয়ার পরামর্শ দেন। তাঁদের চিন্তা-চেতনাকে কার্যকর করার জন্য প্রকৃত বিপ্লব শুরু হওয়ার বহুপূর্ব হতেই মানসিক যোগাভ্যাস ও শারীরিক ব্যায়ামের জন্য গ্রাম ও শহর এলাকায় অনুশীলন সমিতি নামে অসংখ্য যুব সংগঠন গঠিত হয়।

বিপ্লবী আন্দোলনের প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে অতীস চন্দ্র বসুর উদ্যোগে এবং ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ২৪শে মার্চ কলকাতার ১২ নং মদন মিত্র লেনে অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয় । এই সমিতির আর একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সতীশচন্দ্র বসু । এই সময় সহসভাপতি হন চিত্তরঞ্জন দাস এবং অরবিন্দ ঘোষ এবং অনুশীলন সমিতির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যে সব আশু ঘটনাবলির কারণে বিপ্লববাদ হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল সেগুলি হল লর্ড কার্জনের অপ্রিয় শিক্ষা সংস্কার ও বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫)। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে সমিতির সদস্যবৃন্দ যুগান্তর নামে একটি সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা প্রকাশনার কাজ শুরু করে। এতে বিদ্রোহের কথা খোলাখুলিভাবে প্রচার করা হয়। সারা বাংলায় সমিতির শাখা স্থাপিত হয়।

১৯০৫ সালে ঢাকায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিপিনচন্দ্র পালের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শ্রোতাদেরকে ভীষণ ভাবে আলোড়িত করে এবং এতে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতার পর ঢাকা সরকারি কলেজের এককালের শিক্ষক ও পরবর্তী সময়ে ঢাকায় 'ন্যাশনাল স্কুলে'র প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে ৮০ জন যুবক ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় ঢাকা অনুশীলন সমিতি গঠন করে। এর প্রধান কার্যালয় ছিল ঢাকাতে। পুলিনবিহারী দাস কর্তৃক ঢাকা অনুশীলন সমিতি পরিচালিত হয়। সমিতি ও স্বদেশী আন্দোলনের লক্ষ ও কার্যপদ্ধতি প্রায় একই রকম ছিল। কলকাতা অনুশীলন সমিতি ও ঢাকা অনুশীলন সমিতি অনেকটা রাশিয়া ও ইতালির গুপ্ত সংগঠন গুলির আদলেই গড়ে উঠেছিল। উনিশ শতকে শেষে ও বিশ শতকে প্রথমদিকে বিপ্লবী আন্দোলনের পথিকৃৎ ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র ১৯০২ সালে কলকাতা অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। বরোদার মহারাজার আর্মি বাহিনী থেকে সামরিক ট্রেনিং প্রাপ্ত তরুণ বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও অরবিন্দ ঘোষের ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁকে এটি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে কলকাতা অনুশীলন সমিতি সদ্যসদের শারীরিক ও মানসিক ভাবে প্রস্তুত করার মাধ্যেই তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল এবং ১৯০৭ বা ১৯০৮ সাল পর্যন্ত এ সমিতি তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে নি।

১৯০৭ সাল হতে অনুশীলন সমিতির সদস্যগণ বিপ্লবী কর্মকান্ডে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। ১৯০৭ সালের ৬ ডিসেম্বর নব প্রতিষ্ঠিত পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর যে ট্রেনে ভ্রমণ করছিলেন সেটি বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এর অল্প কয়েকদিন পর ২৩ ডিসেম্বর তারা ঢাকার প্রাক্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. অ্যালেনকে হত্যা করার চেষ্টা করে। ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল তারা ভুলবশত দুজন নিরপরাধী মহিলা মিসেস ও মিস কেনেডিকে হত্যা করে। অথচ তাদের টার্গেট ছিল কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট ও পরবর্তীকালে বিহারের মুজাফ্ফরপুরের জেলা জজ ডগলাস কিংসফোর্ড। মুজাফ্ফরপুরের ঘটনার সাথে জড়িত প্রফুল্ল চাকি পরবর্তীসময়ে ধরা না দিয়ে আত্মহত্যা করেন এবং তাঁর সহযোগী ক্ষুদিরাম বসু ধরা পড়েন ও বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। বাংলার বিপ্লবের ইতিহাসে মুজাফ্ফরপুরের হত্যাকান্ড একটি বিখ্যাত ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত। এ ঘটনার পর থেকে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী বাংলার জনগণের নায়কে পরিণত হন। পরবর্তী সময়ে কলকাতার মানিকতলার বাগানে একটি বোমা তৈরীর কারখানা আবিষ্কার হয়। অনুশীলন সমিতির জনৈক নেতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে তথাকথিত আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলার আওতায় বিচারাধীনে আনা হয়। আলীপুর মামলার কারণে ধরপাকড় ও পুলিশি হানা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। ফলে অনুশীলন সমিতিতে বিভাজন দেখা দেয়। যদিও সমিতিগুলি একটির থেকে অন্যটি স্বাধীন ছিল।

আলিপুর বোমা মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যার পরিকল্পনা

রবীন্দ্রকুমার শীল

সাধ্য ছিল না। মামলায় অভিযুক্তদের রাখা হয়েছিল জেলের ৪৪ ডিগ্রি ওয়ার্ডে। সার দিয়ে কুঠুরি চুয়াল্লিশটি, আলো বাতাসের পর্যাপ্ত প্রবেশের উপর প্রাকৃতিক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ সেখানে। বিলাসব্যসনে আশৈশব অভ্যস্ত নরেন দ্রুত পরাভব স্বীকার করেছিলেন ইন্দ্রিয়সুখের কাছে, বিপ্লবের থেকে কারামুক্তি অধিক কাঙ্খিত মনে হয়েছিল। সে হলই বা বিশ্বাসভঙ্গের বিনিময়ে।

প্রেক্ষিতের প্রয়োজনে উল্লেখ্য, আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার জেল বন্দি বিপ্লবীদের মধ্যে পরবর্তী কর্মপন্থা নিয়ে মতবিরোধ ছিল নরেনের স্বীকারোক্তি উত্তর পর্যায়ে। বারীনের বরাবরের বিশ্বাস উগ্রপন্থায়, ছক কষছিলেন জেলে গুলি-বোমা-বন্দুক গোপনে আম দানি করে পালানোর। পক্ষান্তরে, সত্যেন বসু-কানাইলাল দত্ত-হেমচন্দ্র দাসের কাছে অগ্রাধিকার ছিল নরেনকে বিশ্বাসঘাতকতার চরম শাস্তি দেওয়া। ওঁরা বারীনকে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দিলেন না পরিকল্পনা, সাহায্য চাইলেন জেল পালানোর অস্ত্র সরবরাহে। কথো পকথন হল বারীনের অজ্ঞাতে।

'আর্মস' জোগাড় হল। জেলে বন্দিদের সঙ্গে বন্ধু পরিজনদের সাক্ষাতের দিনটি নির্দিষ্ট ছিল প্রতি রবিবার। বহিরাগতদের আপাদ মস্তক খানাতল্লাশির দায়িত্বে যে জেলকর্মীরা থাকতেন, যৎসামান্য উৎকোচের বিনিময়ে তাদের দলে টানলেন বারীন।

চন্দননগরের বিপ্লবী সুধাংশুজীবন রায় ২৩শে অগস্ট বারীনের সঙ্গে দেখা করতে এলেন সাক্ষাৎপ্রার্থী হিসাবে। প্রহরীদের প্রশ্রয়ে গারদের মধ্য দিয়েই বারীনের হাতে চালান করে দিলেন রিভলভার। তার পরের রবিবার, ৩০শে অগস্ট, একই প্রক্রিয়ায় চন্দননগরেরই শ্রীশ ঘোষের মাধ্যমে দ্বিতীয় রিভলভার হাতে এল বারীনের। একটি দিলেন কানাইলাল দত্তকে। অন্যটি পৌঁছল জেল হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন সত্যেন বসুর কাছে। যিনি দিনকয়েক আগে নরেনের কাছে খবর পাঠিয়েছেন, তএভাবে

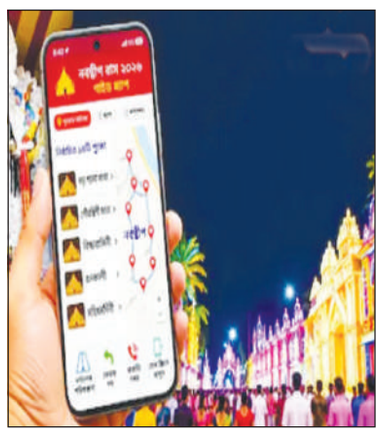


আর পারা যাচ্ছে না, আমিও রাজসাক্ষী হতে চাই, এবং বার্তা পেয়ে নরেন দেখাও করে গিয়েছেন সত্যেনের সঙ্গে। জানিয়েছেন, ব্রিটিশ সরকার রাজসাক্ষ্যের বিনিময়ে সত্যেনকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত।

পয়লা সেপ্টেম্বর নরেনের ফের এক প্রস্থ স্বীকারোক্তির দিন ঠিক হয়। সত্যেন-কানাই সিদ্ধান্ত নিলেন, আর দেরি করা চলে না। রিভলভার হাতে আসার পর ৩০শে অগস্ট সন্ধেবেলায় কানাইলাল পেটে অসহ্য ব্যথার অভিনয় করে ভর্তি হলেন হাসপাতালে। অনুরূপ দাস নামে এক জেলকর্মী মার

নবদ্বীপের রাস উৎসবের দর্শনার্থীদের জন্য চালু হওয়া বিশেষ ওয়েবসাইটে মণ্ডপের লোকেশন ও রুট ম্যাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ২৩ নভেম্বর ঃ নবদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব দেখতে প্রতিবছরই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভিড় জমান অসংখ্য মানুষ। কিন্তু প্রথমবার নবদ্বীপে রাস দেখতে এসে কোন পুজো কোথায় রয়েছে, কোথা থেকে দর্শন শুরু করবেন কিংবা কীভাবে একের পর এক মণ্ডপ ঘুরে দেখবেন, তা নিয়ে অনেককেই সমস্যায় পড়তে হয়। দর্শনার্থীদের সেই সমস্যা দূর করতেই অভিনব উদ্যোগ নিলেন নবদ্বীপের এক বাসিন্দা। নবদ্বীপ রাস ২০২৬ উপলক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে একটি বিশেষ ওয়েবসাইট, যেখানে নির্বাচিত ১৪টি প্রতিমার অবস্থান, দর্শনপথ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য এক জায়গায় পাওয়া যাবে।



উদ্যোক্তার মূল লক্ষ্য, বাইরে থেকে আসা দর্শনার্থীরা যাতে সহজেই নিজেদের মতো করে রাস পরিক্রমার পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেন। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পুজোর লোকেশন খুঁজে পাওয়ার পাশাপাশি ম্যাপের সাহায্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার পথও দেখে নিতে পারবেন তাঁরা। এমনকী দর্শন শেষে ফেরার পথ সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশ পাওয়া যাবে। পাশাপাশি দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে রাখা হয়েছে বিভিন্ন জরুরি ফোন নম্বরও। ওয়েবসাইটটি হলঃ https://nabadwip-raspath.vercel.app/. এই ১৪ টি প্রতিমাকে বেছে নেওয়ার পিছনেও রয়েছে বিশেষ ভাবনা। উদ্যোক্তার কথায়, নবদ্বীপের বাসিন্দা হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে তিনি দেখেছেন, একটি পুজো থেকে অন্য পুজোয় যাওয়ার পথে অসংখ্য ছোট-বড় পাড়ার পুজো চোখে পড়ে। ফলে নির্দিষ্ট ১৪টি প্রতিমা দর্শনের পরিকল্পনা নিয়ে বেরোলেও পথে তার প্রায় দ্বিগুণ প্রতিমা দেখার সুযোগ তৈরি হতে পারে। সেই কথা মাথায় রেখেই দর্শনার্থীদের জন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট গন্তব্য সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা সহজেই রাস পরিক্রমার পথ খুঁজে পান। আরও একটি বিশেষ সুবিধা হল, এই ওয়েবসাইটটি মোবাইল ফোনের হোম স্ক্রিনে অ্যাপের মতো সংরক্ষণ করে রাখা যাবে। ফলে বারবার ওয়েবসাইট খোঁজার প্রয়োজন হবে না। উদ্যোক্তার আশা, এই ছোট্ট উদ্যোগের মাধ্যমে নবদ্বীপে রাস দেখতে আসা মানুষের পথ খোঁজার সমস্যা অনেকটাই কমবে। দর্শনার্থীদের মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে ওয়েবসাইটটিকে আরও উন্নত করার পরিকল্পনাও রয়েছে। নবদ্বীপের রাস উৎসবের আনন্দকে আরও সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলতেই এই উদ্যোগ।

‘সিআইডি আধিকারিক’ সেজে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি, দুষ্কৃতীদের খুঁজছে বহরমপুর থানার পুলিশ!

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৩ নভেম্বর ঃ সিআইডি-র আধিকারিক সেজে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বহরমপুর থানার অন্তর্গত খাগড়াঘাট স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। ওই ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে নগদ প্রায় ছয় লক্ষ টাকার পাশাপাশি প্রায় ৮ ভরি সোনার গয়না এবং কয়েকটি মোবাইল ফোন লুট করে নিয়ে গেছে সিআইডি অফিসার সেজে আসা দুষ্কৃতীরা। ইতিমধ্যেই বহরমপুর থানার পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। রবিবার রাতে ক্যামোফ্লাজ পোশাক পড়ে সিআইডি-র আধিকারিক সেজে ৫ জন দুষ্কৃতী খাগড়াঘাট স্টেশন সংলগ্ন এলাকার মুদিখানার ব্যবসায়ী রবিউল শেখের বাড়িতে হানা দেয়। অভিযোগ ওই দুষ্কৃতীরা, রবিউল শেখ এবং তার স্ত্রী আসমানী বিবিকে মারধর করে তাঁদের মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে একটি ঘরে বন্ধ করে রাখে। এরপর বাড়ির আলমারি ভেঙে সেখানে রাখা নগদ টাকা এবং গয়না লুট করে তাঁদেরকে ঘরেই বন্ধ রেখে পালিয়ে যায়। রবিউল শেখ বলেন, গতকাল রাতে পাঁচজন যুবক সিআইডির অফিসার পরিচয় দিয়ে আমি যখন রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলাম সেই সময় আমার সঙ্গে দেখা করেন। কিছু কথাবার্তার পর সিআইডি-র অফিসার পরিচয় দেওয়া ওই ব্যক্তিরা আমাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যান এবং কিছু বোঝার আগেই আমার স্ত্রী এবং আমাকে মারধর করতে থাকেন। এরপর ওই দুষ্কৃতীরা আমাদেরকে একটি ঘরের মধ্যে আটকে দেন। তিনি বলেন, ওই দুষ্কৃতীরা আমার বাড়ির আলমারি ভেঙে আমার পাটের ব্যবসার থেকে পাওয়া নগদ ৫ লক্ষ টাকা এবং মেয়ের চিকিৎসার জন্য রাখা আরো এক লক্ষ টাকা লুট করে নেন। এছাড়াও আমার স্ত্রী এবং মেয়ের প্রায় ৮ ভরি সোনার গয়না ও লুট করে নিয়ে গেছে ওই দুষ্কৃতীরা। ওই ব্যবসায়ী বলেন, আমার মেয়ে গর্ভবতী অবস্থায় বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। মেয়ের চিকিৎসার জন্য বাড়িতে নগদ টাকা রেখে দিয়েছিলাম। আমার ধারণা দুষ্কৃতীরা কোনোভাবে তার খবর পেয়ে গিয়ে সিআইডি-র আধিকারিক পরিচয় দিয়ে আমার বাড়িতে ঢুকে ডাকাতি করেছে। ওই ব্যক্তি আরো বলেন, সিআইডি-র অফিসার পরিচয় দেওয়া ওই দুষ্কৃতীরা প্রায় আধ ঘন্টার বেশি সময় নিয়ে আমার বাড়ি তছনছ করে সবকিছু লুট করে। এরপর আমাদেরকে ঘরে বন্দী করে রেখে বলে যায় সংবাদমাধ্যমের লোক এবং পুলিশের বড়কর্তারা আমাদের বাড়িতে আসবেন। প্রায় আধ ঘন্টা পার হয়ে যাওয়ার পরও সংবাদমাধ্যম বা পুলিশের তরফ থেকে কেউ আমাদের বাড়িতে আসেনি। এরপর আমার বাড়ির এক ভাড়াটিয়ার ফোন থেকে পুলিশকে আমি গোটা ঘটনার খবর জানাই। ওই ব্যবসায়ী অভিযোগ করেন, দুষ্কৃতীরা চলে যাওয়ার আগে তৃণমূলের কয়েকজন নেতার নাম করে আমাকে হুমকি দেওয়া হয়। তাঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ রয়েছে তাই আমাকে এনকাউন্টার করে দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। বহরমপুর থানার এক আধিকারিক জানান, ইতিমধ্যেই তাঁরা গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন এবং ওই ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে খোয়া যাওয়া কয়েকটি মোবাইল ফোনও উদ্ধার হয়েছে। দুষ্কৃতীদের সন্ধানে বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের তল্লাশি চলছে।

শব্দ ও ছন্দের মেলবন্ধনে বালুরঘাটে চতুর্থ জেলা আবৃত্তি উৎসব

রতন দে, বালুরঘাট, ২৩ নভেম্বর ঃ কবিতা শব্দ ও আবৃত্তির মেলবন্ধনে বালুরঘাটে অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ দিনাজপুর সম্মিলিত আবৃত্তি সংস্থার চতুর্থ জেলা আবৃত্তি উৎসব। রবিবার ২২ নভেম্বর বালুরঘাটের রবীন্দ্রভবনে



আয়োজিত এই উৎসবের শিরোনাম ছিল এসো মিলি শব্দ স্নানে। অনুষ্ঠানে ১৭ টি একক ও ৯ টি সম্মেলক আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। আমন্ত্রিত আবৃত্তিশিল্পী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুমন্ত্র সেনগুপ্ত ও রঞ্জনা সেনগুপ্ত। তাঁদের পরিবেশনা উপভোগ করেন উপস্থিত দর্শক-শ্রোতারা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সূচনা পর্বে উপস্থিত ছিলেন আবৃত্তিশিল্পী সুবীর চৌধুরী ও ভাস্কর মজুমদার নাট্য সংগঠক অজয় শঙ্কর ঘোষ শিক্ষানুরাগী দীপক মণ্ডল এবং সমাজকর্মী প্রদীপ সাহা। উদ্বোধনী পর্বে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ছাড়পত্র কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে কবির জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সংস্থার পক্ষ থেকে তুহিনশুভ্র মণ্ডল জানান এটি তাঁদের চতুর্থ আবৃত্তি উৎসব। জেলার আবৃত্তিশিল্পীদের সম্মিলিত উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয়েছে। নতুন শিল্পীদের মঞ্চের সুযোগ করে দেওয়া এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের আবৃত্তি শোনার সুযোগ তৈরি করাই উৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য।

শোলা ও খবরের কাগজেই গড়া হচ্ছে রাসপূর্ণিমার পুজোর রাসফুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৩ নভেম্বর ঃ রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বাজার ছেয়েছে রাসফুলে। এই রাসফুল তৈরিতে এখনও কোনও প্লাস্টিক জাতীয় জিনিস ব্যবহার করা হয় না। ব্যবহার করা হয় শোলা ও খবরের কাগজ। ফলে রাসপূর্ণিমার পুজোয় ব্যবহৃত রাসফুল এখনও রয়েছে অকৃত্রিম। বাজারে এখন পাওয়া যাচ্ছে রঙবেরঙের রাসফুল। এই রাসফুল তৈরি করতে ব্যবহার করা হয় শোলা ও খবরের কাগজ। শোলা দিয়ে তৈরি হয় ফুল, আর খবরের কাগজ দিয়ে পাতা। এখনও প্লাস্টিক অথবা কৃত্রিম উপাদান খুব একটা ব্যবহার কর হয় না এই ফুল তৈরিতে। এর প্রধান কারণ হল কৃত্রিম উপাদান অথবা প্লাস্টিক ব্যবহার করতে খরচ একটু বেশি হয়। সেখানে শোলা ও খবরের কাগজ ব্যবহারে খরচ অনেক কম। এছাড়াও সাধারণ মানুষজন শোলার ফুল পুজোর কাজে ব্যবহার করেন। সেজন্য এখনও এই রাসফুল সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি হয়। ফলে এটি জৈব ভঙ্গুর। এই ফুল এবছর বাজারে ৩০ টাকায় মিলছে। বেশি দামের ফুল রয়েছে। এ নিয়ে এক বিক্রেতা জানিয়েছেন, শোলার রাসফুলের চাহিদা থাকে বাজারে। এই রাসফুল শুধুমাত্র ব্যবহার করা হয় এই রাসপুজোতেই। ফলে সমস্ত ব্যবসায়ীরা এই শোলা ও কাগজের রাসফুল বিক্রি করেন। এই ফুলটিই আসল রাসফুল। এই কথার সঙ্গে একমত পঞ্চানন হালদার নামের এক ব্যবসায়ী। তিনি জানিয়েছেন, তিনি নিজে রাসফুল তৈরি করেন। পুজোর জন্য এই রাসফুল অনেকটা কদম ফুলের আদলে তৈরি হয়। এই ফুলটিই খুবই জনপ্রিয় বাজারে। এই রাসফুল তৈরি করতে বেশিদিন কাজ হয় না। মাত্র ১৫-১৬ দিন কাজ করেন কারিগররা। এর মধ্যেই তৈরি হয় এই ফুল। অধিকাংশ ফুল বিক্রি হয়ে যায় বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা।

মেচি নদীতে তৈরি হবে ৮৫০ মিটার দীর্ঘ বাঁধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর ঃ ভারত-নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন নকশালবাড়ির গ্রামীণ এলাকাগুলিকে বন্যা ও নদীভাঙনের হাত থেকে বাঁচাতে মেচি নদীতে বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হতে চলেছে। প্রায় এক কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নদীর তিনটি পৃথক স্থানে আনুমানিক ৮৫০ মিটার দীর্ঘ এই বাঁধ তৈরি করা হবে। সোমবার নকশালবাড়ির রকনজোতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন এই বাঁধ নির্মাণ কাজের শিলান্যাস করেন। গত বর্ষায় মেচি নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় নদীর বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, যার জেরে সংলগ্ন এলাকাগুলিতে বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয় এবং কৃষকদের ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় মেচি নদীর তীরবর্তী ১০টিরও বেশি গ্রামের বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন। এবার গ্রামবাসীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই সরকারের পক্ষ থেকে বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু করা হচ্ছে। আগামী বর্ষার আগেই নির্মাণ কাজ শেষ করার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে প্রশাসন। শিলান্যাসের পর ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ এলাকা ঘুরে দেখেন মন্ত্রী। এই সময় প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন জানান, মেচি নদী ছাড়াও মহানন্দা ও বালাসন সহ অন্যান্য নদীর যেসব এলাকায় বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেখানেও মেরামত ও নতুন নির্মাণের কাজ করানো হবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ঝর্না মুখার্জী, স্বামী-শঙ্কর মুখার্জী সাং-ডাসী, থানা- ডোমজুড়, জেলা-হাওড়া, সুধারানী দাস, সনৎ কুমার দাস, গনেশ দাস, স্বপন দাস, তাপস দাস, সুরজি দাস, সুদীপ্তা দাস, সুনতি দাস, মিনতি মল্লিক, অষ্ট মল্লিক, বিভাষ সাঁতরা, তিরণ সাঁতরা, তমির সাঁতরা, প্রশান্ত সাঁতরা, সুশান্ত সাঁতরা ইহাদের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার হেমন্ত সাঁতরা ইহার নিকট হইতে ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 40-0115/2009 নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা, থানা-ডোমজুড়, মৌজা- কাটলিয়া, জে.এল-৫০ নং ভুক্ত, হাল ১২২৯ নং খতিয়ানে, হাল এল আর ১৪২২ নং দাগে মোট ৪ শতক সম্পত্তি ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 40-1198/2026 নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন, উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোনো প্রকার আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে B.L. & L.R.O. ডোমজুড় অফিসের নিকট আপিল করিতে পারেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী সন্দীপ নাথ পিতা- স্বর্গত সন নাথ, সাং- সাঁকরাইল (কাঁড়ার পাড়া), পোষ্ট ও থানা-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। ১) শ্রী রঞ্জিত সাউ পিতা-স্বর্গত লক্ষন সাউ, সাং- রাজগঞ্জ (শীতলাতলা), পোষ্ট-বানীপুর, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া এর নিকট থেকে A.D.S.R. রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৫০৩০৩৫৩০ /২০২৬ আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী আশিষ দাস পিতা- স্বর্গত বিশ্বনাথ দাস, সাং- সাঁকরাইল (কাঁড়ার পাড়া), পোষ্ট ও থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া এর নিকট থেকে থানা- সাঁকরাইল, মৌজা- সাঁকরাইল, জে.এল. নং-২০ হাল ১০৭৯ নং খতিয়ান ভুক্ত হাল ৬৫৫ নং দাগে অবস্থিত কমিবেশী ৩.৩০৪৬ শতক ডাঙ্গাবাগান জমি ০৫০৩০৫২২২ / ২০২৬ নং দলিল মূলে A.D.S.R. রানীহাটিতে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & L.R.O. সাঁকরাইল এর নিকট আপিল করিতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

Pervez Nowaz Mollah
Advocate
Howrah Jude Court

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞপ্তি

মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলার বসাই-এর মাননীয় আদালতে বিচারাধীন দেওয়ানি বিবিধ আবেদন নং ১৩৭/২০২৫ সংক্রান্ত বিষয়ে

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ফ্ল্যাট নং এ/১০১, সাই স্বাতী অ্যাপার্টমেন্ট, আচোলে রোড, রাজ নগর, নালাসোপারা (পূর্ব), জেলা পালঘর – ৪০১২০৯, মহারাষ্ট্র-নিবাসী, প্রয়াত কেস্টো পাল ও প্রয়াতা গীতা পাল-এর কন্যা শ্রীমতী মামুনি কেস্টো পাল তাঁর প্রয়াত পিতামাতার আইনি উত্তরাধিকার প্রমাণপত্র প্রাপ্তির জন্য বসাই-এর মাননীয় আদালতে মামলা দায়ের করেছেন।

তাঁর পিতা প্রয়াত কেস্টো পাল ২৬/০২/২০০৬ তারিখে এবং মাতা প্রয়াতা গীতা পাল ২৪/১০/২০০৭ তারিখে পরলোকগমন করেছেন। উক্ত মামলা চলাকালীন প্রয়াত কেস্টো পাল-এর মাতার (আবেদনকারীর পিতামহী) মৃত্যু-সংক্রান্ত তথ্য নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যাঁর সর্বশেষ জ্ঞাত বাসস্থান ছিল হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।

আবেদনকারী জানিয়েছেন যে তাঁর পিতামহীও প্রয়াত হয়েছেন; তবে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর মৃত্যুর সঠিক তারিখ ও স্থান কিংবা মৃত্যুর শংসাপত্র তাঁর কাছে নেই।

তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে যে কোনও ব্যক্তির কাছে কোনও তথ্য থাকলে, তার তারিখ, স্থান, নিবন্ধনের বিবরণ বা মৃত্যুর শংসাপত্র সহ, তা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে **১৫ দিনের মধ্যে** নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাডভোকেটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

উপরোক্ত মামলায় মাননীয় আদালতের নির্দেশ অনুসারে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হল।

আবেদনকারীর পক্ষে অ্যাডভোকেট
অ্যাডভোকেট প্রজ্ঞাতা এস. হাকে
অফিস নং ৯, কল্পনা কমপ্লেক্স,
স্টেশন রোড, নালাসোপারা (পশ্চিম),
জেলা পালঘর - ৪০১২০৩।

তারিখ : ২৪ নভেম্বর ২০২৬ যোগাযোগ: ৮৯৮৩৯৫৬৪০২

KALATALAHAT GRAM PANCHAYAT
KALATALAHAT : RAMNAGAR : SOUTH 24 PARGANAS

Notice Inviting e-Tender

E-Tender is invited by the Pradhan, Kalatalahat Gram Panchayat from resourceful,experienced contractors/ agencies for **(1) NIeT No. 02/Tied 15th FC(2025-26) 2nd Inst. vide Memo No. 406/ KHGP/2026, Date: 06.10.2026** for 3 (Three) works. Bid submission(online) from **23/11/2026, 18.00 Hrs. up to 30/11/ 2026 14.00 Hrs**. Bid opening date (Online) **02/12/2026 at 14.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or may visit office of the undersigned.

Sd/-Pradhan
Kalatalahat Gram Panchayat

e-Tender Notice

e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/bonafide contractors with experience and requisite credential vide NIeT No-EGP/754 Dt-21/11/2026. Last Dt. of application 30/11/2026 up to 18:00 IST. For details visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Eral Gram Panchayat

Office of the SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742223

eNIT **No-02/SGP/VB G RAM G/ 26-27 Memo No._398/SGP, Date: 23.11.2026.** 2. Last date of Dropping tender Quotation paper- **30.11.2026 up to 2.00 pm**. 3. Date of opening tender Quotation paper- **02.12.2026 up to 2.00 pm**.

Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমি বরকত আলী, পিতা- মহ হাইয়ুম, সাং-ফরিদাবাদ, মুজিসার, ফরিদাবাদ। দক্ষিন ঝাপড়দহ মৌজায় শ্রী সুভাষ রং দিগরের থেকে অচিন্ত রং জমি আমমোক্তার গ্রহন করেছেন। যাহার হালদাগ নং- ২৩২ যাহার আমমোক্তার নং- ৫৩০৯ / ২৪, যাহার দলিল নং-৪৫৫৬/ ২৬, নাম খারিজের আবেদন জমা করেছেন। উল্লিখিত দাতাগনের যদি কোন আপত্তি থাকে তাহলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল.এন্ড.এল. এরও ডোমজুড় অফিসে এসে যোগাযোগ করতে পারেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ীকার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি, আব্দুল কুদ্দুস, পিতাঃ কদম রসুল, গ্রাম+পোঃ- নিংহা, থানাঃ মাড়গ্রাম, বীরভূমের বাসিন্দা। রামপুরহাট ব্লক ২ এগ্রিল প্রাইমারি মার্কেটিং কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের সম্পাদক হইতেছি। ০৮.১১.২০২৬ তারিখে রামপুরহাটের ব্যাংক রোডে বীরভূম জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকে যাওয়ার পথে আমি আমার ৩০.১১.২০০০ তারিখের ৫৪৫ নম্বর এবং ২৬.১২.২০০০ তারিখের ৫৫০ নম্বরযুক্ত উভয় অত্র অফিসের গুদাম লাইসেন্স হারিয়ে ফেলেছি। এই বিষয়ে আমি ১৮.১১.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট থানায় একটি লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছি। যার নম্বর ১০৬২। কোন সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকলে রামপুরহাট থানা কিংবা ৬২৯৫৭৫১৪৬৮ মোবাইল নম্বরে জানালে উপকৃত হব।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation sealed Bid for the work of " 1. Urgent temporary electrical installation work for Agniveer recruitment rally in Hooghly district at District sports ground number 2. 2) Temporary electrical installation work at district sports ground number 3 for Agniveer recruitment rally in Hooghly district"

NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-97 of 2026-27
Bid submission closing date: **30/11/2026 upto 04.30 P.M.**

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড

CIN: L01132WB1990PLC048991
নিবন্ধিত কার্যালয় : 15B, হেমন্ত বসু সরণি, ৩য় তল, কলকাতা-700001
ফোন নং 22100553, ফ্যাক্স নং 033 22100541।
ই-মেল: enquiry@norbentea.com; ওয়েবসাইট: www.norbentea.com

ফিজিক্যাল শেয়ারের হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ উইন্ডো

সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 তারিখ ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ অনুসারে, শেয়ারহোল্ডারদের জানানো যাচ্ছে যে, ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে বিক্রীত বা ক্রীত ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজের হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন ("ডিম্যাট")-এর জন্য, পূর্বে প্রত্যাখ্যাত, ফেরত দেওয়া বা প্রক্রিয়াকরণ করা হয়নি এমন আবেদন-সহ, আরও একটি বিশেষ উইন্ডো ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত খোলা রয়েছে। আরও বিস্তারিত জানতে বিনিয়োগকারীরা https://tinyurl.com/449cbkam-এ উপলব্ধ সেবি সার্কুলারটি দেখতে পারেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, শুধুমাত্র মূল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট, ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে সম্পাদিত হস্তান্তর দলিল এবং অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি-সহ জমা দেওয়া আবেদনই বিশেষ উইন্ডোর অধীনে বিবেচনার যোগ্য হবে।

যে শেয়ারহোল্ডাররা এই বিশেষ উইন্ডো ব্যবহার করতে ইচ্ছুক, তাঁরা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড, 383, লেক গার্ডেনস, ১ম তল, কলকাতা-700045-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
টেলিফোন নং 033-4072 4051, ই-মেল: mcssta@rediffmail.com।

নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
নমৃতা দাস
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: 23.11.2026

দুরোগ্রাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

The Forest Friendly Company

রেজিস্টার্ড অফিস: ৯ পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন নং: (০৩৩) ২২৬৫ ২২৭৪; **ফ্যাক্স নং:** (০৩৩) ২২৪৯ ৩৬৭৫
ই-মেল: corp@duroply.com; **ওয়েবসাইট:** www.duroply.in
CIN: L২০২১১WB১৯৫৭PLC০২৩৪৯৩

ফিজিক্যাল শেয়ারের হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের (ডিম্যাট) জন্য বিশেষ উইন্ডো

সেবি-র ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং HO/০৮/১৩/১১(২)২০২৬-MIRSD-POD/I/৩৭৫০/২০২৬ অনুসারে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ০১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে বিক্রি/ক্রয় করা ফিজিক্যাল শেয়ারের হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের ('ডিম্যাট') জন্য ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের জন্য একটি বিশেষ উইন্ডো খোলা হয়েছে।

এই সুবিধা সেইসব ট্রান্সফার ডিডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেগুলি ০১ এপ্রিল, ২০১৯-এর নির্ধারিত শেষ তারিখের আগে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং নথিপত্র/প্রক্রিয়ায় ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত, ফেরত বা অনিষ্পন্ন রয়ে গিয়েছে। সফলভাবে যাচাইয়ের পর শেয়ারগুলি কেবলমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে হস্তান্তরিত হবে এবং হস্তান্তর নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন থাকবে। উক্ত লক-ইন সময়কালে এই সিকিউরিটিজ হস্তান্তর/লিয়েন-চিহ্নিত/বন্ধক রাখা যাবে না।

যোগ্য শেয়ারহোল্ডারগণকে কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মহেশ্বরী ডাটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর সঙ্গে ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ফোন: ০৩৩-২২৪৮-২২৪৮; ই-মেল আইডি: **contact@mdplcorporate.com**

এই বিজ্ঞপ্তি **www.duroply.com** ও **www.bseindia.com** ওয়েবসাইটেও দেখা যাবে।

দুরোগ্রাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
কোমল ধ্রুব
কোম্পানি সেক্রেটারি
সদস্যপদ নং: A৪১৮৫০

কলকাতা
২৩ নভেম্বর, ২০২৬

ধবল এক্সপোর্টস লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ পি-৯, শিবতলা স্ট্রিট, চতুর্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০৭
টেলিফোনঃ ০৩৩-২২৭৪ ৭১২১, ৯৮৮৩৯৮১৯৮২
ই-মেইলঃ mrgroup.del@gmail.com
CIN: L51900WB2005PLC101305

অসাধারণ সাধারণ সভা-এর বিজ্ঞপ্তি, বুক ক্লোজার (নথি বন্ধ রাখার) তারিখ এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ধাবল এক্সপোর্টস লিমিটেড-এর সদস্যদের একটি অসাধারণ সাধারণ সভা আগামী শুক্রবার, ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৬ সকাল ১০.৩০ মিনিটে পি-৯, শিবতলা স্ট্রিট, চতুর্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০৭ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় ১১ই নভেম্বর, ২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ নম্বর ধারা অনুযায়ী আরও জানানো যাচ্ছে যে, এই অসাধারণ সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার শনিবার, ১২ ডিসেম্বর, ২০২৬ থেকে শুক্রবার, ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে। সদস্যরা জেনে রাখতে পারেন যে, অসাধারণ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, প্রক্সি ফর্ম এবং উপস্থিতি স্লিপ কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট প্রদানের সুযোগ দিচ্ছে। 'সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড' (CDSL)-এর মাধ্যমে ই-ভোটিং সুবিধা ব্যবহার করে সভার আলোচ্য

পহেলগাঁও হামলার আগে ৩৭ বার কাশ্মীরের আকাশে চিনা উপগ্রহের চক্কর!

২৩ নভেম্বর ঃ পহেলগাঁও হামলার আগে ৩৭ বার কাশ্মীরের আকাশে চিনা উপগ্রহের চক্কর! সন্ত্রাসী হামলার নেপথ্যে বেজিংয়ের নজরদারি, চাঞ্চল্যকর রিপোর্টপহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার আগেই কি কাশ্মীরের আকাশে নজরদারি চালাচ্ছিল চিন? হামলার ছ'দিন আগে থেকে পহেলগাঁও ও সংলগ্ন এলাকার উপর দিয়ে চিনের একাধিক কৃত্রিম উপগ্রহের অস্বাভাবিক গতিবিধি ঘিরে নতুন করে তৈরি হয়েছে জল্পনা। বেঙ্গালুরুর মহাকাশ নজরদারি সংস্থা দিগন্তরা'-র সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার আগে ও পরে ওই অঞ্চলের আকাশে প্রায় ৩৭ বার অস্বাভাবিকভাবে প্রদক্ষিণ করেছিল চিনা উপগ্রহ। এমনকি হামলার দিন নজরদারি বাড়াতে অন্তত দু'টি উপগ্রহ নিজেদের কক্ষপথও পরিবর্তন করেছিল বলে দাবি। এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই পহেলগাঁও হামলার নেপথ্যে চিনের কোনও পরোক্ষ ভূমিকা ছিল কি না, তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।দ্য প্রিন্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দিগন্তরার বিশ্লেষণে ২০২৫ সালের ১৫ থেকে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে চিনের একাধিক পৃথিবী-পর্যবেক্ষণকারী উপগ্রহের গতিবিধিতে অস্বাভাবিকতা ধরা পড়েছে। বিশেষ করে চিনের ইয়াওগান এবং গাওফেন সিরিজের উপগ্রহগুলির গতিপথ ও কক্ষপথে একাধিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রিপোর্টে দাবি, এই সময়ের মধ্যে উপগ্রহগুলি প্রায় ৩৭ বার পহেলগাঁও এবং তার আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ এলাকার উপর দিয়ে অস্বাভাবিকভাবে যাতায়াত করে। সাধারণত এই ধরনের উপগ্রহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ছবি তোলা, সিগন্যাল পর্যবেক্ষণ এবং ইলেকট্রনিক গোয়েঃদা তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হয়। ফলে নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলের উপর বারবার নজরদারির বিষয়টি নিরাপত্তা



বিশ্লেষকদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে।সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ২২ এপ্রিলের হামলার দিন চিনা উপগ্রহগুলির গতিবিধিতে আরও কিছু অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা যায় বলে দাবি করেছে দিগন্তরা। সংস্থাটির বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ওই দিন পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় ২৬ জনের মৃত্যুর প্রায় এক ঘণ্টা পর চিনের দু'টি উপগ্রহ-ইয়াওগান-৩৯ ০১বি' এবং ইয়াওগান-৩৯ ০১সি'-নিজেদের কক্ষপথ পরিবর্তন করে। এর পর শ্রীনগর, গুলমার্গ, সোনমার্গ এবং জম্মুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকার উপর নজরদারি বাড়ানো হয় বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। হামলার এত অল্প সময়ের মধ্যে উপগ্রহগুলির এই গতিপথ পরিবর্তন কেন, তা নিয়েই তৈরি হয়েছে রহস্য।স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, পহেলগাঁও হামলার আগে থেকেই কি ওই অঞ্চলের সামরিক ও কৌশলগত পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছিল চিন? জঙ্গি হামলার পরিকল্পনা কিংবা পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনও আগাম তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই কি এই উপগ্রহগুলির গতিবিধি পরিবর্তন করা হয়েছিল? বিশেষ করে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে চিনা উপগ্রহের এমন অস্বাভাবিক তপরতা যথেষ্ট তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকে।তবে এই সমস্ত জল্পনার মধ্যেও একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। চিনা উপগ্রহের অস্বাভাবিক গতিবিধির সঙ্গে পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার সরাসরি কোনও যোগসূত্র এখনও প্রমাণিত হয়নি। চিনের কোনও সরকারি সংস্থা বা উপগ্রহের মাধ্যমে হামলাকারীদের সাহায্য করা হয়েছিল, এমন দাবির পক্ষেও এখনও কোনও চূড়ান্ত প্রমাণ সামনে আসেনি। ফলে বিষয়টি আপাতত মহাকাশ নজরদারি সংস্থার পর্যবেক্ষণ এবং তার ভিত্তিতে তৈরি হওয়া সন্দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।অন্যদিকে, পহেলগাঁও হামলার তদন্তে চিনের নাম উঠে আসার আরও একটি সূত্র রয়েছে। একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, হামলাকারীদের ব্যবহৃত একটি গোপ্রো ক্যামেরার উস চিনের এক পরিবেশকের সঙ্গে যুক্ত বলে তদন্তে উঠে এসেছিল। এই ক্যামেরার সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য জানতে ভারতের জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ চিনের কাছে যোগাযোগ করেছিল বলেও দাবি। কিন্তু বেজিংয়ের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি বলে সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে উপগ্রহের গতিবিধি এবং ক্যামেরার উৎস-এই দুই বিষয় ঘিরে চিনের সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের বৈসারান উপত্যকায় পর্যটকদের উপর ভয়াবহ জঙ্গি হামলা চালানো হয়। সেই হামলায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়। নিহতদের মধ্যে ২৫ জন পর্যটক এবং একজন স্থানীয় বাসিন্দা ছিলেন। আহত হন আরও অনেকে। লস্কর-ই-তইবার ছায়া সংগঠন হিসেবে পরিচিত দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ) প্রথমে হামলার দায় স্বীকার করেছিল। এই ঘটনার পর ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক দ্রুত তলানিতে পৌঁছয়।হামলার জবাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ করে ভারত। স্থগিত করা হয় সিন্ধু জলচুক্তি, বন্ধ করা হয় সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা। এরপর মে মাসে অপারেশন সঁদুর' চালিয়ে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে একাধিক জঙ্গিঘাঁটি এবং পরিকাঠামোয় আঘাত হানে ভারতীয় সেনা। এর পর দুই দেশের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষ শুরু হয়। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় ভারত ও পাকিস্তান।এবার পহেলগাঁও হামলার আগে চিনা উপগ্রহের অস্বাভাবিক গতিবিধি নিয়ে প্রকাশ্যে আসা এই রিপোর্ট গোটা ঘটনার আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটকে আরও জটিল করে তুলেছে। যদিও সরাসরি চিনের যোগসাজশের প্রমাণ মেলেনি, তবুও হামলার আগে ও পরে উপগ্রহগুলির গতিপথ পরিবর্তনের কারণ খতিয়ে দেখা জরুরি বলেই মনে করছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের একাংশ। প্রশ্ন একটাই-কাশ্মীরের আকাশে সেই সময় ঠিক কীসের খোঁজে নজরদারি চালাচ্ছিল চিন?

নয়াদিল্লিতে ৮ গুরুত্বপূর্ণ

১-র পাতার পর- জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করার উপর জোর দিয়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি, আকাশপথে দু'দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন তিনি। গত বছরের শেষে নেপালে জেন জি আন্দোলনের জেরে ক্ষমতাচ্যুত হন তকালীন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি। তারপর দেশটির কুর্সিতে বসেন বলেন্দ্র। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর মোদির মুখে জেন জি প্রসঙ্গত উঠে আসে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''চলতি বছর নেপালের জনগণ আপনার প্রতি যে সমর্থন জানিয়েছে, তা দেশটির তরুণ প্রজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই প্রতিফলিত করে। গত আগস্ট মাসের হড়পা বানে তছনছ হয়ে গিয়েছে নেপাল। সেই ক্ষত এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি কাঠমান্ডু। তাই 'নতুন' নেপাল গড়তে ভারতের সহযোগিতা চাইছেন বলেন্দ্র। সেই লক্ষ্যেই প্রথম বিদেশ সফরে দিল্লিকে বেছে নিয়েছেন তিনি। তবে বলেন্দ্র নিজে 'চিনপন্থী' বলে পরিচিত। তাছাড়া নেপালের উপর বেজিংয়ের প্রভাব অনেকদিন ধরেই রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে প্রথম বিদেশ সফরে চিনকে এড়িয়ে ভারতকে বেছে নেওয়া যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। শুধু তাই নয়, বলেন্দ্রর এই সফরে দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিতও দেখছেন কূটনৈতিক মহলের একাংশ।

রাজ্যের নাম ইংরাজিতেও

১-র পাতার পর-অনুপস্থিতিতে মূল প্রস্তাবটি বিধানসভায় পাশ করিয়ে কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়। কারণ, কোনও রাজ্যের নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অনুমোদন বাধ্যতামূলক। কিন্তু তিনটি ভাষায় তিন রকম নাম রাখার প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে তা রাজ্যের কাছে ফেরত পাঠায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কেন্দ্রের বক্তব্য ছিল, রাজ্যের জন্য তিনটি পৃথক নাম নয়, সব ভাষাতেই একটি অভিন্ন নাম থাকতে হবে। এরপর সেই নির্দেশ মেনেই ২০১৮ সালের ২৬ জুলাই বিধানসভায় ফের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব আনা হয়। সে বার রাজ্যের নাম 'বাংলা' রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গে নামের সাদৃশ্যের কারণে এই প্রস্তাব নিয়ে আপত্তি উঠলেও বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমেই তা গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি ফের পাঠানো হয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে। বিষয়টির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনাথও বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত সেই উদ্যোগ আর বাস্তবায়িত হয়নি। এখন শুভেন্দুর সরকার ক্ষমতায় আসার পরই রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ রাখার তোরজোড় শুরু করে দেওয়া হল।

সুপ্রিম কোর্টে জোড়া মামলার শুনানি বুধবার পর্যন্ত মুলতুবি

১-র পাতার পর-তাঁর অভিযোগ, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসে জনসংখ্যার বদলে ভোটার তালিকাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং বিজেপি-কে রাজনৈতিক সুবিধা পাইয়ে দিতেই এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, গোটা প্রক্রিয়াটি আইনসম্মত নয় বলেও দাবি করেন তিনি। মামলাকারীর আরও বক্তব্য, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের সুপারিশ করার আইনি এক্তিয়ার পুর-কমিশনারের নেই। তাই ভোট ঘোষণার আগে ওয়ার্ড বিন্যাসের বিজ্ঞপ্তির ওপর স্থগিতাদেশ চেয়েছিল সিপিএম। প্রথমে হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ ভোট ঘোষণা স্থগিত করতে রাজি হয়নি। এরপর গত ৪ নভেম্বর সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যান দীপু। তাঁর আশঙ্কা ছিল, যে কোনও মুহূর্তে পুরভোটের নির্ঘণ্ট জারি হয়ে গেলে এই মামলার আর কোনও প্রাসঙ্গিকতা থাকবে না। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতেই ভোট ঘোষণায় স্থগিতাদেশ দেয় হাইকোর্ট।

এক মাস সময় দিল সুপ্রিম কোর্ট

১-র পাতার পর-বাদ গিয়েছে, তাঁরা সরকারি পরিষেবা পাচ্ছেন না বলে এদিন আদালতে অভিযোগ তোলেন আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। প্রশান্ত ভূষণের এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারকে নোটিস ইস্যু করেছে সুপ্রিম কোর্ট। যাদের এই বিষয়ে অভিযোগ রয়েছে, তাদের অবিলম্বে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রশান্ত ভূষণ আরও বলেন, ''যাদের নাম ভুল করে বাদ গিয়েছিল, তাদের মধ্যে ৯৩ শতাংশের নাম ফের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে এই সংখ্যা বিরাট। এখনও ২২ লক্ষের বিচার বাকি রয়েছে। এরা গত নির্বাচনে ভোট দিতে পারেননি। এদের ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সুপারিশ ও পরামর্শ অনুযায়ী অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বাড়াতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। এছাড়া, ট্রাইবুনালগুলিকে বলা হয়েছে যে আপিলগুলি দুটি পৃথক ভাগে ভাগ করতে হবে। প্রথমত, ভোটার তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের আপিল আগে শুনতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর ভোটার তালিকায় অন্য ব্যক্তিদের নাম অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে যে আপিল জমা পড়েছে, তার ক্ষেত্রে এখনই কোনও জরুরি পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই বলে উল্লেখ করেছে শীর্ষ আদালতের। দ্রুত আপিলের নিষ্পত্তির স্বার্থে বিভিন্ন এলাকায় ট্রাইবুনালের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো ও স্থান চিহ্নিত করতে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা পুরসভা এলাকাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এক মাসের মধ্যে যাবতীয় প্রক্রিয়া কমিশনকে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গোধরাকাণ্ডের আসামির সাজা

১-র পাতার পর-মানুষ প্রাণ হারান। তৎকালীন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও সেই সময় তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। ঘটনার তদন্তে সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছিল। পাশাপাশি গুজরাত সরকারের তরফেও একাধিক কমিশন গড়া হয়। গোধরাকাণ্ডের তদন্তে গুজরাত সরকারের নিযুক্ত নানাবতী-মেহতা কমিশন মত দিয়েছিল যে, ট্রেনে আগুন লাগার ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা নয়, এর নেপথ্যে গভীর ষড়যন্ত্র ছিল। ঘটনার ন'বছর পর, ২০১১ সালের ১ মার্চ ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গোধরাকাণ্ডে ৩১ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে। যার মধ্যে ১১ জনকে মৃত্যুদণ্ড ও ২০ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং ৬৩ জন অভিযুক্ত বেকসুর খালাস পান। পরবর্তীকালে ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দোষীরা গুজরাত হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। ২০১৭ সালের অক্টোবরে হাইকোর্ট ১১ জনের ফাঁসির সাজা রদ করে তা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তন করে এবং বাকি ২০ জনের যাবজ্জীবন সাজা বহাল রাখে। যদিও গোধরা পরবর্তী দাঙ্গার ঘটনায় সাজাপ্রাপ্ত অনেকেই গুজরাতের বিজেপি সরকারের সম্মতিতে সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই জেল থেকে মুক্তি পেয়ে গিয়েছিলেন।

একাধিক অঙ্গ ক্ষতির আশঙ্কা

১-র পাতার পর-চলছিল। মেডিক্যাল সার্টিফিকেটে তাঁর শরীরে ফসলের কীটনাশকের উপস্থিতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল। বিষক্রিয়ার প্রভাব মস্তিষ্কেও পড়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছিল। দ্রুত শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়ায় চিকিৎসকদের বিশেষ নজরদারিতে রাখা হয়েছিল তাঁকে। বিষক্রিয়ার জেরে লালারস ফুসফুসে ঢুকে অক্সিজেন সরবরাহে বাধা দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। আপাতত ভেন্টিলেশন থেকে বের করা সম্ভব হলেও শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে সতর্ক রয়েছেন চিকিৎসকরা। হাসপাতাল সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কার্যকারিতা কতটা স্বাভাবিক রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিষক্রিয়ার কারণে দীর্ঘমেয়াদি কোনও ক্ষতি হয়েছে কি না, তা বুঝতে আরও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন। শনিবার রাত ৯টা নাগাদ হিঙ্গলগঞ্জের বাড়িতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন বিজেপি বিধায়ক। প্রথমে তাঁকে স্থানীয় একটি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বসিরহাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে ৪ ঘণ্টা চিকিৎসার পরেও শারীরিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় বাইপাসের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় রবিবার দলের বিধায়ককে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি জানান, শনিবার রাতে খাওয়ার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন রেখা। তবে কী খেয়েছিলেন এবং কীভাবে তাঁর শরীরে কীটনাশক পৌঁছল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

আইন না জেনেই বাহুবলীর মতো আচরণ!', বিহারের বিচারককে সুপ্রিম কোর্টের কড়া ভৎর্সনা, বিচারপতির মন্তব্যে তোলপাড়

২৩ নভেম্বর ঃ আইন না জেনেই বাহুবলীর মতো আচরণ!', বিহারের বিচারককে সুপ্রিম কোর্টের কড়া ভৎর্সনা, বিচারপতির মন্তব্যে তোলপাড়বিচারকের আসনে বসে কি আইনের ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছিলেন তিনি? আদালতের নির্দেশ পালন না করার অভিযোগে এক পুলিশ আধিকারিককে তড়িঘড়ি দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেওয়ার ঘটনায় বিহারের এক নিম্ন আদালতের বিচারককে কড়া ভাষায় ভর্সনা করল সুপ্রিম কোর্ট। শুধু তাই নয়, ওই বিচারকের আইনের প্রাথমিক জ্ঞান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে শীর্ষ আদালত। তাঁর আচরণকে কার্যত বাহুবলীসুলভ' বলে কটাক্ষ করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বুঝিয়ে দিয়েছেন, বিচারকের পদে থাকলেই নিজের ইচ্ছামতো ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় না। আইন মেনেই প্রতিটি পদক্ষেপ করতে হবে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের এই পর্যবেক্ষণ ঘিরে ইতিমধ্যেই আইনি মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।ঘটনার সূত্রপাত বিহারের একটি নিম্ন আদালতের নির্দেশকে কেঃদ্র করে। অভিযোগ, একটি মামলায় আদালত এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশ কার্যকর করেননি সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিক। এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন নিম্ন আদালতের বিচারক। অভিযোগ, নির্দেশ অমান্য করার জন্য ওই পুলিশ আধিকারিককে নিজের এজলাসে হাজির হতে বলেন তিনি। পরে বিষয়টিকে আদালত অবমাননা কিংবা আদালতের সামনে সংঘটিত অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেন। শুধু তাই নয়, একই দিনে ওই পুলিশ আধিকারিককে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেওয়ার পাশাপাশি জরিমানাও ধার্য করেন বিচারক।নিম্ন আদালতের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিক। তাঁর আবেদনের শুনানিতেই সামনে আসে বিচারকের ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন। মামলার নথি এবং নিম্ন আদালতের কার্যপ্রণালি খতিয়ে দেখে শীর্ষ আদালত জানতে চায়, সংশ্লিষ্ট বিচারক আদৌ আইন মেনে এই পদক্ষেপ করেছিলেন কি না। বিশেষ করে, একজন পুলিশ সুপার এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মতো উচ্চপদস্থ আধিকারিককে নিজের এজলাসে তলব করা, তাঁদের অনুপস্থিতিকে আদালতের সামনে সংঘটিত অপরাধ হিসেবে গণ্য করা এবং তার ভিত্তিতে একই দিনে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেওয়ার মতো পদক্ষেপের আইনি ভিত্তি কী, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে বেঞ্চ।শুনানির সময় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর মন্তব্য ছিল অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ। নিম্ন আদালতের বিচারকের আইনি বোঝাপড়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন, আইন সম্পর্কে আপনার ধারণা সত্যিই অত্যন্ত হতাশাজনক। একই সঙ্গে বিচারকের আক্রমণাত্মক কার্যপদ্ধতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, কোনও পুলিশ সুপারকে তলব করে একই দিনে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে দেওয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক বিষয়। বিচারব্যবস্থার দায়িত্বে থাকা একজন ব্যক্তির কাছ থেকে এমন আচরণ প্রত্যাশিত নয়।এখানেই শেষ নয়। মামলার শুনানিতে আবেদনকারী পুলিশ আধিকারিকের আইনজীবীকেও বিশেষ নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ। বিচারপতি বাগচী বলেন, তাঁর মক্কেলকে যেন বাহুবলী'র মতো আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়। অর্থা, বিচারকের পদমর্যাদা বা আদালতের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে আইনসম্মত প্রক্রিয়া এড়িয়ে কোনও আধিকারিকের বিরুদ্ধে তাক্ষণিক শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা যায় না। আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট আইনি বিধি এবং পদ্ধতি অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক।আদালতের পর্যবেক্ষণে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এফআইআর দায়েরের নির্দেশ অমান্য করা হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ থাকলেও, সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে সরাসরি দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেওয়া যায় কি না, সেটাই মূল প্রশ্ন। কোনও ঘটনা আদালত অবমাননা বা আদালতের সামনে সংঘটিত অপরাধের পর্যায়ে পড়ে কি না, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও আইনের নির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে। বিচারকের ব্যক্তিগত অসন্তোষ বা নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগই শাস্তি দেওয়ার যথেষ্ট ভিত্তি হতে পারে না।এই ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের কড়া অবস্থান বিচারব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সামনে এনেছে। বিচারক যেমন আইন রক্ষার দায়িত্বে থাকেন, তেমনই তাঁর নিজের প্রতিটি পদক্ষেপও আইনের সীমার মধ্যে থাকা জরুরি। আদালতের ক্ষমতা কোনও ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব প্রদর্শনের হাতিয়ার হতে পারে না। বরং নিরপেক্ষতা, সংযম এবং নির্ধারিত আইনি প্রক্রিয়া মেনেই বিচারকার্য পরিচালনা করতে হয়।বিহারের ওই বিচারকের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের এই তীব্র পর্যবেক্ষণ তাই শুধু একটি নির্দিষ্ট মামলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিচারবিভাগের ক্ষমতা ও তার প্রয়োগের সীমারেখা নিয়েও নতুন করে আলোচনা তৈরি করেছে। আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে বিচারক নিজেই যদি আইনের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেন, তা হলে প্রশ্ন উঠবেই-এটাই যেন স্পষ্ট করে দিল শীর্ষ আদালত।

গোধরা ট্রেন অগ্নিকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির সাজা মকুব সুপ্রিম কোর্টের

২৩ নভেম্বর ঃ ১৭ বছর জেলেই কাটিয়েছেন, হৃদরোগে আক্রান্ত ইরফান! গোধরা ট্রেন অগ্নিকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির সাজা মকুব সুপ্রিম কোর্টেরগোধরা ট্রেন অগ্নিকাণ্ড মামলায় বড় সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের। ২০০২ সালের ভয়াবহ গোধরা কাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ইরফান সিরাজ পাডারের অবশিষ্ট সাজা মকুব করল শীর্ষ আদালত। প্রায় ১৭ বছর কারাবন্দি থাকার পর শারীরিক অসুস্থতার কারণে মুক্তি পেতে চলেছেন তিনি। সোমবার বিচারপতি এম এম সুন্ধেশ এবং বিচারপতি পি বি ভারালের বেঞ্চ এই সিদ্ধান্ত জানায়। তবে সাজা মকুব হলেও অপরাধের দায় থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না ইরফান। আদালতের রায়ে স্পষ্ট, তাঁর অপরাধী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি বহাল থাকবে। অর্থা, কারাগারের বাইরে বেরিয়ে আসার সুযোগ পেলেও আইনি নথিতে তিনি অপরাধী হিসেবেই চিহ্নিত থাকবেন।আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ইরফান দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগে ভুগছেন। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করেই সাজা মকুবের আবেদন খতিয়ে দেখে সুপ্রিম কোর্ট। শুনানিতে তাঁর অসুস্থতার বিষয়টি উঠে আসে। সরকারপক্ষের তরফেও ইরফানের শারীরিক অবস্থা নিয়ে কোনও আপত্তি জানানো হয়নি। এরপরই বিচারপতি এম এম সুন্ধেশ ও বিচারপতি পি বি ভারালের বেঞ্চ তাঁর অবশিষ্ট কারাবাসের সাজা মকুবের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বাকি মেয়াদ আর জেলে কাটাতে হবে না তাঁকে। তবে এই সিদ্ধান্তকে নির্দোষ ঘোষণার সমতুল্য হিসেবে দেখার কোনও সুযোগ নেই।উল্লেখ্য, ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি গুজরাটের গোধরা রেলস্টেশনের কাছে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সবরমতী এক্সপ্রেসের এস-৬ কামরায় আগুন লেগে মৃত্যু হয় ৫৯ জনের। নিহতদের মধ্যে বহু করসেবক ছিলেন, যাঁরা অযোধ্যা থেকে ফিরছিলেন। এই ঘটনাকে কেঃদ্র করে গোটা গুজরাটে ছড়িয়ে পড়ে সাম্প্রদায়িক হিংসা। পরবর্তী সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘর্ষ, অগ্নিসংযোগ এবং প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। গোধরা কাণ্ড ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্যতম বিতর্কিত ও ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক ঘটনার মধ্যে জায়গা করে নেয়। তদন্তে অভিযোগ ওঠে, সবরমতী

Name change
I, RIMPA GHORUI, W/o SUMANTA GHORUI, residing at Eklokey Dakshinpara, Garalgacha, Chanditala, Hooghly, W.B. 712708.That I am known and called in everywhere and places as RIMPA GHORUI it is recorded in my Aadhaar being No-9675 3164 4403. my name has been recorded in my son's Birth Certificate being Regd. No- B-2019:19-03072-000376 as RTMPA SAMARTA (GHORUI) instead of RIMPA GHORUI. I make an Affidavit at Sealdah Court,1st.class Judicial Magistrate on 12/11/2026 RTMPA GHORUI and RIMPA SAMANTA (GHORUI) is same and One Identical person. Hence forth I shall be known in everywhere and all purpose RIMPA GHORUI.

Name change
I, Tunu Bibi, W/o- Bablu Biswas, resident of Vill. Dakshin Brittihuda Nadirdharpara, P.o- Talukhuda under P.S- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin-741123 do hereby declare that I have changed my name from Tunu Bibi to Tunu Biswas in all purpose, vide affidavit No. 102 sworn in the Court of Notary Public at Krishnagar, Nadia on 23.11.2026. Tunu Bibi and Tunu Biswas both are same and identical person.

Name change
I, KHOSBOO RAHAMAN SK, S/o ABID HOSSAIN SEKH. My son namely SAHID SK, his birth certificate my name has been recorded as KHOSBOO RAHAMAN SEKH. Affidavit by Judicial Magistrate Alipore Court on 13/11/2026. KHOSBOO RAHAMAN SK and KHOSBOO RAHAMAN SEKH both are same person. My actual name is KHOSBOO RAHAMAN SK, R/o Vill. Jompukur School Para, P.O. Debagram, P.S. Kaliganj, Dist. Nadia

Name change
I, Asiraddin Seikh & Md Asiraddin (Old Name) S/O–Naimaddin Sk residing at Kapasdanga , Beldanga , Dist-Murshidabad, West Bengal 742133 do hereby declared that I have changed my name from Asiraddin Seik

পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডের হাতে পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত অশোক কুমার হালদার সংবর্ধিত

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর ঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডে আজ বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও পূর্ব রেলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী পদ্মশ্রী



সম্মানপ্রাপ্ত অশোক কুমার হালদারকে সাহিত্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সংবর্ধিত করেন। পূর্ব রেলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী অশোক কুমার হালদার সাহিত্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে মর্যাদাপূর্ণ পদ্মশ্রী (২০২৬) সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। রেলওয়েতে কর্মজীবন শুরু করে একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার তাঁর অনুপ্রেরণামূলক যাত্রা নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং জ্ঞানচর্চার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গীতিকা পাণ্ডে শ্রী হালদারকে তাঁর এই গৌরবময় কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানান এবং সাহিত্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, তাঁর এই সাফল্য পূর্ব রেল পরিবারের কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয় এবং কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত উভয় শ্রেণির রেলকর্মীদের কাছেই এক অনুপ্রেরণার উৎস।

আবাস যোজনা থেকে সমবায় ব্যাঙ্ক- সাংবাদিক সম্মেলনে সরব বিধায়ক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৩ নভেম্বর ঃ আবাস যোজনা থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, কলেজ, সরকারি গ্রন্থাগার, সমবায় ব্যাঙ্ক এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর- মন্তেশ্বর বিধানসভা এলাকার একাধিক সরকারি ও প্রশাসনিক দপ্তরে দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন স্থানীয় বিধায়ক সৈকত পাঁজা। মন্তেশ্বর ব্লক অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিভিন্ন দপ্তরের বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ তুলে সরব হন তিনি। বিধায়কের অভিযোগ, যে দপ্তরেই খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে, সেখানেই কোনও না কোনও দুর্নীতি বা আর্থিক অনিয়মের বিষয় সামনে আসছে। সরকারি গ্রন্থাগারে প্রতি বছর বই কেনার জন্য বরাদ্দ অর্থের খরচের কোনও স্বচ্ছ হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিয়েও বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন বিধায়ক। তার দাবি, মন্তেশ্বর ব্লকে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ হাজার পরিবার আবাস যোজনার বাড়ি পেয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৩৫০টি পরিবারের ক্ষেত্রে কোনও না কোনওভাবে দুর্নীতির যোগ রয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। পাশাপাশি, ভেস্ট ল্যান্ড বা খাসজমি বেআইনিভাবে ব্যক্তিগত নামে নথিভুক্ত করার অভিযোগও সামনে এসেছে বলে জানান তিনি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং পরবর্তী সময়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হবে বলেও আশ্বাস দেন বিধায়ক। এদিন মন্তেশ্বর থানার কাছে একটি সমবায় সমিতির ঘর তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন সৈকত পাঁজা। সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ ওঠে মেমারি-২ ব্লকের শ্রীধরপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে ঘিরে। বিধায়কের দাবি, গত দুই থেকে তিন বছরে ওই সমবায় সংস্থায় প্রায় ৪০ থেকে ৫০ কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে। তার বক্তব্য, ডিআরসিএস, কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর-সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা এই বিষয়ে রিপোর্ট দিয়েছেন। তবে সাংবাদিক সম্মেলনে তোলা এই সমস্ত অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সমবায় সংস্থার বক্তব্য জানা যায়নি। অভিযোগগুলির সত্যতা এবং প্রশাসনিক তদন্তের ফলাফল সামনে এলেই বিষয়টির প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট হবে।

ডিব্রুগড় ও সিলাপথারে রেলওয়ে পরিকাঠামো এবং যাত্রী সুযোগ-সুবিধা পরিদর্শন জেনারেল ম্যানেজার-এর

মালিগাঁও, ২৩ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার বিবেক খারে ২৩ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে ডিব্রুগড় কোচিং ডিপো ও পিট লাইন, ডিব্রুগড় রেলওয়ে স্টেশন, বগিবিল ব্রিজ এবং সিলাপথার রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন করেন। তিনি চলমান ট্র্যাক নবীকরণ কাজও পর্যালোচনা করেন, যেখানে রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা, পরিচালনগত সুরক্ষা এবং যাত্রী সুযোগ-সুবিধার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে তিনসুকিয়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য কার্যালয় ও তিনসুকিয়া ডিভিশনের বরিষ্ঠ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। ডিব্রুগড় কোচিং ডিপো এবং পিট লাইনে, বিবেক খারে যাত্রী কোচগুলির পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং-এর ব্যবস্থাসমূহ পর্যালোচনা করেন। এই সুবিধাগুলি রোলিং স্টক-এর পরিচালনের কার্যকর প্রস্তুতি এবং সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য ট্রেন পরিষেবা প্রদানে সহায়তা করে।



ডিব্রুগা. ও সিলাপথার রেলওয়ে স্টেশনে তিনি স্টেশন-সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা এবং যাত্রীদের জন্য উপলব্ধ পরিষেবাগুলি খতিয়ে দেখেন এ সময় তিনি যাত্রীদের আরাম, সুবিধা এবং সামগ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। জেনারেল ম্যানেজার বগিবিল ব্রিজ পরিদর্শন করেন এবং ট্র্যাক রিলেয়িং ট্রেন ব্যবহার করে সম্পন্ন করা কমপ্লিট ট্র্যাক রিনিউয়াল কাজের পর্যালোচনা করেন। এই পর্যালোচনার মূল লক্ষ্য ছিল রেলওয়ের পরিকাঠামো শক্তিশালী করা এবং গুরুত্বপূর্ণ রেল সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা, যাতে নির্ভরযোগ্য ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করা যায়। নিয়মিত পরিদর্শন ও পর্যালোচনার মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম মজবুত করা, যাত্রীসুবিধা উন্নত করা এবং রেল পরিকাঠামোর বিকাশ এগিয়ে নেওয়ার কাজ অব্যাহত রেখেছে। এই প্রচেষ্টাগুলি সমগ্র অঞ্চলজুড়ে সুরক্ষিত, আরামদায়ক ও নির্ভরযোগ্য রেল পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তার অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করে।

রাস পূর্ণিমা মেলা উপলক্ষে ব্যান্ডেল ও কাটোয়ার মধ্যে ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর, ২০২৬ঃ নবদ্বীপ ধামে আয়োজিত রাস পূর্ণিমা মেলা উপলক্ষ্যে যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে, পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন ২৪.১১.২০২৬ ও ২৫.১১.২০২৬ তারিখে ব্যান্ডেল ও কাটোয়ার মধ্যে এক জোড়া ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন চালাবে। এই ট্রেনটি যাত্রাপথের সমস্ত স্টেশনে থামবে। আপ ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনটি দুপুর ২টোয় (১৪.০০ ঘণ্টা) ব্যান্ডেল থেকে ছেড়ে বিকেল ৪টে ১০ মিনিটে (১৬.১০ ঘণ্টা) কাটোয়ায় পৌঁছাবে এবং ডাউন ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনটি সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে (১৮.২০ ঘণ্টা) কাটোয়া থেকে ছো. রাত ৮টা ৩০ মিনিটে (২০.৩০ ঘণ্টা) ব্যান্ডেলে পৌঁছাবে। এই বিশেষ ট্রেন পরিষেবার উদ্দেশ্য হলো নবদ্বীপ ধামের উৎসবে অংশগ্রহণকারী ভক্ত ও দর্শনার্থীদের যাতায়াত সহজতর করা। রাস পূর্ণিমা মেলায় যাত্রাপথকে ঝামেলামুক্ত ও আনন্দদায়ক করে তুলতে যাত্রীদের এই বিশেষ ট্রেন পরিষেবা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পূর্ব রেল সকল যাত্রীকে এই উৎসবের মরসুমে একটি আনন্দময় ও আধ্যাত্মিকভাবে তৃপ্তিদায়ক অভিজ্ঞতার জন্য শুভকামনা জানায়।

থানার মালখানা থেকে বাজেয়াপ্ত কোটি টাকার সোনা 'বেআইনি' নিলাম ও উধাওয়ের অভিযোগে সাসপেন্ড মগরা থানার আইসি

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৩ নভেম্বর ঃ থানার মালখানায় সংরক্ষিত বাজেয়াপ্ত কোটি টাকার সোনার বাট 'বেআইনি' নিলাম ও গায়েব হয়ে যাওয়ার গুরুতর অভিযোগে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ জেলার মগরা থানার অফিসার-ইন-চার্জ (আইসি) ইন্সপেক্টর সুমন বগিকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের ডিজি (আইনশৃঙ্খলা ও শৃঙ্খলা-প্রশিক্ষণ) অজয় মুকুন্দ রানাডের জারি করা নির্দেশিকায় বিভাগীয় তদন্ত সাপেক্ষে তাঁকে সাসপেন্ড করে জেলা সদর দপ্তরে ক্লোজ করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী, ১৯৯০-এর দশকে বিভিন্ন মামলায় বাজেয়াপ্ত হওয়া বিপুল পরিমাণ পুরোনো সোনার বাট, যার আনুমানিক বাজারমূল্য কোটি টাকার বেশি, মগরা থানার মালখানায় জমা ছিল। চলতি বছরের ২২ সেপ্টেম্বর মগরা থানার মালখানায় থাকা পুরোনো সামগ্রীর নিলাম প্রক্রিয়া চলে। অভিযোগ উঠেছে, সেই নিলামের আড়ালে বা ওই সময়ে মালখানায় রাখা আসল সোনার বাট সরিয়ে ফেলে সেখানে নকল অলঙ্কার রেখে দেওয়া হয়। বিষয়টি জানাজানি হতেই হুগলি গ্রামীণ পুলিশ মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন থেকেই ওই আধিকারিককে থানার দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে কার্যত নিষ্ক্রিয় করে বাঁশবেড়িয়া মিল ফাঁড়িতে সরিয়ে রাখা হয়েছিল এবং ডিএসপি পদমর্যাদার এক আধিকারিকের নেতৃত্বে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়। প্রাথমিক তদন্তে কর্তব্যে গাফিলতি ও অনিয়মের প্রমাণ মেলায় রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ স্তর থেকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ১৩ নভেম্বর দুপুর ১টা থেকে কার্যকর হওয়া নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, জনস্বার্থে এবং নিরপেক্ষ বিভাগীয় তদন্তের স্বার্থে সুমন বগিকে সাসপেন্ড করা হলো। সাসপেনশন চলাকালীন তিনি নিয়ম অনুযায়ী খোরাকি ভাতা পাবেন এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জেলা পুলিশ সদর দপ্তরে রিপোর্ট করবেন। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই স্থানীয় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গেছে। মালখানার মতো অত্যন্ত সুরক্ষিত জায়গা থেকে কীভাবে এত বিপুল পরিমাণ বাজেয়াপ্ত সোনা সরানো হলো এবং এর পেছনে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল।

UNITY ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

পঞ্চম তলা, টাওয়ার ১, সিউডস গ্রান্ড সেন্ট্রাল, সেক্টর-৪০, সিউডস, সিউডস ডারাডে রেলওয়ে স্টেশনের উপরে, নভি মুম্বাই-৪০০ ৭০৬

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (শুধুমাত্র ই-বিডিং এর মাধ্যমে বিক্রয়)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস 2002 এর রুল 8(6) এবং 9(1) এর অধীনে জারি করা অস্থাবর সুরক্ষিত সম্পদের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে (ক) কলামে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতা হাউজিং ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক (ঘ) কলামে বর্ণিত দখল গৃহীত, (গ) কলামে বর্ণিত নিম্নোক্ত অস্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) নিয়ে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে:- এতদ্বারা (ক) কলামে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/আইনগত উত্তরাধিকারী, আইনগত প্রতিনিধি (জ্ঞাত বা অজ্ঞাত), নির্বাহক(গণ), প্রশাসক(গণ), উত্তরসূরি(গণ) এবং স্বত্বগ্রহীতা(গণ)-কে (প্রযোজ্য) জানানো যাচ্ছে। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস 2002 এর 8(6) ধারা। বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড সুরক্ষিত ঋণদাতাদের প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর / ঋণগ্রহীতা(দের) নাম / বন্ধকদাতা(দের) নাম / জামিনদার(দের) নাম

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: USFBKOLLOAN000005010020
১. গ্রিন হাই ডেভেলপার প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা)
গৌতম সাহার মাধ্যমে/দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত
২. গৌতম সাহা (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)
3. মুনমুন সাহা (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকগ্রহীতা)
সিনিয়র যখন যোগ করুন. 1, 2, 3 এবং 4: গা 136 1476 রাজডাঙ্গা মেইন রোড, একটি পিএস কসবা কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -700 107. এছাড়াও প্লট নং 136 মিগ 2 ব্লক গা সেক্টর এফ অ্যান্ড জি 1476 রাজডাঙ্গা মেন রোড, পিএস কসবা ওয়ার্ড নং। 107, দক্ষিণ 24 পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - 700 107

অস্থাবর সম্পত্তি / জামানতকৃত সম্পদের বিবরণ

২টি কাঁচের টপসহ ডাইনিং টেবিল, ১টি সোফা সেট, ১টি গোদরেজ লোহার সিন্দুক, ২টি ডাবল ডোর ফ্রিজ, ১টি লকড স্টিলের আলমারি, ১টি সিংহাসন, ৩টি বসার চেয়ার, ১টি খালি অ্যাকোয়ারিয়াম, ১টি ফাইল ক্যাবিনেট, ৪টি কাঠের খাট, ২টি কাঠের আলমারি, ২টি ড্রেসিং টেবিল, ১১টি কাঠের চেয়ার, মাছসহ ১টি অ্যাকোয়ারিয়াম, কাঁচের বাসনপত্রসহ ১টি কাঠের শোকেস, ৩টি এসি, ২ আসনের সোফা, ১টি কাঠের শোকেস, ১টি কাঠের পেন্ডুলাম ঘড়ি, ১টি টিভি, ১টি ওয়ার্ডরোব, ১টি মনিটর, কিবোর্ড প্রিন্টার, ১টি গিজার, ১টি বাথটাব, ৪টি ক্যাবিনেট, ১টি চিমনি, ১টি মাইক্রোওয়েভ, অব্যবহৃত ভিনিসপত্র রাখার ট্রলি, ১টি সেন্টার টেবিল, ১টি সোফা, ১টি কাঠের ক্যাবিনেট, ১টি ফ্রিজার, ১টি টি টেবিল, ২টি চেয়ার, ১টি কাঠের ক্যাবিনেট, ১টি কাঠের শোকেস, ড্রেসারসহ ১টি খাট, ১টি কাঠের আলমারি, ১২টি সিলিং ফ্যান
দখলের ধরণ: ভৌত দখল। অস্থাবর
জামানতকৃত সম্পত্তির জন্য সংরক্ষিত মূল্য হল ২,২০,০০০/- টাকা (দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা মাত্র)।

সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (টাকায়)
২,২০,০০০/- টাকা (দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা মাত্র)	২২,০০০/- টাকা (বাইশ হাজার টাকা মাত্র)
নিলামের তারিখ ও সময়	

২৪-১১-২০২৬ তারিখে বা তার পরে, দুপুর ০২.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত (টেন্ডার নথির শর্তানুসারে প্রতিবার ৫ মিনিটের স্বয়ংক্রিয় সময়সীমা বৃদ্ধির সুবিধাসহ),

*ঋণ চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ এবং অর্থপ্রদান ও / অথবা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত উদ্ভূত আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।

সম্পত্তি পরিদর্শন সংক্রান্ত যেকোনো সহায়তার জন্য, বিড (নিলাম) নথি সংগ্রহের জন্য অথবা অন্য যেকোনো জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে, **ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড** -এর নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করুন: ১. মুকেশ চৌধুরী - mukesh.choudhary@unitybank.co.in, মোবাইলঃ ৯৬৪৩৯৭৬৬১৮
২. বিনিত কুমার সিনহা - Binitkumar.Sinha@unitybank.co.in, মোবাইলঃ ৯৭৪৯৭১৭৫১৪।
ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড-এর অনুমোদিত কর্মকর্তার জানা ও তথ্য অনুযায়ী, উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তি বা সুরক্ষিত সম্পদের ওপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই।

স্বাক্ষরিত /-
তারিখঃ ২৪।১১।২০২৬ অনুমোদিত কর্মকর্তা,
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড-এর পক্ষে

Notice invting Tender
Office of the Pradhan
Jamalpur-II Gram Panchayat
Nutangram, Jamalpur , Purba Bardhaman, PIN - 713408, (Under Jamalpur Dev. Block.)

Offline and Online Tender is hereby invited by JAMALPUR-II Gram Panchayat from the bonafied and eligible contractors of different types of works in Gram Panchayat area under 16th F.C. 2025-2026 fund. **Tender Online :- 321/Jam-II/26, 322/Jam-II/26 Dated-18.11.2026** (16th CFC TIED & UNTIED 2026-2027). Details are available in Office Notice Board.

Sd/- Prodhan
Jamalpur-II Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এলআরসি-৩_সিটি_এলএইচবি_এনএসি-আরএসপি-আর৪, তারিখ ১৯.১১.২০২৬। ডে. চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(এলএইচবি), পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতাসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) অনলাইনে আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** এলএইচবি নন-এসি কোচগুলিতে টয়লেটের মানোন্নয়ন। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ₹ ০.০০; **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ₹ ৬৫,২০,৬৭,৩৭৪.০০; **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ১,৩০,৪১,৪০০.০০; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ১০.১২.২০২৬ দুপুর ২টায়; **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ এবং সংশোধনী পাওয়া যাবেঃ www.ireps.gov.in** টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর কোনো সংশোধনী প্রকাশিত হয়েছে কিনা তা জানতে টেন্ডারদাতাদের নিয়মিতভাবে আইআরইপিএস পোর্টাল দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। MISC-275/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং.ঃ ৩০৭_২০২৬-২৭ তারিখঃ ১৯.১১.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার অফিস, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সেচ/সিপিডব্লিউডি/ এসইবি/এমইএস বা যেকোনো পাবলিক সেক্টর উদ্যোগে নিবন্ধিত ব্যক্তিসহ অনুরূপ কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে:- **[সিনি.ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ]। ই-টেন্ডার নং. ৩০৭_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/২/ হাওড়ার অধীনে হাওড়া ডিভিশনে ২১টি ইন-লাইন স্বয়ংক্রিয় ক্লোরিনেটর যন্ত্র স্থাপন ও অনলাইন রেসিডুয়াল ক্লোরিন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা এবং ৫ বছরের সামগ্রিক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ। **আনুমানিক খরচঃ** ₹ ১,৬৪,৮০,১৯৭.০৮; **বায়না অর্থ ঃ** (টাকা) ₹ ৩,২৯,৬০০.০০; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** (টাকা) শূন্য; **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ৬০ মাস। নোটিশ আহবান বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমাপ্তির তারিখটি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনটি টেন্ডার জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। তবে অনলাইনে দরপত্র খোলার কাজ পরবর্তী কার্যদিবসে করা হবে। **টেন্ডারের শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ১০.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইটঃ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। HWH-463/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 412 **Tender Notice Date: 23/11/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 412/11/2026-2027** dated 23/11/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in**./contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 25/11/2026, 2.00pm to 3.00pm).
Last date of E-Submission: 03/12/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 411 **Tender Notice Date: 23/11/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 411/11/2026-2027** dated 23/11/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in**./contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 25/11/2026, 2.00pm to 3.00pm).
Last date of E-Submission: 03/12/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 410 **Tender Notice Date: 23/11/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 410/11/2026-2027** (Electrical) dated 23/11/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
Last date of E-Submission: 09/12/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

রাস পূর্ণিমা মেলার সময় ব্যাণ্ডেল ও কাটোয়ার মধ্যে ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন

রাস পূর্ণিমা মেলা উপলক্ষ্যে নবদ্বীপ ধামে যাত্রীদের প্রত্যাশিত ব্যাপক ভীড় সামাল দিতে, ব্যাণ্ডেল ও কাটোয়া স্টেশনের মধ্যে দুই দিন তথা **২৪.১১.২০২৬ তারিখ (মঙ্গলবার) ও ২৫.১১.২০২৬ তারিখ (বুধবার)** একজোড়া ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি অনুসারে চলবে ঃ

আপ ইএমইউ স্পেশাল		(০৩০৬৯) (০৩০৭০)	ডাউন ইএমইউ স্পেশাল	
পৌঁছঃ	ছাঃ	স্টেশন	পৌঁছঃ	ছাঃ
—	১৪.০০	ব্যাণ্ডেল	২০.৩০	—
১৪.৪৭	১৪.৪৮	অম্বিকা কালনা	১৯.৩১	১৯.৩২
১৫.১৫	১৫.১৭	নবদ্বীপ ধাম	১৯.০৪	১৯.০৬
১৫.৫২	১৫.৫৩	দাঁইহাট	১৮.২৯	১৮.৩০
১৬.১০	—	কাটোয়া	—	১৮.২০

এই স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে সকল স্টেশনে থামবে। স্পেশাল ট্রেনের বিশদ সময়সূচির জন্য, অনুগ্রহ করে স্থানীয় স্টেশন ম্যানেজার/স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া
পূর্ব রেলওয়ে

Kaknan SKUS LTD
Regn No-21 HG Date-29/09/1975
Vill -Kaknan, P.O- bandar, P.S-Khanakul, Dist.- Hooghly
Election Memo No: 2/BOD **NOTICE** **Date: 23.11.26**

In pursuance of W.B. CEC Regulation-2012 & Order no.716 Dated: 21.07.26 of the Returning Officer, & D.R.C.S., Cooperation Directorate, Hooghly Range, all concerned are hereby informed that the Election to BOD of the Society will be held on 18.12.26. Number of BOD to be Elected: 06 (Six) of which 2(two) are reserved for women & 1(one) for SC/ST member. The election will be held on the basis of the final voter list published on 19.11.26.

SCHEDULE FOR BOD ELECTION

SL. No.	Programme	Date	Time	Place	Authorised person
1.	Issue & receive of Nomination Papers	25.11.26 & 26.11.26	11a.m. to 3 p.m.	Kaknan SKUS Ltd.	Swarup Patra, Manager
2.	Scrutiny of Nomination Papers	27.11.26	From 12 (Noon)	Do	ARO
3.	Publication of Valid Nomination Papers	27.11.26	After completion of scrutiny	Do	Swarup Patra, Manager
4.	Last Date of Withdrawal of Nomination Papers	30.11.26	Within 3 p.m.	Do	Do
5.	Publication of Final List of Contesting Candidates	30.11.26	After 3 p.m.	Do	Do
6.	Date of Election (if any)	18.12.26	11a.m. to 3 p.m	Do	Polling Personnel
7.	Counting of Votes (if any)	18.12.26	After completion of Polls	Do	Do
8.	Publication of Results	18.12.26	After completion of counting	Do	ARO

****For more details please contact at Society Office.**
Date: 23.11.26 **Sd/- Assistant Returning Officer Kaknan SKUS Ltd**

বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিসঃ বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড, প্রযত্নে, বাজাজ অটো লিমিটেড কমপ্লেক্স, মুম্বই পুনে রোড, আকুরদি, পুণে ৪১১০৩৫
ব্রাঞ্চ অফিসঃ বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড, তেহট্ট, পশ্চিমবঙ্গ

দাবি নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগ বিধিমালা, ২০০২ এর বিধি ৮(১) এর সাথে পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী-যিনি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়া

নিজেই করলেন মন্থর ব্যাটিং! তবু পাকিস্তানের কাছে হেরে বাকি ব্যাটারদের দোষারোপ তিলকের



সংবাদ সংস্থা, দোহা, ২৩ নভেম্বরঃ স্কোরবোর্ডে নামের পাশে ঝকঝকে ১০০। তবু দোহায় পাকিস্তানের কাছে ৪৮ রানে হারের পর প্রশংসার বদলে তীব্র সমালোচনার মুখে ভারত 'এ' দলের অধিনায়ক তিলক বর্মা। নেপালের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে বিধ্বংসী শতরান করলেও রবিবারের হাইভোল্টেজ লড়াইয়ে তাঁর ১৪৯ বলের মন্থর ইনিংসই কি আদতে ডোবাল দলকে? সওয়ালের সদুত্তর পাওয়ার আগেই অবশ্য ম্যাচ শেষে তিলক সতীর্থ ব্যাটারদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছেন। যাকে ঘিরে বিতর্ক আরও তুঙ্গে। এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের ৩১৩ রানের জবাবে ভারত থামে ২৬৫ রানে। শুরুতে অভিষেক শর্মার ৪২ বলে ৭০ রানের ঝোড়ো ইনিংস জয়ের স্বপ্ন দেখালেও মিডল অর্ডারের ধসে সব শেষ। প্রথম ৩৬ বলে মাত্র ৮ রান করা তিলক ১৪৮ বলে শতরান পূর্ণ করে পরের বলেই আউট হন। ম্যাচ শেষে অধিনায়কের সাফাই, ''অভিষেক আর শাহবাজ ভাল শুরু দিয়েছিল। কিন্তু রানের গতি বাড়ানোর সময়েই শাহবাজ (৫৬) আউট হয়ে যায়। ও আর দু'ওভার থাকলে কিংবা অন্য কোনো ব্যাটার সামান্য সঙ্গ দিলেই ম্যাচটা আমি শেষ করে আসতাম।'' অধিনায়কের এই যুক্তি মানতে নারাজ ভারতের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গার। তাঁর বিশ্লেষণ, প্রথম ২৫ বলে মাত্র ৩ রান এবং ৫০ বলে ১৮ থেকে ২১ রানের মধ্যে আটকে থেকে তিলক নিজেই অন্য প্রান্তের ব্যাটারদের ওপর পাহাড়প্রমাণ চাপ তৈরি করেছিলেন। বাঙ্গারের প্রশ্ন, ''তিলক নিজে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে পরে রান পুষিয়ে দেবেন। কিন্তু উল্টো দিকের ব্যাটারের ওপর এর কী প্রভাব পড়ে? রানের গতি সচল রাখতে গিয়েই ওরা বাড়তি ঝুঁকি নিতে বাধ্য হয় এবং উইকেট ছুড়ে দেয়।'' অভিষেক ফেরার পর তিলকের শম্বুকগতির ব্যাটিংয়ের চাপে কুমার কুশাগ্র (২), রিঙ্কু সিং (৬) ও সূর্যাংশ শেজ (৩) দ্রুত সাজঘরে ফেরেন। ১২৯ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে খাদের কিনারায় ভারত। সপ্তম উইকেটে শাহবাজ আহমেদের সঙ্গে ১১২ রানের জুটি গালেও ততক্ষণে আস্কিং রেট নাগালের বাইরে। পাকিস্তানের হয়ে ব্যাট হাতে ৭৯ রানের পর বল হাতেও ৩ উইকেট নিয়ে ধাক্কা দেন হসন নওয়াজ। ব্যাটিং ব্যর্থতার পাশাপাশি কৌশলগত ত্রুটির দিকেও আঙুল বাঙ্গারের। ঘূর্ণি পিচে পাকিস্তানের বাঁহাতি স্পিনার নওয়াজকে অনায়াসে ১০ ওভারের কোটা শেষ করতে দেওয়ায় বিস্মিত তিনি। বাঙ্গারের মতে, মাঝের ওভারগুলিতে ডানহাতি-বাঁ-হাতি ব্যাটিং কম্বিনেশন ব্যবহার করলে স্ট্রাইক রোটেট করা সহজ হত। সে ক্ষেত্রে নওয়াজের ছন্দ নষ্ট করে বড় জুটি গড়ার সুযোগ পেত ভারত। সব মিলিয়ে, ব্যক্তিগত মাইলফলক ছুঁয়েও দোহার ভারত-পাক মহারণে দলের লজ্জাজনক হারের দায় এড়াতে পারছেন না অধিনায়ক তিলক।

'ওয়াশিংটন তো অলরাউন্ডার, কুলদীপ-মানব কোথায়?'

নিজস্ব প্রতিবেদন

প্রথম ইনিংসে ৭২০ রানের পাহাড়, ৩৫২ রানের লিড-তবু ওয়েলিংটনে জয় অধরা ভারতের। পঞ্চম দিনে নিষ্প্রাণ পিচে শেষবেলায় মাটি কামড়ে পড়ে থেকে ম্যাচ বাঁচিয়েছে নিউজিল্যান্ড। আর এই নিষ্প্রাণ ড্রয়ের পরই টিম ইন্ডিয়ার সামগ্রিক দল নির্বাচন নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বিশেষজ্ঞ স্পিনার ছাড়া বিদেশের মাটিতে টেস্ট জেতা যে কঠিন, তা মনে করিয়ে কুলদীপ যাদব ও মানব সুতারের খোঁজ করলেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স' ভারতের ব্যাটিংয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রাক্তন বোর্ড সভাপতি। সাদা বল ও লাল বল-দুই ফরম্যাটেই শুভমান গিলদের ব্যাটিং অ্যাপ্লিকেশন তাঁর মতে 'দুর্দান্ত'। কিন্তু বোলিং আক্রমণ নিয়েই যাবতীয় আপত্তি সৌরভের। সাফ বার্তা, 'বিদেশের মাটিতে যে পিচ সময়ের সঙ্গে পাটা হয়ে যায়, সেখানে টেস্ট জিততে হলে একজন প্রকৃত স্পিনার অবশ্যই প্রয়োজন।' ওয়েলিংটনে রবীন্দ্র জাদেজাকে বসিয়ে ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলিয়েছিল ভারত। কিন্তু সুন্দরকে দলের প্রধান স্পিনার হিসেবে মানতে নারাজ সৌরভ। তাঁর প্রশ্ন, 'ওয়াশিংটন অলরাউন্ডার হিসেবে খেলতে পারে... কিন্তু কুলদীপ বা মানব সুতার কোথায়?'

৫ উইকেটের বেশি তুলতে পারল না টিম ইন্ডিয়া

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ড্রয়ে চাপ বাড়ল ভারতের

সংবাদ সংস্থা, ওয়েলিংটন, ২৩ নভেম্বরঃ প্রথম ইনিংসে ৭২০ রানের পাহাড়, ৩৫২ রানের বিশাল লিড-তবু ওয়েলিংটনে জয় অধরাই রইল ভারতের। পঞ্চম দিনের নিষ্প্রাণ পিচে শেষবেলায় মাটি কামড়ে পড়ে থাকলেন ড্যারিল মিচেল ও গ্লেন ফিলিপস। জয়ের জন্য দরকার ছিল ৮ উইকেট, কিন্তু ১২০ ওভার বল করেও ৫ উইকেটের বেশি তুলতে ব্যর্থ জসপ্রীত বুমরাহরা। সোমবার বেসিন রিজার্ভে দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্যান্ড ২৩৯/৫ তুলতেই ম্যাড়মেড়ে ড্রয়ে শেষ হল প্রথম টেস্ট। যা ভারতের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের অঙ্কে নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা। ১১৯/২ স্কোর নিয়ে শেষ দিন শুরু করে নিউজিল্যান্ড। বুমরাহ ও অংশুল কম্বোজের আঁটসাঁট বোলিংয়ে ৪৯তম ওভার পর্যন্ত রানের খাতা খুলতে পারেননি ব্যাটাররা। পিচে সিম মুভমেন্ট না থাকায় দ্রুত স্পিন আনেন অধিনায়ক শুভমান গিল। ফলও মেলে হাতেহাতে। ওয়াশিংটন সুন্দরের বলে খোঁচা দিয়ে ঋষভ পন্থের গ্লাভসে ধরা পড়েন ডেভন



কনওয়ে (১৬৫ বলে ৬৫)। জলপানের বিরতির আগে নিজের প্রথম ওভারেই রাচিন রবীন্দ্রকে (১২৯ বলে ৩৭) গালিতে লোকেশ রাহুলের ক্যাচে ফেরান প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। এরপর পিচের বিপজ্জনক অঞ্চলে দৌড়নোর জন্য বুমরাহকে প্রথম সতর্কবার্তা দেন আম্পায়ার। লাঞ্চে কিউয়িদের স্কোর দাঁড়ায় ১৫৭/৪। মধ্যাহ্নবিরতির দু'ওভার পরেই সুন্দরের বলে রান আউটের সহজ সুযোগ নষ্ট করেন আকাশ দীপ। বল ঠিকমতো ধরতে না পারায় বেঁচে যান মিচেল। ৭৭তম ওভারে কম্বোজের নিচু হওয়া বলে ডিআরএসের সৌজন্যে ফিরতে হয় টম ব্লান্ডেলকে (১৫) (১৭৬/৫)। এরপর দ্বিতীয় নতুন বল নিলেও পিচ থেকে সাহায্য মেলেনি। উল্টে ৯২তম ওভারে সুন্দরের বলে ফিলিপসের বিরুদ্ধে এলবিডব্লিউর আবেদন 'আম্পায়ার্স কল'-এ বাতিল। তিন ওভার পর কম্বোজের বলে সিলি পয়েন্টে মিচেলের কঠিন ক্যাচ ফেলেন দেবদত্ত পাড়িক্কল। চা-বিরতিতে (২০৬/৫) হার বাঁচাতে শেষ সেশনটুকু টিকে থাকার লড়াই কিউয়িদের। শেষ ঘণ্টায় টানা ৪৩ বল কোনও রান না নিয়ে ভারতীয় বোলারদের হতাশ করেন মিচেল (১৮৬ বলে ৪৯*) ও ফিলিপস (১২৬ বলে ২৬*)। বাউন্ডারি লাইনে কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে গিলের দীর্ঘ আলোচনাও ব্যর্থ। অবচ্ছিন্ন ষষ্ঠ উইকেটে ২৫৯ বল খেলে ৬৩ রান যোগ করেন দু'জন। এই ড্রয়ের ফলে সিরিজে ০-০ সমতা থাকল। তবে ডব্লিউটিসি পয়েন্ট টেবিলে বড় ক্ষতি টিম ইন্ডিয়ার। পয়েন্ট শতাংশ ৫১.৫২ থেকে কমে ৫০.০০ (জিতলে হত ৫৫.৫৬)। চতুর্থ স্থানে থাকা ভারতকে ফাইনালে যেতে বাকি ৭ টেস্টের ৬টিতেই জিততে হবে। অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকা (৭৫.০০) ও অস্ট্রেলিয়ার (৬৯.২৩) পরে ৬৬.৬৭ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় স্থানে নেমে গেল নিউজিল্যান্ড।

২ গোল হজমের পর আক্রমণের ঝড় তুলে জিতল বার্সেলোনা

সংবাদ সংস্থা, বার্সেলোনা, ২৩ নভেম্বরঃ কাম্প ন্যুয়ে রবিবার লা লিগার রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে ভিয়ারেয়ালকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে আয়োজকরা। তাহন বুকানন ও টানি ওলুওয়াসেয়ির গোলে পিছিয়ে পড়ার পর, জেরার্দ মার্তিন ও ফের্মিন লোপেজ গোল করে সমতা টানেন। এরপর প্রতিপক্ষের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা, এবং সেটাই ম্যাচের ব্যবধান গড়ে দেয়। শেষের কয়েক মিনিট ১০ জন নিয়ে খেলে সফরকারীরা। আক্রমণের বিচারে ম্যাচের সময়টা অনায়াসে যেন দুই ভাগে ভাগ করে ফেলা যায় যেখানে ভিয়ারেয়ালের নিয়ন্ত্রণ থাকে ওই গোল দুটি হওয়া পর্যন্ত। গোলের জন্য চারটি শট নিয়ে ওই দুটিই কেবল লক্ষ্যে রাখতে পারে তারা। আর ৭০ শতাংশ সময় পজেশন রেখে বার্সেলোনার নেওয়া ৩০ শটের ৯টি ছিল লক্ষ্যে। লিগ টেবিলের শীর্ষস্থান আবারও মজবুত হলো বার্সেলোনার। ১৩ ম্যাচে ১২ জয়ে তাদের পয়েন্ট ৩৬। ৩ পয়েন্ট কম নিয়ে দু'য়ে রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচের শুরুটা অবিশ্বাস্য রকমের বাজে হয় বার্সেলোনার, প্রথম সাত মিনিটের মধ্যে দুই গোল হজম করে চ্যাম্পিয়নরা। প্রথম গোলের দায় লোপেজের, পঞ্চম মিনিটে তার অমার্জনীয় ভুলের খেসারত দিতে হয় আয়োজকদের। নিজেদের সীমানায় প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জের মুখে কোনো কিছু না দেখেই ডান দিকে বল বাড়ান তিনি, আর বল ধরে একটু এগিয়েই জোরাল শট নেন বুকানন। বুলেট গতিতে বল খুঁজে নেয় ঠিকানা। ওই ধাক্কা বার্সেলোনা সামলে উঠবে কী, পরক্ষণে আবার তাদের জালে বল লুটোপুটি খায়। গতিময় প্রতি-আক্রমণে সবাইকে পেছনে ফেলে ডি-বক্সে ঢুকে, ওয়ান-অন-ওয়ানে জোরাল শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ওলুওয়াসেয়ি। এরপর যেন তেতে ওঠে বার্সেলোনা। একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে, যদিও প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের পরীক্ষা কেউ নিতে পারছিল না। ২০তম মিনিটে আবার ডান দিক দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে পড়া ইয়ামালকে আটকাতে ফাউল করেন ওলুওয়াসেয়ি। ভিএআরের সাহায্যে



পেনাল্টি দেন রেফারি। কিন্তু সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেননি তরুণ তারকা। স্পট কিক নেওয়ার জন্য বল জায়গায় রেখে প্রস্তুত হচ্ছিলেন ইয়ামাল, তখন বাতাসে বল নড়ে যায়, তাতে হয়তো এই ফরোয়ার্ডের মনোযোগেও বিঘ্ন ঘটে। পরে শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি, পোস্টে লেগে বল বাইরে যায়। ৩৬তম আবারও হতাশ করেন ইয়ামাল। সবার আগে ডি-বক্সে ঢুকলেও সিদ্ধান্ত নিতে মুহূর্ত দেরি করে ফেলেন তিনি, পরে নেওয়া শট প্রতিপক্ষের পায়ে লেগে বাইরে চলে যায়। দুই মিনিট পর হতাশা আরও বাড়ান হাফিনিয়া ইয়ামালের দারুণ পাস ছয় গজ বক্সের বাইরে পেয়ে শট নিতে পারেননি বার্সেলোনা অধিনায়ক। বিরতির ঠিক আগে আবার ডান দিক দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে ভীতি ছড়ালেন ইয়ামাল। তার শট আটকালেও দলকে পুরোপুরি বিপদমুক্ত করতে পারেননি গোলরক্ষক, আলগা বল জালে পাঠানোর সুযোগ আসে লোপেজ ও গার্সিয়ার সামনে, কিন্তু কেউই পারেননি তা কাজে লাগাতে। বিরতির পরও একইরকম আক্রমণাত্মক শুরু করে বার্সেলোনা। ৫৩তম মিনিটে পরপর দুটি সুযোগ পায় তারা, কিন্তু স্কোরলাইনে বদল আসেনি। লোপেজের শট ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে আটকান গোলরক্ষক, আর ওই কর্নারে মার্ক বের্নালের হেড লক্ষ্যে থাকেনি। চার মিনিট পর আবার বার্সেলোনার আক্রমণ এবং পেতার গুলাসির আরেকটি দুর্দান্ত সেভ। এবার জুয়াও কান্সেলোর বুলেট গতির শট ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে রুখে দেন হাঙ্গেরির এই গোলরক্ষক। এরপরই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হয় বার্সেলোনার। ছোট করে নেওয়া কর্নারের পর, পেদ্রির ক্রসে কোনাকুনি হেডে দলকে পথে ফেরান স্প্যানিশ ডিফেন্ডার মার্তিন। কাম্প ন্যুয়ের গ্যালারিও যেন প্রাণ ফিরে পায়। চার মিনিট পর সমতাসূচক গোলও পেয়ে যায় তারা। ডি-বক্সে ডান দিক থেকে প্রতিপক্ষের অনেক খেলোয়াড়ের মধ্যে দিয়ে অন্য পাশে বল বাড়ান ইয়ামাল, আর অরক্ষিত লোপেজ জোরাল শটে গোলটি করেন। পরপর দুই গোল খেয়ে দিশেহারা ভিয়ারেয়াল ৬৭তম মিনিটে নিজেদের ভুলে পিছিয়েও পড়ে। ডি-বক্সে ডান দিক থেকে লোপেজের অন্য পাশের উদ্দেশে বাড়ানো পাস আটকাতে গিয়ে নিজেদের জালে পাঠান ডিফেন্ডার পাও নাভারো। ৮৩তম মিনিটে ফল নিয়ে অনিশ্চয়তা শেষ করে দিতে পারতেন দানি ওলমো, তবে তার জোরাল শট দারুণ নৈপুণ্যে আটকে দলের আশা বাঁচিয়ে রাখেন গুলাসি। যদিও গুলাসির সতীর্থরা উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেনি পরেও। উল্টো যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে হাফিনিয়াকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন নাভারো। আসরে ষষ্ঠ হারের পর, ১৩ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে আছে ভিয়ারেয়াল।

বেহালায় গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ নভেম্বরঃ রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁর গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ল সোমবার দুপুরে। বেহালার বাড়ি থেকে নবান্নে যাওয়ার পথে ডায়মন্ড হারবার রোডে বেহালা বাজারের কাছে এই ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার সময় গাড়ির সামনের আসনে চালকের পাশেই বসেছিলেন মন্ত্রী। সংঘর্ষে গাড়িটির ক্ষতি হলেও ইন্দ্রনীল খাঁর তেমন কোনও আঘাত লাগেনি বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। মন্ত্রী-ঘনিষ্ঠদের সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে বেহালায় নিজের বাসভবন থেকে নবান্নের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন ইন্দ্রনীল। গাড়ি চালাচ্ছিলেন তাঁর চালক। ডায়মন্ড হারবার রোডে বেহালা বাজারের কাছে কনভয়ের সামনে থাকা একটি অটো আচমকা ব্রেক কষে। সেই পরিস্থিতিতে মন্ত্রীর গাড়ির চালকও দ্রুত ব্রেক কষেন। কিন্তু এর মধ্যেই সামনে থাকা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগে মন্ত্রীর গাড়ির। দুর্ঘটনায় ক্রীড়ামন্ত্রীর গাড়ির বেশ ভালো ক্ষতি হয়েছে। তবে গাড়ির সামনের আসনে বসে থাকা ইন্দ্রনীল খাঁর তেমন কোনও আঘাত লাগেনি বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, দুর্ঘটনার পর তিনি অক্ষত রয়েছেন। গুরুতর চোটের কোনও খবর মেলেনি।

লিভারপুলের গোলবন্যায় ভেসে গেল পচেত্তিনোর ইউনাইটেড

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ডাগআউটে মাউরিসিও পচেত্তিনোর শুরুটা এর চেয়ে খারাপ বুঝি আর হতে পারত না। ম্যাচের শুরুতেই দল পরিণত হলো ১০ জনে, পরের কয়েক মিনিটে হজম করতে হলো দুই গোল। যেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর কোনো সম্ভাবনাই জাগাতে পারল না তারা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একচেটিয়া আধিপত্য করে দাপুটে জয় তুলে নিল লিভারপুল।

সংবাদ সংস্থা, লিভারপুল, ২৩ নভেম্বরঃ অ্যানফিল্ডে রবিবার প্রিমিয়ার লিগের একপেশে লড়াইয়ে ৪-০ গোলে জিতেছে আয়োজকরা। লেনি ইয়েরো লাল কার্ড দেখার পর, প্রায় পুরোটা সময় একজন কম নিয়ে খেলে দুই অর্ধে দুটি করে গোল হজম করেছে ইউনাইটেড। দমিনিক সোবোসলাই দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর, ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফ্লোহিয়ান ভিয়েস। আর দ্বিতীয়ার্ধে গোল দুটি করেন রিও নুগোমোহা ও ভিক্তর মুনিয়োস। লড়াইটি কতটা একতরফা ছিল, সেটা ম্যাচের অন্যান্য পরিসংখ্যানেও ফুটে উঠছে। ৬০ শতাংশের বেশি সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২৮টি শট নেয় লিভারপুল, এর ১১টি ছিল লক্ষ্যে। আর ইউনাইটেডের ১০ শটের তিনটি ছিল লক্ষ্যে। গত বছরের অক্টোবরে এই মাঠে ২-১ গোলে জয়োৎসব করে ইউনাইটেড। পরে লিগে ফিরতি দেখায়ও তারা ৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে দেয় লিভারপুলকে। জোড়া হারের সেই ক্ষতে এবার দাপুটে পারফরম্যান্সে প্রলেপ দিল 'অল রেড' খ্যাত দলটি। ১১ ম্যাচে ছয় জয় ও তিন ড্রয়ে ২১ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে লিভারপুল। শীর্ষস্থান থেকে এখনও অবশ্য ৭ পয়েন্টে পিছিয়ে আন্দোনি ইরাওলার দল। ১১ রাউন্ড শেষে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় আর্সেনাল। সমান ২২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ব্রাইটন ও তিনে ম্যানচেস্টার সিটি। আর টেবিলে ইউনাইটেডের অবস্থা আরও নাজুক হলো। ৪০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ পারফরম্যান্সের রেকর্ড তারা আগেই রাউন্ডে গড়ে। ব্যর্থতার ধারা আরও দীর্ঘ হলো। এই হারের পর টানা ৯ ম্যাচ জয়হীন রইল তারা,



লিগে সবশেষ দলটি জিতেছিল গত ৩০ আগস্ট, ইপ্সউইচ টাউনের বিপক্ষে। এবারের লিগে এখন পর্যন্ত তাদের জয়ের গল্প ওই একটিই। আসরে পঞ্চম হারের পর, ৮ পয়েন্ট নিয়ে ১৯ নম্বরে আছে ইউনাইটেড, তলানি থেকে মাত্র ১ পয়েন্ট দূরে। নতুন কোচের হাত ধরে প্রথম মাঠে নেমেই প্রবল ধাক্কা খায় ইউনাইটেড। অষ্টম মিনিটে ১০ জনের দলে নেমে আসে তারা, আর পরের পাঁচ মিনিটের মধ্যে পিছিয়ে পড়ে দুই গোলে। সপ্তম মিনিটেই ইউনাইটেড শিবিরে প্রথম বিপদ আসতে পারত, তবে দারুণ পজিশন থেকে আলেকজান্দের ইসাক শট নিতে পারেননি। যদিও সফরকারীদের সেই স্বস্তি স্থায়ী হয়নি এক মিনিটও। পরের মিনিটে দারুণ ক্ষিপ্রতায় এগিয়ে যান ইসাক, তার সামনে বাধা তখন কেবলই গোলরক্ষক, উপায় না পেয়ে ডি-বক্সের বাইরে পেছন থেকে তাকে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন লেনি ইয়েরো। স্তব্ধ ইউনাইটেডকে আরও ব্যাকফুটে ঠেলে দেন সোবোসলাই দারুণ ফ্রি কিকে ঠিকানা খুঁজে নেন হাঙ্গেরির অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। ওই উচ্ছ্বাসের মাঝেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ভিয়েস। বাঁ দিক দিয়ে আক্রমণ শাণিয়ে তরুণ তারকা রিও নুগোমোহা বাইলাইনের কাছ থেকে কাটব্যাক করেন, আর চমৎকারভাবে পা উঁচু করে আলতো কিন্তু নিখুঁত ভলিতে কাজ সারেন জার্মান অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। ডিফেন্ডার ইয়োরোর শূন্যতা পূরণে ২২তম মিনিটেই পরিবর্তন আনতে বাধ্য হন ইউনাইটেড কোচ ফরোয়ার্ড ব্রায়ান এমবুমোকে তুলে নামান সেন্টার-ব্যাক হ্যারি ম্যাগুইয়ারকে। চাপ ধরে রেখে ৪০তম মিনিটে আবার ভীতি ছড়ায় লিভারপুল। ডি-বক্সে আলেক্সিস মাক আলিস্তেরের শট রুখে দেন গোলরক্ষক। তারপরও সুযোগ ছিল, তবে আলগা বলে ইসাকের শট আটকে ব্যবধান বাড়তে দেননি ম্যাগুইয়ার। বিরতির পর পুনরায় খেলা শুরুর ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে ফের সানা লমেন্সের পরীক্ষা নেন সোবোসলাই। দূর থেকে জোরাল শট নেন তিনি, একহাত দিয়ে বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠান বেলজিয়ান গোলরক্ষক। ৬৬তম মিনিটে দুর্দান্ত এক গোলে জয়ের পথে আরও এগিয়ে যায় লিভারপুল। মাঝমাঠে সতীর্থের পাস পেয়ে প্রতিপক্ষের দুই খেলোয়াড়ের মধ্য দিয়ে দ্রুত এগিয়ে যান বাহডলে বাহকোলা, এবং ডি-বক্সে ঢুকে বল বাড়ান অন্যপাশে। আর প্রতিপক্ষের একজনের চ্যালেঞ্জের মুখে নিখুঁত শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন নুগোমোহা। চলতি মরসুমে প্রথম জালের দেখা পেলেন তিনি। আর প্রিমিয়ার লিগে সবচেয়ে কম বয়সি ফুটবলার হিসেবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে গোল করলেন নুগোমোহা, ১৮ বছর ৮৫ দিন বয়সে। ৮২তম মিনিটে ইউনাইটেডের কফিনে চতুর্থ পেরেটি ঠুকে দেন মুনিয়োস। ভিয়েসের ডি-বক্সে বাড়ানো থ্রু বল পেয়েই জোরাল শটে গোলটি করেন বাহকোলার বদলি নামা এই স্প্যানিশ উইঙ্গার। গোলটির পর অনেক ইউনাইটেড সমর্থককে গ্যালারি ছাড়তে দেখা যায়। লিগে প্রিয় দলের আরেকটি জয় দেখার অপেক্ষা তাদের দীর্ঘ হলো আরও। একদম শেষ সময়ে সান্ত্বনাসুচক একটি গোল পেতে পারত ইউনাইটেড, কিন্তু দলটির অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দজের শট ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক আলিসন।



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো–অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা–৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা–৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক–অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com